চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 95 Monday, 6 March, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ৯৫ সংখ্যা ✻ ২১ ফাল্গুন, ১৪২৯, সোমবার, ৬ মার্চ, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

আরও একটি ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার সকাল দশটায় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে ভাষণ দেবেন। ২০২৩-২৪ এর কেন্দ্রীয় বাজেটে যে সমস্ত পরিকল্পনা এবং নীতি গৃহীত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কেন্দ্র যে ১২টি ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে এটি তারই অংশ। কেন্দ্রীয় বাজেটে সাতটি অগ্রাধিকারের তালিকা তৈরি হয়েছে। অমৃত কালে এই তালিকা সপ্তর্ষির মতো কাজ করবে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ওয়েবিনারে বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। আর সোমবার স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি কেন্দ্রের

আবাস যোজনায় দুর্নীতি হয়নি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ বিজেপি নেতানেত্রীদের একাংশ বারবার 'আবাস যোজনা'য় দুর্নীতির অভিযোগ তুললেও তা নিয়ে কেন্দ্রীয় 'অভিমত ভিন্ন। এবং শুধু তাই নয়, তা নিয়ে সরকারি চিঠি দিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে জানিয়েও দিল কেন্দ্র। জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছে। একাধিক জনসভাতেও আবাস দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু সেই অভিযোগকারী নেতানেত্রীদের মুখ পুড়িয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, আবাসে কাটমানি বা ঘুষ নেওয়ার কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এই প্রকল্পে যতগুলি বাড়ি অনুমোদন বা বাতিল হয়েছে, সবই নিয়ম মেনে করা হয়েছে। বেনিয়ম ভাবে তা করা হয়নি। থোতামুখ ভোঁতা হল বিজেপি নেতানেত্রীদের। কি বলবেন তারা এখন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে কেন্দ্রের এই চিঠি কার্যত 'ট্রাম্পকার্ড' হয়ে উঠেছে নবান্নের কাছে। ১০ মার্চ কেন্দ্রকে পালটা চিঠি দিয়ে আবাসের বকেয়া টাকা চাওয়ার পাশাপাশি এই মিথ্যে অভিযোগকারী নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তার পরামর্শ চাইবে নবান্ন বলে সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, ওই চিঠির প্রেক্ষিতে যা বলার বিধানসভায় বলব। প্রদীপবাবুর সরস রসিকতা, কেন্দ্রের পাঠানো চিঠিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, এমনকী এফআইআর করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় দল যখন কোনও দুর্নীতির হদিশই পেল না, তাহলে কি ধরে নেব মিথ্যে অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে কেন্দ্র? আসলে আবাস যোজনা, সড়ক যোজনা, ১০০ দিনের কাজসহ কেন্দ্ররাজ্য যৌথ উদ্যোগে চলা একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। আটকে রাখার কারণ হিসেবে সেই দুর্নীতিকেই চাঁদমারি করা হয়েছে। অথচ দুর্নীতির তদন্ত করতে এসে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল ছোটখাটো দু, একটি ত্রুটি ছাড়া কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের এই রিপোর্ট দেখার পর ২৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্র চিঠি পাঠায় মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদীকে। তাতেই উল্লেখ করা হয়েছে, আবাস যোজনায় ছোটখাটো বেনিয়ম ছাড়া কোনও দুর্নীতি হয়নি। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রীয় দল ৭ টি জেলা পরিদর্শন করেছে। আবাস যোজনায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে কেউ ঘুষ বা কাটমানি নিয়েছে কি না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহু মানুষকে এই প্রশ্ন করেছেন তদন্তকারীরা। কিন্তু কোথাও কোনও অনিয়ম বা দুর্নীতির হদিশ পায়নি। পূর্ব মেদিনীপুর, মালদহের কালিয়াচকে বেশ কয়েকটি বাড়ির অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তদন্তকারীরা স্বীকার করে নিয়েছেন, কালিয়াচকের ১৩টি বাড়ির মধ্যে ১১টি রাজ্যই বাতিল করে দিয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে অভিযোগ ওঠা বাড়িগুলির দেওয়ালে ঠিক জায়গাতেই 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র স্টিকার লাগানো আছে। তবে মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং, নদিয়া এই স্টিকার নিয়েই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অভিযোগ রয়েছে। যা নিয়ে রাজ্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই জেলাগুলিকে সতর্ক করেছে। এবার দেখার, আটকে থাকা আবাসের টাকা কতদিনে রাজ্যকে পাঠায় কেন্দ্র। তবে বকেয়া মেটাক বা না মেটাক, কেন্দ্রের এই চিঠি যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলের কাছে তুরুপের তাস হয়ে উঠবে, তা নিয়ে কিছু বলা থাকলো না। এবার বিজেপি নেতানেত্রীরা কি করবেন সেটাই দেখার।

মোদিকে চিঠি মমতা সহ ৯ নেতার, বাদ কংগ্রেস

কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার বন্ধ হোক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে নতুন জোট তৈরী হল! এক ছাতার তলায় ন'টি বিজেপি বিরোধী দল এল বলে জানা গিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম মুখ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহার এবং রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগানোর প্রতিবাদে একযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন বিরোধী শিবিরের প্রথম সারির ৯ জন নেতানেত্রী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ৯ জন নেতানেত্রীর মধ্যে কংগ্রেসের কোনও নেতার নাম নেই। মোদিকে লেখা চিঠিতে দিল্লির সদ্যপ্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার গ্রেপ্তারি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই ৯ নেতানেত্রী। তাঁরা বলছেন, কেন্দ্র সরকার সিবিআই, ইডিকে ব্যবহার করে বিরোধী নেতাদের ফাঁসাচ্ছে। আর বিজেপিতে যোগ দিলে অভিযুক্তরাও ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণ হিসাবে, শুভেন্দু অধিকারী, হিমন্ত বিশ্বশর্মাদের নামও তুলে ধরেছেন এই ৯ নেতানেত্রী। একই সঙ্গে তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্রের নিয়োগ করা রাজ্যপালরাও বিরোধীদের দখলে থাকা রাজ্যগুলিকে কাজে বাধা দিচ্ছে। গণতন্ত্রকে ভুলুন্ঠিত করা হচ্ছে। বিরোধীদের চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, বাংলা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত উপরাজ্যপালরা কেন্দ্র রাজ্য বিভেদের মুখ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারা কারা আছেন সেই তালিকায়? দেখা যাচ্ছে বিজেপি বিরোধী অধিকাংশ বড় নেতাই মোদিকে লেখা চিঠিতে সই করেছেন। তাতে নাম রয়েছে দিল্লির

মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুখ আবদুল্লাহদের। আর অবশ্যই রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি বিরোধী নেতাদের এই তালিকায় কংগ্রেসের না থাকাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে কংগ্রেস মণীশ সিসোদিয়ার গ্রেপ্তারিকে সমর্থন করেছে। সম্ভবত সেকারণেই এই চিঠিতে তাদের কোনও প্রতিনিধি সই করেননি। কিন্তু কংগ্রেসকে ছাড়াই যেভাবে ৯টি দল একত্রিত হল, সেটা আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতিতে নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যে ভাবে বিজেপি তথা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সিবিআই ও ইডি-র তৎপরা বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধিরা জোট বেঁধেছে, তা এটা স্পষ্ট যে আগামী দিনে রাজনৈতিক লড়াইটা জমে উঠবে। ২০২৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বেগ পেতেই হবে। কোনও মতেই সহজ হবে না রাজনৈতিক ভাবে নির্বাচনের লড়াইটা। জোট শক্তিশালি হলে ২৪-র নির্বাচনটা জমবে বলাও খানিকটা ভুল হবে। কারণ এখানে মেইন ফ্যাক্টর হল দেশের সাধারণ মানুষ। তাদের যে দল যেমন ভাবে বোঝাবে তারা তাতেই সায় দেবেন। তাই সেই দিকে তাকিয়ে থাকা প্রয়োজন।

ব্রিটেনের সেমিনারে বিবিসির পাশে রাহুল গান্ধী

লন্ডন, ৫ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরোধিতা করলেই আক্রান্ত হতে হয়। বিবিসির ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। ব্রিটেনে দাঁড়িয়ে ফের মোদি সরকারের 'দুর্নাম' করে এলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তাঁর বক্তব্য, ভারতে অন্ধভাবে প্রধানমন্ত্রীর সুনাম করলে সমর্থন পাওয়া যায়। আর প্রশ্ন করলেই আক্রান্ত হতে হয়। বিবিসি ইস্যুতে শুরু থেকেই সরকারের বিরোধিতা করে আসছে কংগ্রেস। এবার ব্রিটেনের মাটিতে দাঁড়িয়েও রাহুল ব্রিটিশ এই সংবাদমাধ্যমকে সমর্থনের বার্তা দলেন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেশের বদনাম করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। বিবিসি ইস্যুতে রাহুলের এই মন্তব্য নিয়েও সেই একই অভিযোগ উঠবে, বলা বাহুল্য। যদিও রাহুল এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বিদেশে গিয়ে তিনি কখনও দেশকে বদনাম করার কথা ভাবতেই পারেন না। বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে ছোট দেখানোর চেষ্টা করেন। রাহুল বলেন, আমার মনে পড়ে শেষবার বিদেশে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, দেশে নাকি ৭০ বছরে কিছুই হয়নি। গত ১০ বছর নাকি আমরা নষ্ট করেছি। এটা কি প্রত্যেক ভারতীয়র অপমান নয়? উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে ১০ দিনের ব্রিটেন সফরে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। সোমবার ব্রিটিশ সংসদে বক্তব্য রাখার কথা কংগ্রেস সাংসদের। এরপর ব্রিটেনে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি। কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাহুলের সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য হাজার দু'য়েক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইতিমধ্যেই রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ফেলেছেন।

ইমরানকে ধরতে লাহোরে হাজির পুলিশ

লাহোর, ৫ মার্চ ঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেফতারি করা কেবল সময়ের অপেক্ষা। ইসলামাবাদ পুলিশ লাহোর পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু ইমরান খানের গ্রেফতারি ঠেকাতে মরিয়া ইমরানের পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) কর্মীরা। জামান পার্কের বাড়ির সামনে হাজির হাজার হাজার ইমরান সমর্থককে স্লোগান দিতেও শোনা গিয়েছে। তোষাখানা মামলায় একাধিক বার আদালতের হাজিরা এড়ানোর অভিযোগ রয়েছে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই আদালতের নির্দেশ নিয়ে লাহোরে এসে পৌঁছেছে ইসলামাবাদ পুলিশ। ইসলামাবাদের একটি আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক জাফর ইকবাল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। পাকিস্তান জুড়ে এই ভাবে ক্রমশ রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়েছে। যা নিয়ে রীতিমত সোরগোল পরেছে।

'নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে অন্য বিরোধী দলের ক্ষতি চাইছে', কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে অন্যান্য অবিজেপি-অকংগ্রেসি দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। আবার বিস্ফোরক তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি দাবি করেন, নিজেদের দ্বিচারিতার জন্য বিজেপি বিরোধিতায় গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে হাত শিবির। শনিবার কুণালবাবু টুইট করে বলেন, কংগ্রেস নিজেরা বিজেপিকে ঠেকাতে পারে না। তৃণমূল সেটা পারে। এরপরই তাঁর আক্রমণ, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে কংগ্রেস এখন অকংগ্রেসি, অবিজেপি দলগুলির ক্ষতি চাইছে। বিজেপির সাহায্যও নিচ্ছে তারা। বাংলাতেও সম্প্রতি কংগ্রেসের যা ভূমিকা, তাতে এরা দিল্লিতে বিজেপি বিরোধিতার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। বিজেপি বিরোধিতায় কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সন্দেহপ্রকাশ করে আসছে তৃণমূল। সাগরদিঘির ফলপ্রকাশের পর সেটা আরও বেড়েছে। এ রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, সাগরদিঘিতে সরাসরি বিজেপির সঙ্গে 'অনৈতিক জোট' করে জিতেছে হাত শিবির। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, যেভাবে বাংলায় অধীর চৌধুরীরা বিজেপির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলছেন, তাতে বিজেপি বিরোধিতায় বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে কংগ্রেস। কুণালের টুইটে সেই সুরই প্রতিধ্বনিত হল। ঘটনাচক্রে এমন একটা দিনে কুণাল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুললেন যেদিন মমতা সহ ৯ জন প্রথম সারির বিজেপি বিরোধী নেতানেত্রী একযোগে, এক ছাতার তলায় এসে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। দেখা যাচ্ছে বিজেপি বিরোধী অধিকাংশ বড় নেতাই মোদিকে লেখা চিঠিতে সই করেছেন। তাতে নাম রয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুখ আবদুল্লাহদের। অথচ কংগ্রেস এই উদ্যোগে শামিল হয়নি। বিজেপি বিরোধী নেতাদের এই জোটে কংগ্রেসের অনুপস্থিতি ও তারপর কুণালের এই টুইট বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আজ রাজ্য বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব সোমবার শুরু হচ্ছে। চলবে আগামী ১৩ মার্চ পর্যন্ত। কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমার্ধে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। পূর্ব ঘোষণা মতো বিজেপির পক্ষ থেকে সোমবারই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সভায় পেশ করার কথা।

২০২৩-২৪-এর রাজ্য বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে পুর ও নগর উন্নয়ন, খাদ্য ও সরবরাহ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, কৃষি এবং শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকটি বিল নিয়েও আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

'মোদির বিরুদ্ধে কথা বললেও ব্যবসা করা যায় ভারতে,

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ কিছুদিন আগে বিবিসির বিতর্কিত ডকু-সিরিজ 'দ্য মোদি কোয়েশ্চেন' নিয়ে গরম হয় জাতীয় রাজনীতি। ওই ছবি নিষিদ্ধ ঘোষণার পর দিল্লি ও মুম্বইয়ের বিবিসি দপ্তরে আয়কর হানায় বিতর্ক নতুন মাত্রা নেয়। সংস্থাটি বিবিসি হওয়ায় বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিতর্কেরও চেহারা নয়। এই অবস্থায় গোটা বিশ্বের শিল্পপতিদের উদ্দেশে ইঙ্গিতবাহী বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তিনি বলেন, বিনিয়োগের জন্য আদর্শ জায়গা হয়ে উঠছে ভারতের বিরাট বাজার। দেশের সুদক্ষ যুবশক্তি, উন্নত প্রযুক্তি এবং সুষ্ঠু আইনের শাসন গোটা পৃথিবীর ব্যবসায়ীদের জন্য আকর্ষণীয়। একধাপ এগিয়ে আরও বলেন, এখানে কেন্দ্র বা মোদির বিরুদ্ধে কথা বললেও ব্যবসায় প্রভাব পড়ে না। দিল্লিতে রাইসিনা ডায়ালগ ২০২৩-এ অংশ নিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। সেখানেই দাবি করেন, ভারতে সব ধরনের ব্যবসাকে সম্মান জাননো হয়। এদিন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, বিশ্বজুড়ে টালমাটাল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে কীভাবে আশাবাদী হচ্ছেন তিনি। উত্তর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রের 'সঠিক সমন্বয়'ই এর কারণ। দেশে দক্ষ যুবশক্তি রয়েছেন। অন্যদিকে রয়েছেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এর ফলে চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সমন্বয় তৈরি হচ্ছে। এইসঙ্গে নির্মলা জানান, আপনি সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন। এর পরেও ব্যবসায় কোনও প্রভাব পড়ে না। এখানে কাউকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়নি আবার কেউ নিখোঁজও হন না। অনেকের অভিমত, চিন থেকে আলিবাবা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা'র অন্তর্ধানের ঘটনাই বুঝিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। নির্মলা আরও দাবি করেন, বিনিয়োগ উৎসাহ দান কেবলমাত্র কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ নয়। রাজ্য স্তরেও বিনিয়োগ টানার প্রয়াস ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তবে 'কাউকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয় না' মন্তব্যে অনেকে আদানি গোষ্ঠীর গন্ধ পেয়েছেন।

অনুব্রত মণ্ডলের দিল্লি যাত্রায় ফের জটিলতা বাড়ল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ অনুব্রত মণ্ডলের দিল্লি যাত্রায় নিয়ে আবার জটিলতা দেখা দিল বলে জানা গিয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়ছে, নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে পারবে না বলেই জেল কর্তৃপক্ষকে জানাল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। জেল কর্তৃপক্ষ সেকথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ইডিকে। এদিকে, রবিবার সকালে আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবককে ঢুকতে দেখা যায়। সূত্রের খবর, গরু পাচার মামলায় ধৃত অনুব্রতকে পাঞ্জাবি দিতে গিয়েছিলেন তিনি। শনিবার বিকেলে কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কোনও হাসপাতালে অনুব্রত মণ্ডলের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে ফিট সার্টিফিকেট হাতে পেতে হবে ইডিকে। তারপরই বিমানে করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া যাবে অনুব্রতকে। বিমানেও থাকবেন একজন মেডিক্যাল অফিসার। হাই কোর্টের অর্ডার কপি ইডি পাঠিয়ে দিয়েছিল জেল কর্তৃপক্ষকে। রবিবার পুলিশ বাহিনী চেয়ে রিকুইজিশন পাঠানো হয়েছিল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটকে। কিন্তু কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। পুলিশের তরফ থেকে দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ায় ইডির তরফে জেল কর্তৃপক্ষকে মোট তিনবার ইন্টিমেশন দেওয়া হয়। ইডি'র তরফ থেকে জেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয় যদি রাজ্য পুলিশ নিয়ে যেতে না পারে তারা তৈরি আছে। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফ থেকে নিরাপত্তা দিতে না পারার কথা জেল কর্তৃপক্ষকেও জানিয়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, এও বলা হয়, কেন্দ্রীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ অনুব্রত মণ্ডলকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না। আসানসোল থেকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ইডি কাজে লাগাক বলেই দাবি আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অনুব্রত মণ্ডলের দিল্লি যাত্রা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, রবিবার সকালে আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারে হঠাৎ করে এক 'রহস্যময়' যুবকের আবির্ভাব। হাতে সাদা থলি। থলির ভিতরে উঁকি দিচ্ছে গেরুয়া, সবুজ রংয়ের নতুন নতুন পাঞ্জাবি। সরাসরি জেলের ভেতর ঢুকে যান তিনি। সূত্রের খবর, অনুব্রত মণ্ডলের জন্য নতুন পাঞ্জাবি আনা হয়েছে। তাঁকে পাঞ্জাবি দিয়েই বেরিয়ে যায় ওই যুবক। এভাবে জেলের ভিতর পুলিশ প্রশাসন বা উকিল ছাড়া কেউ ঢুকতে পারেন না। বিশেষ করে রবিবার ছুটির দিন। তা সত্ত্বেও কীভাবে তিনি ঢুকলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জানা গিয়েছে ওই যুবক নিজের পরিচয়ও গোপন করেছে। করুর সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখা যায়নি।

বি সি রায় হাসপাতালে আবার মৃত্যু ২ শিশুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ বি সি রায় শিশু হাসপাতাল শিশুমৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত। ফের রাজ্যে প্রাণ গেল ২ শিশুর। রবিবার সকালে পরপর দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় বাড়ছে উদ্বেগ। হাজার সতর্কতামূলক পদক্ষেপ সত্ত্বেও ঠেকানো যাচ্ছে না শিশুমৃত্যু। প্রায় প্রতিদিনই লেগে রয়েছে প্রাণহানি। ফের রাজ্যে প্রাণ গেল দুই শিশুর। মৃতদের মধ্যে একজন উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখার বাসিন্দা। চার মাস বয়সি ওই শিশুর মাসখানেক আগে পক্স হয়েছিল। গত মঙ্গলবার জ্বর, সর্দি, কাশি নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়। শিশুটিকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার ভোর চারটে নাগাদ মৃত্যু হয় তার। আতিফা খাতুন নামে ১ বছর ৭ মাস বয়সি আরও একটি শিশুরও মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার জ্বর, সর্দি, কাশি নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হয় সে। সপ্তাহখানেক ধরে চলে যমেমানুষে টানাটানি। রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ মৃত্যু হয় খুদের।

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয় দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে জ্বর, সর্দিকাশির সংক্রমণ। যার নেপথ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। এরজন্য বিশেষজ্ঞরা দায়ী করেছেন ইনফ্লুয়েঞ্জার উপ প্রজাতি এইচ ৩ এন ২ ভাইরাসকে।

সরকারি হাসপাতালে একই সিরিঞ্জ, যোগীরাজ্যে আক্রান্ত শিশু

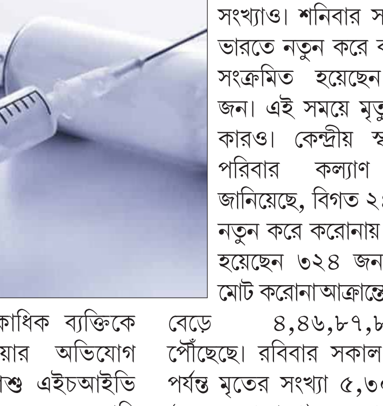

৫ মার্চ ঃ একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে একাধিক ব্যক্তিকে ইঞ্জেকশন। যার জেরে এইচআইভি আক্রান্ত উত্তরপ্রদেশের এক খুদে। চিকিৎসকের ভুলের খেসারত দিচ্ছে তাকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাঠগড়ায় যোগীরাজ্যের এটাহ জেলার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ইতিমধ্যে রিপোর্ট তলব করে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। এটাহ'র রানি অবন্তী বাই লোধি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি হয়েছিল শিশুটি। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, একই সিরিঞ্জ দিয়ে একাধিক রোগীকে একই সিরিঞ্জ দিয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছিল। যার জেরে শিশুটি এইডস আক্রান্ত হয়েছে। গত ২০ তারিখ তাকে হাসপাতালে ওই সরকারি হাসপাতালে আবার ভরতি করা হয়। পরিবারের আরও অভিযোগ, শিশুটি এইচআইভি আক্রান্ত জানতে পেরে তাকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। শিশুটির পরিবারের তরফে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ পাওয়া মাত্র তদন্তের নির্দেশ দেন জেলাশাসক। চিফ মেডিক্যাল অফিসারকে তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপালের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। তিনি জানিয়েছেন, এটাহর মেডিক্যাল কলেজের এক চিকিৎসক একই সিরিঞ্জ দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার অভিযোগ পেয়েছি। এক শিশু এইচআইভি পজিটিভও হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছি। এদিকে উদবেগ বাড়িয়ে দেশে কোভিডের দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। শনিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩২৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩২৪ জন, দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮৭,৮২০তে পৌঁছেছে। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৫,৩০,৭৭৫ (১.১৯ শতাংশ)। দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৭৯১-এ পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৪,২৫৪ জন করোনা রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৭২৫ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪,২২,২০৯। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৯৩,৩২৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনাস্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

নিশানায় সংবাদমাধ্যম! 'পুলিশি তাণ্ডব' কেরলে

কোঝিকোড়ে, ৫ মার্চ ঃ শাসকের নিশানায় আবার পড়ল সংবাদমাধ্যম। ঘটনাটি কেরলে ঘটেছে। জানা গিয়েছে, কেরলে সংবাদমাধ্যমের অফিসে ঢুকে কার্যত 'তাণ্ডব' চালিয়েছে পুলিশ। রবিবার কোঝিকোড়ে সর্বভারতীয় এক নামী টেলিভিশন চ্যানেলের অফিসে দিনভর তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে খবর। এই চ্যানেলে স্কুলছাত্রীদের যৌন হেনস্তা নিয়ে ভুয়ো খবর ছড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে শনিবার সন্ধেয় অফিসে ঢুকে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই। আর তার পরদিন সেখানে চলল পুলিশ অভিযান। কেরলের প্রেস ক্লাব এসএফআইয়ের এই আচরণের নিন্দায় টুইট করেছে। পাশাপাশি কেরলের বামপন্থী সরকারের কাছে তাদের আবেদন, ঘটনার যথাযথ তদন্ত হোক। ১০ স্কুলছাত্রীর যৌন হেনস্তা নিয়ে একটি খবর সম্প্রচার হয়েছিল সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমটিতে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলা বরদাস্ত করবে না বিহার ঃ তেজস্বী যাদব

পাটনা, ৫ মার্চ ঃ পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলা বরদাস্ত করবে না বিহার ও তামিলনাড়ু সরকার। বললেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, বিহার সরকার এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাই তামিলনাড়ুতে একটি টিম পাঠানো হয়েছে। বিহার এবং তামিলনাড়ু, উভয় সরকারই এটি সহ্য করবে না। তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, একটি সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিহারের বিজেপি সভাপতি তামিলনাড়ুর বিজেপি প্রধানকে ফোন করেছিলেন যিনি তাঁকে বলেছেন, তামিলনাড়ুতে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। আমাদের সরকার সত্য অনুসন্ধানে একটি দল পাঠিয়েছে। তামিলনাড়ুর কিছু জেলা পরিযায়ী শ্রীমিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর জারি করেছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তেজস্বী বলেছেন, আপনারা কী এই বিষয়ে ভারত সরকারের কোনও উদ্বেগ দেখতে পাচ্ছেন? দুই রাজ্যের মধ্যে এই বিষয়টি সমাধানের জন্য ভারত সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় পৃথক ঘটনায় বিএসএফ কর্মীরা ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় অভিযানের সময় ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯২ টাকা মূল্যের ৫০৭ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে।শনিবার বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত শুক্রবার প্রথম ঘটনাটি ঘটে বিএসএফের সীমান্ত ফাঁড়ি নদীকানা এলাকায়।প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ সদস্যরা এলাকাটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশির সময়, জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে ৪০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। অন্যান্য ঘটনায়, জওয়ানরা

দেড় লাখ বাংলাদেশি মুদ্রাসহ ধরা পড়ে চোরাকারবারি

বারাসত, ৫ মার্চঃ দেড় লাখ বাংলাদেশি মুদ্রাসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ। ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সীমান্ত ফাঁড়ি আরশিকারির। ধৃত পাচারকারীর নাম মনছুর মোল্লা (৬৪)। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা।গত শনিবার বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিথারি বাজার গ্রাম থেকে সাইকেল আরোহী এক ব্যক্তি খুব দ্রুত আরশিকারি গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। সন্দেহ হলে জওয়ানরা তাকে থামিয়ে তল্লাশি চালায়। চক্রটি তল্লাশি করে সিটের নিচে বাংলাদেশি মুদ্রার সাতটি রোল পাওয়া যায়। ব্যবস্থা নিয়ে জওয়ানরা পাচারকারী মনছুর মোল্লাকে হেফাজতে নেয়।জিজ্ঞাসাবাদে চোরাকারবারি জানায়, এই বাংলাদেশি মুদ্রা ভারত থেকে বাংলাদেশে পাঠানোর কথা থাকলেও তার আগেই বিএসএফ জওয়ানরা তাকে ধরে ফেলে।

৫ ও ১.৮ তীব্রতার জোড়া ভূমিকম্পে কাঁপল উত্তরকাশী, কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

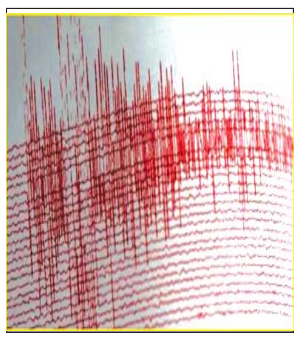

উত্তরকাশী, ৫ মার্চ ঃজোড়া ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলা। প্রথমে শনিবার মাঝরাতে ভূমিকম্প অনুভূত হয় উত্তরকাশীতে, প্রথম ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ২.৫। এরপর রবিবার সকালেও হালকা তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়, তীব্রতা ছিল ১.৮। জোশীমঠে বিপর্যয়ের মাঝেই মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী।শনিবার রাত ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় উত্তরকাশীর বিস্তীর্ণ এলাকায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানানো হয়েছে, এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল উত্তরকাশীর ভটবাড়ীর সিরোর গ্রামের কাছাকাছি একটি জায়গায়। যদিও এর ফলে তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মধ্যরাতের আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই রবিবার সকাল ১০.০৯ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় উত্তরকাশীতে, রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ১.৮।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর 'হামলা'ঃবিজেপি নেতা ও সাংবাদিক-সহ কয়েকজনের নামে মামলা তামিল পুলিশের

চেন্নাই, ৫ মার্চ ঃ পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর 'হামলা' সংক্রান্ত গুজবের প্রেক্ষিতে বিজেপির একজন নেতা, সাংবাদিক ও বেশ কয়েকজনের নামে মামলা রুজু করল তামিলনাড়ুর পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বিজেপির মুখপাত্র ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রশান্ত উমরাও, দৈনিক ভাস্কর সম্পাদক এবং পাটনার সাংবাদিক মোহাম্মদ তানভীরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।তামিলনাড়ুতে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকরা এই মুহূর্তে যথেষ্ট আতঙ্কিত, সাম্প্রতিক সময়ে গুজব ছড়িয়েছে যে, উত্তর ভারতের শ্রমিকরা তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাছাড়া বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পর আতঙ্ক আরও ছড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গুজব ছড়ানোর দায়ে বিজেপি নেতা ও সাংবাদিক-সহ কয়েকজনের নামে মামলা রুজু করেছে তামিলনাড়ু পুলিশ।

সরকার জৈব জ্বালানি ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছেঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,৫মার্চঃক্ষমতা অর্জন সম্ভব হবে। ই-২০ জ্বালানি চালুর কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার জৈব জ্বালানি ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে। সৌর, বায়ু এবং বায়ো-গ্যাসের ব্যবহার ভারতে স্বর্ণ খনি বা তৈলক্ষেত্রের তুলনায় কোনও অংশেই কম নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশনের আওতায় ভারত ৫ এমএমটি সবুজ হাইড্রোজেন উপাদনের লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। এজন্য ১৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।গোবর থেকে ভারতের ১০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার বায়ো-গ্যাস তৈরির ক্ষমতা রয়েছে বলে শ্রী মোদী মন্তব্য করেন। দে। লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস দেশে গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ অবদান রাখতে পারে। এই সম্ভাবনার দিকে নজর রেখেই বর্তমানে ভারতের জৈব জ্বালানি কৌশলে 'গোবর্ধন' যোজনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এবারের বাজেটে সরকার ' যোজনার আওতায় ৫০০টি নতুন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। তবে এগুলি কোনটাই পুরনো ধাঁচের কারখানা নয়। সরকার এই আধুনিক কারখানাগুলি গড়ে তুলতে ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে - বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্য এবং বাড়ি-ঘরের বর্জ্য থেকে সিবিজি উৎপাদনের জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিকে আকর্ষণীয় অর্থ দেওয়া হচ্ছে।ভারতের যানবাহন বাতিল নীতির দিকে আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবুজ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে সরকার ৩ লক্ষের বেশি যানবাহন বাতিল করার জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে। এই যানবাহনগুলি পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এবং বাস ছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধিকৃত এবং ১৫ বছরের পুরনো। যানবাহন বাতিলের বাজার ক্রমশ উন্নত হতে চলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী ৬-৭ বছরে ভারত ব্যাটারি সংরক্ষণ ক্ষমতা ঘঃটায় ১২৫ গিগাওয়াটে নিয়ে যাবে। ব্যাটারি প্রস্তুতকারকদের সাহায্য করতে সরকার এক বিশেষ প্রকল্প নিয়ে এসেছে।প্রধানমন্ত্রী জল-ভিত্তিক যানবাহন ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অন্তর্দেশীয় জলপথের মাধ্যমে দেশের ২ শতাংশ পণ্য পরিবহণ করা হয়। ভারতের জলপথগুলির উন্নয়ন এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে বলে তিনি ন্তব্য করেন।বক্তব্যের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবুজ শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এবারের বাজেট কেবলমাত্র সম্ভাবনা নয়, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণও বটে - বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। সবশেষে তিনি সকল অংশীদারদের বাজেটের সম্ভাব্য সব দিক যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকার আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনারা আপনাদের পরামর্শ জানান।প্রেক্ষাপটকেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের আয়োজনে এই ওয়েবিনারটিতে সবুজ উন্নয়নের বিষয়ে ছ'টি অধিবেশন বসবে। বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি প্রতিনিধি, শিল্প, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্টজনেরা এই ওয়েবিনারে অংশ নেবেন।২০২৩-২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে যে সাতটি বিষয়কে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবুজ উন্নয়ন অন্যতম। এই ক্ষেত্রের উন্নয়ন হলে বিপুল সংখ্যায় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও বাড়বে।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা চত্বরে হোলি মিলন অনুষ্ঠান

রাঁচি, ৫ মার্চ ঃঝাড়খণ্ড বিধানসভায় হোলি মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন স্পিকার রবীন্দ্র নাথ মাহাতো। বাইরের একজন গায়ককে ডাকা হয়েছিল হোলির গান গাইতে। বিরোধীদের হট্টগোলের কারণে নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা আগে সংসদের কার্যক্রম শেষ হয়। এর আগে স্পিকার সমস্ত বিধায়ককে হোলি মিলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু বিরোধী বিধায়করা হোলি মিলন অনুষ্ঠানে যোগ দেননি।হোলি মিলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার স্পিকার রবীন্দ্র নাথ মাহাতো, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, বিধায়ক প্রদীপ যাদব, রাজেশ কাছাপ, ইরফান আনসারি, শিল্পী নেহা তিরকি প্রমুখ। এ উপলক্ষে একে অপরের গায়ে ফুলের বর্ষণ ও আবির-গুলাল লাগিয়ে সবাই হোলি উসবের শুভেচ্ছা জানান।মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন হোলির পবিত্র উৎসবে ঝাড়খণ্ডের সমস্ত মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। হোলি মিলন অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হোলি উৎসব সবার মধ্যে আনন্দ ভাগাভাগি করার উৎসব। এবছরের হোলি ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি বাসিন্দার জীবনে আনন্দের নতুন রঙ নিয়ে আসুক, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

ভাঙড়ে তান্ডব করতে এলে নওশাদকে ছেড়ে কথা বলা হবে না, হুমকি আরাবুলের

ভাঙড়, ৫ মার্চ ঃ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। আর ভাঙড়ের তৃণমূল নেতৃত্ব এই পঞ্চায়েত ভোটের আগে মোক্ষম বুঝেছেন এই ভোটে তাঁদের মূল প্রতিদন্দ্বী বিজেপি বা সিপিএম নয়, আইএসএফই তাঁদেরকে এই এলাকায় বেগ দিয়ে বিধানসভা ভোটের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। আর সেই কারণেই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও দলের কর্মীদের চাঙ্গা করতে শনিবার ভাঙড় ২ ব্লকের বিজয়গঞ্জ বাজারে চালতাবেরিয়া অঞ্চল তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত একটি কর্মী বৈঠকে ঝাঁজালো বক্তব্য রাখেন ভাঙ।রে তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম।শনিবারই প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ভাঙ।রে বিধায়ক তথা আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকি। শুক্রবার তাঁর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা থাকলেও নানা আইনি জটিলতায় একদিন পরেই তিনি ছাড়া পান। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এদিন তিনি ভাঙড়ে আসতে পারেন এমন খবরও ছড়িয়ে পড়ে। নওশাদ এলাকায় এলে আইএসএফ কর্মীরা আরও চাঙ্গা হবে ফলে এই পরিস্থিতিতে যাতে তৃণমূল কর্মীরা মানসিক ভাবে ভেঙে না পড়েন, সেই কারণেই এদিন দলের কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখেন আরাবুল ইসলাম। তিনি বলেন, নওশাদ সিদ্দিকী যদি মনে করেন হাতিশালা, কলকাতায় যে তাণ্ডব চালিয়েছে ভাঙড়েও সেই তাণ্ডব চালাবে, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কথা বলবে না। আরাবুল আরও বলেন, বিগত এক মাসের বেশি সময় ধরে ভাঙ। এলাকায় শান্তির বাতাবরণ ছিল। কিন্তু নওশাদ সিদ্দিকি জামিন পাওয়ার পরেই আইএসএফ ও সিপিএম একসাথে এলাকায় অশান্তির চেষ্টা করছে। শুক্রবার থেকে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে, আবির খেলার নামে এলাকার তৃণমূল নেতা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গালিগালাজ করা হয়েছে, হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। মূলত এই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন তৃণমূলের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন আরাবুল। যাতে এলাকায় আইএসএফ, সিপিএম অশান্তি করতে গেলে সেটা প্রতিহত করা যায় সেই বার্তাই এদিন তৃণমূল কর্মীদের দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন আরাবুল। এদিনের বৈঠকে আরাবুল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার তৃণমূল নেতা অদুদ মোল্লা, মমিনুল ইসলাম, মোদাসের হোসেনরা।উল্লেখ্য, শনিবার তৃণমূল সমর্থক আনসারুল ইসলামের বাড়ির

সংক্রমণ ৩০০-র ঊর্ধ্বেই! ভারতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৭৯১, থামল মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃভারতে কোভিডের দৈনিক সংক্রমণ বো।ই চলেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। গতশনিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩২৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩২৪ জন, দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮৭,৮২০-তে পৌঁছেছে। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৫,৩০,৭৭৫ (১.১৯ শতাংশ)। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৭৯১-এ পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৪,২৫৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৭২৫ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪,২২,২০৯। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৯৩,৩২৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, ব্যক্তিগত উদ্যোগে চট্টগ্রামের চাঁদগাঁওয়ে শহিদমিনার তৈরি করছেন শিল্পপতি সুকুমার চৌধুরী

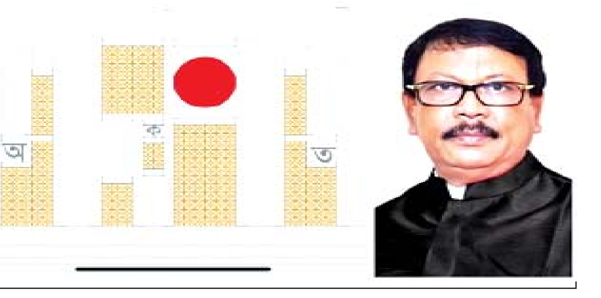

চট্টগ্রাম (বাংলাদেশে), ৫ মার্চ মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চট্টগ্রামের চাঁদগাঁওয়ে শহিদমিনার তৈরি করে দিচ্ছেন বাংলাদেশ জন্মাষ্ঠমী পূজা পরিষদের সভাপতি, শিল্পপতি সুকুমার চৌধুরী। সম্প্রতি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম চৌধুরীর উপস্থিতিতে এই শহিদমিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।শহিদ মিনারটি নতুন করে নির্মাণ করতে চাঁদগাঁও ওয়ার্ডের নাগরিকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এতদিন কেউ এগিয়ে আসেনি। শেষে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশ জন্মাষ্ঠমী পূজা পরিষদের সভাপতি সুকুমার চৌধুরী।এ বিষয়ে সুকুমার চৌধুরী বলেন, ' সেবাই পরম ধর্ম। ভাষা হল আমাদের বাস্তব ও অধরা ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র। একুশে ফেব্রুয়ারি সমস্ত বাংলাভাষী জনগণের গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। বাঙালি জাতি ভাষা আন্দোলনের জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত। কারণ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, এমন ঘটনা বিরল।' তাই ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে শহিদমিনার তৈরি করার সুযোগ পাওয়ার জন্য তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন।প্রসঙ্গত, বিশিষ্ট শিল্পপতি আওয়ামিলিগ নেতা চট্টগ্রামের ৮ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী। সারাজীবন মানুষের সেবা করে গেছেন সুকুমারবাবু। তিনি বলেন, ' আসনে বঙ্গবন্ধু-কন্যা যাঁকে মনোনয়ন দেবেন নৌকার বিজয় নিশ্চিত করার জন্য তাঁর হয়ে কাজ করে যাবেন।' তিনি আরও বলেন, ' কোনও দিন পদ-পদবীর লোভ করিনি। বঙ্গবন্ধু এবং দেশরত্ন শেখ হাসিনার আওয়ামিলিগের একজন নিবেদিত কর্মী।'উল্লেখ্য, সুকুমার চৌধুরী কোভিড-১৯-কালে চট্টগ্রামের চাঁদগাঁও, মোহরা, কালুরঘাটের মানুষের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিছুদিন আগেও পঞ্চগড়ে লঞ্চডুবির ঘটনায় সবকিছু হারিয়ে মানুষ যখন কর্মহীন হয়ে পড়েন, তখন সুকুমার চৌধুরী সেখানে ছুটে গিয়ে অসহায় মানুষদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যান এবং নগদ অর্থ বিতরণ করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা। বলেন, জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু নিঃস্বার্থভাবে সারাজীবন সাধারণ মানুষের সেবা করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু-কন্যা ও দেশরত্ন শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের জন্য চালু করেছেন মেট্রোরেল, যা যানজট নিরসনে অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখবে। পদ্মাসেতু ও চট্টগ্রামে কর্ণফুলি টানেল উপহার দিয়েছেন, মাতাবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করেছেন, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে কক্সবাজার রেললাইন চালু করেছেন তিনি।

নাগাল্যান্ডে সরকার গঠনের তোড়জোড়, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি এলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব এবং এনডিপিপি-প্রধান নেইফিউ

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ নাগাল্যান্ডে সরকার গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে নয়াদিল্লি এসেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং নাগাল্যান্ডের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী তথা ' ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি' (এনডিপিপি)-প্রধান নেইফিউ রিও। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা রাজ্যের নতুন সরকার গঠনের রোডম্যাপ তৈরি করবেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির নাগাল্যান্ড প্রদেশ সভাপতি তেমজেন ইমনা আলং লংকুমের। এছাড়া আলোচনায় থাকবেন দলের কেন্দ্রীয়নেতা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রভারী সম্বিত পাত্রা।এখানে দলের এক শীর্ষ সূত্রের খবর, নাগাল্যান্ডে নেইফিউ রিওর মন্ত্রিসভায় উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ দেওয়া হবে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত বিধায়ককে। মূলত এ বিষয়েই আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করার আগে নাগাল্যান্ড বিজেপি-সভাপতি তেমজেন ইমনার উপস্থিতিতে হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং নেইফিউ রিওর একপ্রস্ত আলোচনা হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, সে সম্পর্কে কোনও তথ্য দেয়নি সূত্রটি।তবে সূত্রটি জানিয়েছে, নাগাল্যান্ডে উপ-মুখ্যমন্রী সর দৌড়ে দুই বিধায়কের নাম চর্চায় রয়েছে। সদ্য-বিদায়ী সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ইয়ানথুনগো (ওয়াই) প্যাটন এবং বিজেপি বিধায়ক এন জ্যাকব ঝিমোমি এই পদের দাবিদার। ইয়ানথুনগো প্যাটন ৩৭ নম্বর ত্যুই (উপজাতি তফশিলি) আসনে এবং ৪ নম্বর ঘাসপানি (উপজাতি তফশিলি) আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এন জ্যাকব ঝিমোমি। উভয়েই বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন।উল্লেখ করা যেতে পারে, আগামী ৭ মার্চ মঙ্গলবার কোহিমায় প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী সহ বিজেপির বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও নেতার উপস্থিতিতে নেইফিউ রিও এবং মন্ত্রীগণ শপথ নেবেন। তাঁদের পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল লা গণেশন।

২১ মার্চ থেকে 'গৌরব ভারত ট্রেন' চালু করছে রেল, ১৫ দিনের যাত্রায় পৌঁছবে উত্তর-পূর্বের ৫ রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃভারতীয় রেল চলতি মাসের ২১ তারিখ থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'ভারত গৌরব ট্রেন' চালু করতে চলেছে। ১৫ দিনের সফর যাত্রায় এই এসি ডিলাক্স ট্রেনটি দিল্লির সফদরজং রেল স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর-পূর্বের অসম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয় রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করবে।ভারত গৌরব ডিলাক্স ট্যুরিস্ট ট্রেনটি দিল্লির সফদরজং রেল স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে, ট্রেনটিতে মোট ১৫৬ জন পর্যটক থাকতে পারবেন। ট্রেনটি সর্বপ্রথম থামবে অসমের গুয়াহাটিতে, সেখানে পর্যটকরা কামাখ্যা মন্দির এবং উমানন্দ মন্দির দেখতে যাবেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয় রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করবে।

মোদীজির নেতৃত্বে মহান পুনর্জীবনের যাত্রা শুরু করেছে ভারতঃকিরেণ রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মহান পুনর্জীবনের যাত্রা শুরু করেছে ভারত। টুইটে এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। রবিবার পৃথক দু'টি টুইট করে কিরেণ রিজিজু লিখেছেন, টুকড়ে-টুকড়ে গ্যাংয়ের সদস্যদের আরও ভালভাবে বোঝা উচিত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মহান পুনর্জীবনের যাত্রা শুরু করেছে ভারত। ভারতের জনগণ তাঁদের উপযুক্ত জবাব দেব।অপর টুইটে কিরেণ রিজিজু লিখেছেন, এই দলগুলি ভারতের বিরুদ্ধে সম্মুখ আক্রমণ চালাতে ভারত-বিরোধী বিদেশী সত্তার সক্রিয় সমর্থন পায়। পদ্ধতিগতভাবে তাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্র, ভারতীয় সরকার, বিচার বিভাগ এবং প্রতিরক্ষা, নির্বাচন কমিশন, তদন্তকারী সংস্থার মতো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির বিশ্বাসযোগ্যতাকে আক্রমণ করছে।

তুনিশা শর্মা আত্মহত্যা মামলাঃজামিনের পর জেল থেকে ছাড়া পেলেন অভিনেতা শীজান খান

থানে, ৫ মার্চ ঃজামিন পাওয়ার পর জেল থেকে ছাড়া পেলেন তুনিশা শর্মার আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া অভিনেতা শিজান খান। তুনিশার মৃত্যুর পরের দিনই তুনিশা শর্মার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে শীজান খানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রায় ২ মাস পর শনিবার মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার ভাসাইয়ের দায়রা আদালত শীজানকে জামিন দেয়। এক লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত বন্ডের বিনিময়ে আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। এছাড়াও শিজানের পাসপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দায়রা আদালত। জামিন পাওয়ার পরবর্তী দিন, রবিবার জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন শীজান খান।উল্লেখ্য, ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ৩০৬ ধারায় তাঁর নামে মামলা রুজু করেছিল মহারাষ্ট্র পুলিশ। মহারাষ্ট্রের ভাসাই-এর আদালত প্রথমে তাঁকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেয়। পরবর্তীকালে তাঁকে জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেয় আদালত। থানের সেন্ট্রালজেলেই এতদিন বন্দি ছিলেন শীজান। দুই মাস থানে সেন্ট্রাল জেলে থাকার পর রবিবার জামিনে মুক্তি পেয়ে বাইরে এলেন টিভি অভিনেতা শীজান খান।

নারী দিবস ঘিরে বিলোনিয়ায় র‍্যালি

শান্তিরবাজার, ৫ মার্চ ঃ আগামী ৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বিশ্ব নারী দিবস, এই দিবসটির উদযাপন উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীও স্বাস্থ্য দফতফতরের কর্মী ডাক্তার, নার্স সমেত সবাই এক বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নে। রেলিকে কেন্দ্র কোরে বিশ্ব নারী দিবসেদক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সুব্রত দাস বলেন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে নারীত্বের উৎসব পালিত হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রত্যেকে তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে মহিলাদের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য এই দিনটি পালিত হয়। এই দিনে নারীদের অধিকার ও লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। পাশাপাশি মহিলাদের সমান অধিকারের লড়াই জোরদার করাও এই দিনটি পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কিংবা পেশাদার জীবনে মহিলাদের নানান সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এই দিন পালনের

ফের বিমানে প্রস্রাবকাণ্ড! এবার ছাত্রের মূত্র গড়িয়ে পড়ল সহযাত্রীর গায়ে, নেওয়া হয়েছে আইনি ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃফের বিমানে প্রস্রাবকাণ্ড! এবার নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লিতে আসা বিমানে এক ছাত্র ঘুমন্ত অবস্থায় আসনে বসেই প্রস্রাব করে ফেলেন বলে অভিযোগ। যা গড়িয়ে পড়ে এক সহযাত্রীর গায়ে। ওই ছাত্র নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন বলেও অভিযোগ। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের দিল্লিগামী বিমানের ঘটনা। নিউয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ে আসা বিমানটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এস পৌঁছয় গত শনিবার রাত ৯.৫০ মিনিটে।বিমান সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার নাম-আর্য ভোহরা। সে মত্ত অবস্থায় বিমানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মাঝ আকাশে ঘুমন্ত অবস্থাতেই প্রস্রাব করে ফেলেন তিনি। তা গড়িয়ে গিয়ে পড়ে পাশে বসা এক ব্যক্তির গায়ে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিমানকর্মীদের ডেকে বিষয়টি জানান। তবে ওই ব্যক্তি অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে চাননি। অভিযুক্ত যুবক তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। ছাত্রটির ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বড় কোনও পদক্ষেপ করতে চাননি সহযাত্রী।যদিও বিষয়টিকে হালকা ভাবে নেননি বিমান কর্তৃপক্ষ। বিমানকর্মীরা প্রথমে ছাত্রের কীর্তি পাইলটকে জানান। তিনি দিল্লি বিমানবন্দরের এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলে এ বিষয়ে অভিযোগ জানান। দিল্লিতে বিমানটি নামলে অভিযুক্ত ছাত্রকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে দিল্লি পুলিশ। ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৬ মার্চ ঃসোমবার, ২১ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৬মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২১ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২১ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.০৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০৬এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৩৭শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত- ৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৫৭মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৪৩মিনিটে মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন।

রাশিফল

মেষ রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা।

বৃষ রাশিঃউফুল্ল থাকুন যেহেতু পরে ভালো সময় আসছে এবং আপনার মধ্যে বাড়তি উদ্যমও থাকবে। বিবাহের যোগ হবেই।

মিথুন রাশিঃআপনার কম জীবনীশক্তি সিস্টেমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিষের মত কাজ করবে। নিজের কিছু সৃষ্টিশীল কাজ

কর্কট রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন।।

সিংহ রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। বিনিয়োগের যে স্কিমগুলো আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগছে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখুন- কথা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

কন্যা রাশিঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান

তুলা রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন।

বৃশ্চিক রাশিঃআপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা সাম্প্রতিককালে সময়ের বেশি খাটছেন এবং তাও আবার আপনার শক্তি হারিয়ে-

ধনু রাশিঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন।।

মকর রাশিঃসন্তান হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে।

কুম্ভ রাশিঃআপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন

মীন রাশিঃধ্যান পরিত্রাণ আনবে। আজ আপনার সমস্যা হল আপনার টাকা ঝুলে থাকবে- আপনি সম্ভবত বেশি খরচ

ফের পারদপতন মহানগরীতে, সেই সঙ্গে দোলের আগে মাছ-মাংসের দামে ছ্যাঁকা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ ফের পারদপতন মহানগরীতে, শনিবারের তুলনায় রবিবার কিছুটা কমল কলকাতার তাপমাত্রা। যদিও, তা স্বাভাবিকের উর্ধ্বেই। বিগত কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রার এই ওঠানামা লেগেই রয়েছে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। শীতের বিদায় ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে, তা সত্ত্বেও ভোরের দিকে জেলায় জেলায় এখনও অনুভূত হচ্ছে হালকা ঠান্ডা, বাতাসে রয়েছে হিমেল পরশ। তবে বেলা গড়াতেই সেই ঠান্ডা উধাও হয়ে যাচ্ছে। অত্যধিক গরম অনুভূত হচ্ছে না, কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আপাতত মনোরমই। রবিবাসরীয় সকালে একেবারে রোদ ঝলমলে ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রার পারদ এভাবেই ওঠানামা করবে। দোলের বাজারে দুলছে বাজার। দাম নিয়ে হাপিত্যেশ সকলেরই। কেন জানেন, শুনে নিন, ২৫০ ছুঁইছুঁই মুরগি। আর পাঁঠার মাংস আটশোর দোরগোড়ায়। দোলে বাজারে আগুনে দাম মাংসের। তবুও শনিবার সকালেই একাধিক বাজারে দোকানের সামনে লম্বা লাইন। রবিবারও একই ছবি। আগামী দু'দিন এই দাম আরও বাড়তে পারে বলেই জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। বাজারভেদে মুরগি বিকোচ্ছে ২৩০-২৪০ টাকা কেজিতে। আর পাঁঠার মাংস ৭৬০-৭৮০ টাকা। তবে দাম হলেও ভিড় পাতলা নয় কোনও দোকানেই। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মাছের দামও। কাতলা, পাবদা, ভেটকি, সবেরই দাম উর্ধ্বমুখী। বাজারে অবশ্য তোপসের চাহিদাও মন্দ নয়। অনেকেই বলছেন, দোলের দিন সন্ধের জলখাবারে যদি তোপসে ফ্রাই থাকে তবে রং খেলার টেস্টটা আরও বেড়ে যায়। বেশ কয়েকমাস ১৮০-২০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে মুরগির মাংস। কিন্তু সপ্তাহখানেক ধরে মাংসের দামের উর্ধ্বগতি চোখে পড়ছে। যা নিয়ে চিন্তায় আমগেরস্থ। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এই সময় মানে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে মুরগির উপর ভাইরাসের আক্রমণ হয়। ফলে ৩০-৪০ শতাংশ মুরগি মারা যায়। তারই প্রভাব পড়ে বাজারে। দাম বাড়ে এই সময়। তাছাড়া বিয়ের মরশুম তো রয়েছে। আর এখন দোল হোলি। সেই হিসাবে দামটা একটু চড়াই থাকবে কিছুদিন। আর দোলের আগেই শুরু, শনিবার থেকে মানুষ মাংস নিয়ে যাচ্ছে, ভিড় এড়ানোর জন্য। তাই রংয়ের উৎসবের কিছুদিন আগে থেকেই দামটা বেড়ে গিয়েছে। দাম বেড়েছে খাসির মাংসেরও। রবিবার করে

এমনিতেই মাংসের দাম অন্য দিনের তুলনায় ১০২০ টাকা বাড়ে। দোলের আগের দিন বলে তার দাম আরও কিছুটা চড়া। আজ কোনও কোনও বাজারে ৮০০ ছুঁলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিক্রেতারা বলছেন, পাইকারি দামে হঠাৎ করেই পরিবর্তন ঘটেছে। যে কারণে তাঁরাও দামে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। পোলট্রি সংগঠনের নেতারা বলছেন, দামবৃদ্ধির পিছনে রয়েছে মুরগির খাবারের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি। খামারে খাবার হিসাবে ভুট্টার দানা ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে সেই খাবারের দাম ব্যাপক বৃদ্ধি পেতেই যাবতীয় হিসাব বদলে গিয়েছে। আর তার উপর রয়েছেএই ভাইরাসের হানা। ফলে জোগানেও ঘাটতি রয়েছে। দক্ষিণে গড়িয়াহাট থেকে মুকুন্দপুর বাজার, উত্তরে বরানগর হোক বা মানিকতলা বাজার, সর্বত্র চড়া দাম মাংসের। বেহালার কথা তো ছেড়েই দিলাম। সেখানেও বাজার দর সাধারণ মানুষের হাতে বাইরে। তবে চড়াদরের শনিবার অবশ্য দাম নিয়ে মাথাব্যথা করতে দেখা যায়নি। প্রত্যেকেরই বক্তব্য, দোলের আগে দাম তো একটু বাড়বে। চিকেন পকোড়া, চিকেন কষা, চিলি চিকেন, তন্দুরি তো দোলের দিন অনেক বাড়িতেই রান্না হবে। সঙ্গে মাটন বিরিয়ানি তো রয়েছেই। পাশাপাশি আজ রবিবার এবং মঙ্গলবুধ ছুটি থাকায় রেস্তোরাঁতেও ভিড় বাড়বে। তাই আগে থাকতেই তাঁরা মাংস কিনে মজুত করছেন। আর চাহিদা বাড়ায় এবং জোগান কমার কারণেই মাংসের দামে ছ্যাঁকা খেতে হচ্ছে মধ্যবিত্তকে। ওয়েস্টবেঙ্গল পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য দীপ দে বলেন, "ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে ভাইরাস হানার প্রতিবছরই ৩০-৪০ শতাংশ মুরগি উৎপাদনের সময়ই মরে যায়। ফলে জোগান কমে। আর সেই কারণেই দামটা কিছুটা বাড়ে। তাছাড়া দোল হোলি উপলক্ষে বাজারে এই সময়টা দাম কিছুটা বেশি থাকে।"

উস্থিতে সন্তানকে শ্বাসরোধ করে খুন, পরে মাটিতে পুঁতে পলাতক বাবা

দুরন্ত বার্তা, মগরাহাট, ৫ মার্চ ঃ নিজের শিশু সন্তানকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ধান জমিতে পুঁতে দিয়ে পলাতক বাবা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি থানার অন্তর্গত দেউলা নাজরার ডোম পাড়া এলাকার। নিহত শিশুর নাম রোহিত শেখ (৭)। অভিযুক্ত বাবা রফিকুল সেখ ঘটনার পর থেকেই পলাতক। শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, স্থানীয় দেউলা গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল শেখ শনিবার সন্ধ্যায় তার নিজের ছেলেকেই গ্রামের ধান জমিতে নিয়ে গিয়ে শ্বাসরোধ করে। খুন করার পর ধানজমিতে পুঁতে দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর পরিবারের এক নিকট আত্মীয়কে ফোন করে অভিযুক্ত বাবা রফিকুল সেখ। সে জানায় তার ছেলেকে সে খুন করে ধান জমিতে পুঁতে দিয়েছে। এরপর পরিবারের লোকজন ধান জমি থেকে শিশু সন্তানকে উদ্ধার করে বানেশ্বরপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে নিজের ছেলেকে এভাবে নৃশংস ভাবে খুন করল বাবা তার কারণ স্পষ্ট নয়। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছে, রফিকুল শেখ পেশায় একজন ভ্যান চালক। রোহিত শেখ তার একমাত্র সন্তান ছিল। অভাবের সংসারে কোনও মতেই দিন গুজরান হতো তাদের। সংসারে অভাব অনটনের জেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল রফিকুল। এরই জেরে নিজের সন্তানকে খুন করে পালিয়ে যায় সে, এমনটাই স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন। ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত।

মধ্য হাওড়ায় বসন্ত উৎসবে মাতলেন মন্ত্রী অরূপ রায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মার্চ ঃ মধ্য হাওড়া তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার বিকেলে এক বসন্ত উৎসব এর আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। কাসুন্দিয়া বকুলতলার সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য উদ্যানে এই বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা ভাস্কর ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, সুশোভন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতৃত্ব। এদিন অরূপ রায় বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সামনেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে। সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে দোল পালন করতে হবে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে অরূপ রায় বলেন, কারও পোস্টার ছেঁড়া তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার নয়। যদি কেউ করে থাকে অন্যায় করেছে। তার বিরুদ্ধে দলকে নিশ্চয়ই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

ই এম বাইপাসে ডিভাইডারে ধাক্কা বেপরোয়া গাড়ির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ কলকাতার রাস্তায় ফের বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য! রবিবার ভোরে ই এম বাইপাসের মেট্রোপলিটনের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি গাড়ি। ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নিউটাউন থেকে সায়েন্স সিটির দিকে যাওয়ার সময়, বেপরোয়া গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডানদিকের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। গাড়ির গতি এতটাই বেশি ছিল যে, কংক্রিটের ডিভাইডারে ধাক্কা মারার পর একাংশ ভেঙে পাশের জলাশয়ে পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িতে চালক ও এক মহিলাসহ ৩ জন ছিলেন। চালক সামান্য আহত হয়েছেন। গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। আরোহীরা মত্ত অবস্থায় ছিলেন কি না, খতিয়ে দেখছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ।

বন্ধ আবাসনে আগুন, পুড়ে মৃত্যু ১টি বিড়াল, ৮টি কুকুরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ কলকাতার নাকতলায় আগুন লাগল একটি বন্ধ আবাসনে। নাকতলা রোডের একটি ফ্ল্যাটে আগুন লেগে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে ১টি বিড়াল এবং ৮টি কুকুরের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই প্রাণীগুলি খাঁচাবন্দি অবস্থায় ছিল। আগুন লাগার ফলে বন্ধ ফ্ল্যাটে পুড়ে মৃত্যু হয় প্রাণীগুলির। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার গভীর রাতে নেতাজিনগর থানার ৩৫বি নাকতলা রোডের একটি চার তলা আবাসনের এক তলার বন্ধ ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। ওই ফ্ল্যাটে খাঁচাবন্দি অবস্থায় ছিল কয়েকটি বিড়াল এবং কুকুর। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় টালিগঞ্জের দমকল বাহিনী। ভোর ৫টা নাগাদ আয়ত্তে আসে আগুন। ওই কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে সিল করে দেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাটটি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই ফ্ল্যাটের মালিক যাদবপুরের সাউথ সিটিতে থাকেন। তিনি রোজ পোষ্যগুলিকে খাওয়াতে আসতেন।

দোল ও হোলিতে চলবে কম মেট্রো, পরিষেবা বন্ধ থাকছে জোকায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ আগামী মঙ্গলবার দোল এবং বুধবার হোলি। সেই উপলক্ষে উত্তর দক্ষিণ মেট্রো কম চলবে। তবে ওই দু'দিন জোকা তারাতলা মেট্রোর পরিষেবা বন্ধ থাকবে। দোলের দিনে উত্তর দক্ষিণ মেট্রোর পরিষেবা শুরু হবে দুপুর আড়াইটেয়। ওই দিন আপ এবং ডাউন মিলে ৬০টি ট্রেন চলবে। এর মধ্যে ৫৮টি ট্রেন কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে চলবে। অন্তিম ট্রেন অবশ্য সপ্তাহের অন্যান্য দিনের সূচি মেনেই চলবে। ওই দিন আধ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোয় ২২টি ট্রেন চলবে। দুপুর ৩টে থেকে রাত ৮টা ২০ মিনিট পর্যন্ত পরিষেবা চালু থাকবে সেখানে। পরদিন হোলি উপলক্ষে ১৮৮টি ট্রেন চলবে। এর মধ্যে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে ১৬৪টি ট্রেন ছুটবে। সকালে নির্ধারিত সময়ে ৬টা ৫০ মিনিটে পরিষেবা শুরু হবে। সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিনের সূচি মেনেই অন্তিম মেট্রো ছাড়বে। ওই দিন ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোয় নির্ধারিত ১০৬টি ট্রেনের পরিবর্তে ৯০টি ট্রেন চলবে। দিনের প্রথম এবং অন্তিম ট্রেন ছাড়ার সময়সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিনের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে।

রেল স্টেশনের ফলকে চিরস্মরণীয় মানুষের নামের প্রথম অক্ষর ভুল

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, ৫ মার্চ ঃ ২৩ বছর আগে ২০০০ সালের জুলাই মাসে উদ্বোধন হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-মুন্সিরহাট রেলস্টেশন। এই রেল স্টেশনের নাম করণ করা হয়েছিল বিজ্ঞান সাধক ও প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের নামে মহেন্দ্রলাল

নগর। এই রেল স্টেশনের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সময়ে উলুবেড়িয়ার সাংসদ হান্নান মোল্লা,আকবর আলি খন্দকার। যখন অ্যালওপ্যাথি চিকিৎসা খ্যাতির সর্বোচ্চো তখনই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় চলে আসেন। বিজ্ঞান চেতনা এবং পরাধীন ভারতে স্বদেশীদের বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ' আই এ সি এস ' সংস্থা গড়ে তোলেন। এই সংস্থা গড়ে তোলার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার। পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস 'র চিকিৎসক ছিলেন, এবং এর জন্য চিরকাল চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার।এই চিরস্মরণীয় মানুষটির নামে নামকরণ হওয়া রেল স্টেশনের নামের ফলকে ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর ভুল লেখা ! যেটা গত ২৩ বছর ধরে রয়েই গেছে। রেল স্টেশনের ফলকে মহেন্দ্রলাল এর ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর 'এম ' (এম) এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে 'এন ' (এন) ! যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে হাওড়ার জগত্বল্লভপুর কেন্দ্রের মুন্সিরহাট গ্রামের ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিবারের সদস্যদের, মুন্সিরহাট গ্রামের বাসিন্দা থেকে ছাত্র ছাত্রী, বুদ্ধিজীবী সহ সাধারণ যাত্রীদের। তাদের অভিযোগ এত বড় একজন চিরস্মরণীয় মানুষের নামের সঙ্গে জড়িত আছে এই রেল স্টেশন। অথচ এই রেল স্টেশনের নামের ফলকে এই চিরস্মরণীয় মানুষটির ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষরটাই ভুল লেখা? দীর্ঘ ২৩ বছর অতিক্রান্ত।এত বছরে ও এই ভুল বানান সংশোধন করার কোন প্রয়োজন মনে করে নি রেল কর্তৃপক্ষ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক দপ্তর। এই নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে সর্বস্তরে। এই প্রসঙ্গে জগত্বল্লভপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ বলেন , ' এটা অত্যন্ত লাভজনক । দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে রেল স্টেশনের নাম করণের ফলকে মহেন্দ্রলাল এর নামের ইংরেজি বানান এর প্রথম অক্ষর ভুল লেখা থাকলেও আজ অবধি রেল কর্তৃপক্ষ তা সংশোধন করার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি ! আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে যথাযথ স্থানে জানাবো। যাতে এই মহান ব্যক্তির নামের বানান সংশোধন করা হয়'। অপরদিকে মহেন্দ্রলাল নগর রেল স্টেশনের নাম করণের ফলকে ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর ভুল লেখা আছে,তা সংশোধন করার ব্যবস্থার বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি ।

মদ ও গাঁজা বিক্রির প্রতিবাদ করায় ক্যানিংয়ে আক্রান্ত দম্পতি, তদন্ত শুরু পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৫ মার্চ ঃ বেআইনি ভাবে মদ ও গাঁজা বিক্রির প্রতিবাদ করায় এক দম্পতিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী এক পরিবারের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত বাহিরসোনা বিশ্বাস পাড়ায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন রমা দাস ও তাঁর স্বামী দীপক দাস। রমার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাতেই তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মাস ছয়েক আগে রমাদেবী তাঁরই প্রতিবেশী রাখি দাসের বেআইনি মদ, গাঁজা বিক্রির প্রতিবাদ করেছিলেন। রাখি নিজের বাড়িতে মদ, গাঁজা বিক্রি করেন বলে অভিযোগ। সেখানে মানুষজন এসে নেশা করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, অশ্রাব্য কথাবার্তা বলে, আর সেই কারণে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন রমা। সেই সময় রমা ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দিয়েছিল অভিযুক্ত রাখি ও তাঁর পরিবার। শনিবার রাতে

কলকাতা থেকে কাজ সেরে স্বামীর সঙ্গে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার সময় আচমকা তাঁদের উপর হামলা চালায় রাখি দাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। রাখির জামাই মিঠুন বিশ্বাস ও ছেলে সুব্রত দাসের নেতৃত্বে চলে মারধর বলে অভিযোগ। সাইকেল থেকে ফেলে দিয়ে বেধড়ক লাথি, ঘুষি মারা হয় দু'জনকেই। ঘটনায় রমার মুখ ফেটে যায়। তাঁদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন বেড়িয়ে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। স্থানীয় মানুষজন আক্রান্তের পরিবারকে খবর দিলে তাঁরা এসে তড়িঘড়ি রমাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। এ বিষয়ে রাতেই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। তবে রবিবার সকাল পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকেই আটক অথবা গ্রেফতার করেনি পুলিশ।

কলকাতার কবি সম্মেলন ও পত্রিকা প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ সম্প্রতি কলকাতার অদূরে প্রকৃতির কোলে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা থানার হাদিপুর ফ্রন্ট পেজ বি.এড.কলেজ সভাহল এ অনুষ্ঠিত হল নিউজ কলকাতা'র কবি সম্মেলন ও পত্রিকা প্রকাশ। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড জয়ী লেখক তথা সাহিত্যিক পৃথ্বীরাজ সেন। তিনি বলেন,কলকাতা থেকে দূরে এসেও যেন প্রকৃতির কোলে এসেছি খুব ভালো লাগছে,সাথে ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ যা আমাকে মুগ্ধ করেছে।আমি নিউজ কলকাতা পরিবারের সাথে আজীবন যুক্ত থাকবো কথা দিলাম। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন গবেষক ও অধ্যাপক ডঃ মোস্তাফা আব্দুল কাইয়ুম,সমাজসেবী চিত্তরঞ্জন গোস্বামী,আব্দুর রহমান প্রমুখ। শিশু সাহিত্যিক কবি আব্দুল করিম বলেন,নিউজ কলকাতা সংস্থা শুধু খবর পরিবেশন নয় , সারা বছর ধরে শিক্ষা ও সংস্কৃতি নানান অনুষ্ঠান করে থাকে,এছাড়াও সমাজসেবা মূলক কাজ করে থাকে। সকল বক্তাই নিউজ কলকাতার এমন সুন্দর অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। এদিন নিউজ কলকাতা পরিবার'র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়'বইমেলা ও প্রজাতন্ত্র দিবস' প্রকাশ হয়। এছাড়াও বক্তৃতা,কবিতা পাঠ,আবৃত্তি,গান, রম্যরচনা, শ্রুতিনাট্য সহ নানান শিল্পীর পরিবেশনায়. মন ভরে ওঠেছিল কলেজ চত্বর। ম্যাগাজিন সহসম্পাদক কাজী হাফিজুল ইসলাম,আপনাদের মত এত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গদের পেয়ে গর্বিত,এর সব কৃতিত্ব আপনাদের,আপনারা সবাই আমাদের পরিবারের সদস্য। ইন্দ্রানী শাসমল বলেন,আজ শুধু পত্রিকা প্রকাশ বা কবি সম্মেলন নয়,সাথে ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ যা স্মৃতি বিজড়িত, মনের মণিকোঠায় থাকবে,এযেন বসন্তের রং এ রঙিন করে দিল নিউজ কলকাতা পরিবার এদিন পরিবারের যেসব সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন সামসাদ বেগম,জয়শ্রী গোস্বামী, কাকলি দেবনাথ, দেবাশীষ ব্যানার্জী, প্রতিমা সাহা, শর্মিঠা কুন্ডু।

হাওড়া তারকেশ্বর লাইনে বৈদ্যবাটির চার নম্বর রেলগেটের রাস্তার বেহাল দশার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বনস্পতি দে, হুগলি, ৫ মার্চ ঃ হাওড়া ডিভিশনে শেওড়াফুলি তারকেশ্বর লাইনে বৈদ্যবাটি চার নম্বর রেলগেটের কাছে রেল লাইনের পাথর ছড়িয়ে.থাকার ফলে রেল লাইনের দুপাশে বেহাল অবস্থা ঘটছে নানা দুর্ঘটনা রেল কর্তৃপক্ষকে বলেও কোন কাজ হচ্ছে না। তার প্রতিবাদে রবিবার সকাল থেকে চার নম্বর রেলগেটে রেল লাইনের উপর বৈদ্যবাটি পৌরসভার সিআইসি সুবীর ঘোষের নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও অবরোধ করা হয়৷ এই অবরোধে বৈদ্যবাটি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর শামিল হয়৷ সুবীর মুখার্জির বক্তব্য রাস্তা থেকে রেললাইনে উঁচু হযে. গিয়েছে দুপাশে পাথর ছড়িযে. থাকায. দুর্ঘটনা ঘটছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময.বিশাল জ্যামের সৃষ্টি হয.রেল কর্তৃপক্ষকে জানিযে.কোন কাজ হচ্ছে না অবশেষে এটাই করতে হলো। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আরপিএফ কর্তারা ও রেল পুলিশ কর্তারা সাত দিন সময.নেওযা. হযেছে অবশেষে বিক্ষোভ ও অবরোধ উঠে যায. তৃণমূল কংগ্রেসের জয. হিন্দ বাহিনী বিক্ষোভে যোগ দেয৷
শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর রেল শাখার চার নম্বর রেল গেট সংলগ্ন রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে খুবই খারাপ। এই বেহাল রাস্তার সংস্কারের দাবিতে রবিবার সকালে তৃণমূল জয.হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে স্থানীয.অঞ্চলে এক বিক্ষোভ মিছিল করা হয৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জি টি রোড এর উপর এই রেললাইন অবস্থিত। দীর্ঘদিন ধরে রেললাইন সংস্কারের কাজ চলার জন্য এই গেট সংলগ্ন রাস্তার বেহাল অবস্থা। প্রতিনিযত় বহু নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ পথ চলতি মানুষ এই খারাপ রাস্তার জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, প্রায. দিনই ছোট বড় দুর্ঘটনা লেগেই থাকে এই অঞ্চলে। বৈদ্যবাটি পৌরসভার তরফ থেকে বহুবার রেল কর্তৃপক্ষকে জানালেও সে বিষযে. রেল কর্তৃপক্ষের কোনো হেলদোল নেই, তাই সাধারণ মানুষের এই প্রতিনিযত় পথ যন্ত্রণার কথা মাথায. রেখে তৃণমূলের জয.হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে রেল লাইন সম্প্রসারণ ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সহ বিক্ষোভ সমাবেশ পালিত হয.। এরপর রেল কর্তৃপক্ষের, সাত দিনের মধ্যে এই রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস পেযে. বিক্ষোভ কর্মসূচি তুলে নেন জয. হিন্দ বাহিনীর স্থানীয.নেতৃবৃন্দ। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগদান করেন প্রবীর পাল, সুবীর ঘোষ সহ বহু তৃণমূল নেতৃত্ব।

হাওড়ার আন্দুলে অয়েল ট্যাঙ্কার পরিষ্কার করতে গিয়ে ভিতরে শ্বাসকষ্ট মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মার্চ' ঃ অয়েল ট্যাঙ্কার পরিস্কার করতে গিযে.ভিতরে শ্বাসকষ্ট হয়ে মারা গেলেন এক যুবক। এই ঘটনায় অসুস্থ আরও একজন। ভর্তি হাসপাতালে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার আন্দুল রোড নিমতলা এলাকায়। জানা গেছে, রবিবার ছুটির দিন থাকায.ট্যাঙ্কার চালক বুবাই সাউ নিজেই ট্যাঙ্কার পরিস্কার করতে নেমেছিলেন। হঠাৎই তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাঁকে বাঁচাতে ট্যাঙ্কারের ভিতরে নামেন খালাসি সুমিত কুমার সাউ। এরপর দুজনেই ভিতরে অসুস্থ হযে. পড়েন। এলাকার স্থানীয.বাসিন্দারা ছুটে এসে দু'জনকেই উদ্ধার করে আন্দুল রোডের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিযে.গেলে চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আরেকজন কলকাতার এক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মৃতের নাম সুমিত কুমার সাউ। এক বছর ধরে গাড়ির খালাসি লাইনে কাজ করছিলেন তিনি। এমনটাই মৃতের পরিবার সূত্রের খবর। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতের আত্মীয় অশোক সাউ বলেন, আমার শ্যালক ফোন করে জানায় যে তার ছোট শ্যালক মারা গিয়েছে। শুনেছি ট্যাঙ্কে ঢুকে মারা গিয়েছে। তবে কি করে মারা গিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। মৃতের বাবা দশরথ সাউ বলেন, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে এই খবর জানতে পারি। আমার বড় ছেলে জানায় যে আমার ছোট ছেলের অবস্থা খারাপ। এসে দেখছি খারাপ। ছেলে ট্যাঙ্কে খালাসির কাজ করত। অনেকে অনেক কথা বলছে তবে আসল কি ঘটনা ঘটেছিল তা জানতে পারা যাচ্ছে না। বাড়ি পঞ্চাননতলা নিমতলায়। এই ব্যাপারে কারও নামে অভিযোগ করা হয়নি। মৃতের বন্ধু সৈকত নস্কর বলেন, সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ৭টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছলে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। যিনি প্রথম ট্যাঙ্ক পরিস্কার করতে নেমেছিলেন তাঁর নাম বুবাই সাউ। তিনি বেঁচে গিয়েছেন। ওনাকে বাঁচাতে গিয়ে সুমিত মারা গিয়েছেন। বাড়ি চুনাভাটিতে। এলাকায় সুমিত ভাল ছেলে বলে পরিচিত। বুবাই সাউ প্রথমে ট্যাঙ্ক পরিস্কার করতে নামে। ওকে ট্যাঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখে তুলতে যায় সুমিত। তখন সে অসুস্থ হয়ে মারা যায়।

আনোয়ারগঞ্জ-মুম্বাই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ০৫ মার্চ ঃ রেল প্রশাসনের দ্বারা আসন্ন হোলি উৎসব এবং গ্রীষ্মের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ০৯১৮৫-০৯১৮৬ মুম্বাই সেন্ট্রাল-কানপুর ১১, ১৮, ২৫ মার্চ মুম্বাই সেন্ট্রাল থেকে চলবে , ০১, ০৮, ১৫, ২২, ২৯ এপ্রিল, ০৬, ১৩, ২০, ২৭ মে, ০৩, ১০, ১৭ এবং ২৪ জুন, ২০২৩ প্রতি শনিবার এবং কানপুর আনোয়ারগঞ্জ থেকে ১২, ১৯, ২৬ মার্চ, ০২, ০৯, ১৬, ২৩, ৩০ এপ্রিল, ০৭, ১৪, ২১, ২৮ মে এবং ০৪, ১১, ১৮ এবং ২৫ জুন, ২০২৩ প্রতি রবিবার ১৬ রাউন্ডের জন্য করা হবে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড -১৯ সম্পর্কিত সময়ে.সময়ে.জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে।০৯১৮৫ মুম্বাই সেন্ট্রাল-কানপুর আনোয়ারগঞ্জ সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট বিশেষ ট্রেন ১১, ১৮, ২৫ মার্চ, ০১, ০৮, ১৫, ২২, ২৯ এপ্রিল, ০৬, ১৩, ২০, ২৭, মে ০৩, ১০, ১৭ এবং ২৪ জুন, ২০২৩ প্রতি শনিবার মুম্বাই সেন্ট্রাল ১১.০৫ টায.১১.৪৬ ঘন্টা বোরিভালি, ১৩.২৪ ঘন্টা ভাপি, ১৪.৪৩ ঘন্টা সুরাট, ১৬.৩৮ ঘন্টা ভাদোদরা, ২০.২৫ ঘন্টা রতলাম, ০১.০০ ঘন্টা কোটা, ০৩.১০ ০১ ঘন্টা, ভরপুর শহর থেকে ০৩.১০ ঘন্টা, ভরপুর ০৩.১০. এটি ০৭.৩৫ এ মথুরা ক্যান্ট, ০৮.২৭ এ হাতরাস সিটি, ০৯.৫০ এ কাসগঞ্জ, ১১.৩০ এ ফারুখাবাদ, ১৩.০৫ এ কনৌজ এবং ১৩.২৭ এ বিলহৌর থেকে কানপুর আনোয়ারগঞ্জ ১৫.৩৫ এ পৌঁছাবে। ০৯১৮৬ কানপুর আনোযারগ- মুম্বাই সেন্ট্রাল সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন প্রতি রবিবার ১২, ১৯, ২৬ মার্চ, ০২, ০৯, ১৬, ২৩, ৩০ এপ্রিল, ০৭, ১৪, ২১, ২৮ মে, ০৪, ১৮, ১৮, জুন ২০২৩. কানপুর আনোয়ারগঞ্জ থেকে যাত্রা ১৮.৪০ মিনিটে বিলহৌর ১৯.২২ মিনিটে, কনৌজ ১৯.৫৫ মিনিটে, ফারুখাবাদ ২১.১০ ঘন্টায় ।

ভেষজ রঙ ও আবীর শরীরের পক্ষে নিরাপদ

সৌরভ দত্ত, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ বসন্তের উৎসব হোলি ঘিরে শহর কলকাতা জুড়ে উন্মাদনার ছবি ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে। তবে তারই মাঝে অ্যাডিনো ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সমস্যা মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। এছাড়াও কোভিড পরবর্তী ঠাণ্ডা লাগার সমস্যা, কিম্বা জ্বর সর্দির ঘটনা ঘরে ঘরে লেগে রয়েছে এই মরশুম বদলের কালে। এমন পরিস্থিতিতে শহর কলকাতা জুড়ে হোলির আগে হু হু করে বাড়ছে হার্বাল রঙের চাহিদা। এমনকি অর্গানিক ফুলের রঙে হোলি খেলার ট্রেন্ড দেখা যেতে শুরু করেছে। লখনউয়ের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল টক্সিকোলজি রিসার্চ সেঃটার' এর গবেষণা বলছে, হোলির সময় ব্যবহৃত জনপ্রিয় স্কারলেট রঙে রোডামাইন বি নামক একটি রঞ্জক রয়েছে যা এর

কার্সিনোজেনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক দেশেই প্রসাধনী ও খাবারে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়েছে। সেই জায়গায় কাঁচা হলুদ, সবুজ পাতা এছাড়াও বিভিন্ন ফল, সবজি থেকে আসা রঙকে অনেকেই বহু গুণে নিরাপদ বলে মনে করেন। হোলিতে সিন্থেটিক রঙের ক্ষেত্রে ডার্মাটোসেস, ঘর্ষণ, বিবর্ণতা, কনট্যাক্ট ডার্মাটিসিসের মতো রোগ সমস্যা ত্বককে ঘিরে দেখা যায়। এছাড়াও চুলের প্রবল শুস্কভাব, বহু গুণে চুল পড়ার মতো সমস্যাও দেখা যায়। তবে সেই দিক থেকে ভেষজ আবির অনেকটাই নিরাপদ। এতে সেভাবে কোনও সমস্যা ত্বক বা চুলকে ঘিরে হয় না। সাধারণত যে পোশাক ফেলনা হয়ে গিয়েছে বা খুব পুরনো, তা পরে হোলি খেলার রীতি প্রচলিত। ভেষজ আবির নিয়ে রঙ খেললে সেই সমস্যা নেই। এতে পোশাকের ওপরেও কোনও খারাপ প্রভাব পড়ে না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৯৫ সংখ্যা, সোমবার, ২১ ফাগুন, ১৪২৯

চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সখ্যতা

সম্পাদকীয়

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মোদি চেষ্টা করেছিলেন চিনের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে চিন এই সখ্যতাকে সামনে রেখে যেভাবে ভারতের ওপরে তাদের অধিকার ফলাতে শুরু করে দিয়েছে তা কিন্তু ভারত মেনে নেবে না। পাকিস্তান জঙ্গিদের চিন সমর্থন করেছে। আবার পাকিস্তানের দুরাবস্থাতে চিন আর্থিক সাহায্য করছে। তার ফলে ভারত খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে শুরু করেছে। আগামি দিনে চিনের সঙ্গে ভারতের কতখানি কূটনীতি সম্পর্ক তৈরি করবে তা পরিস্থিতি ওপরে নির্ভর করবে বলে বিশ্বাস করে বিদেশ মন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রীর দোলনা রাজনীতি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। দোলনা রাজনীতিতে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কোনও আগ্রহ নেই। তিনি চান ভারতের জমি অধিগ্রহণ করতে। অরুণা চল প্রদেশের চিনের অধিকার যেন ভারত মেনে নেয় তার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছি চিন। এদিকে আমেরিকা অরুণাচল প্রদেশকে ভারতের অংশ বলে সেনেটে বিল প্রস্তাব হয়েছে। তার ফলে চিন এখন বলতে গেলে ব্যাকফুটে রয়েছে। নেপালের সঙ্গে ভারতের মত বিরোধ ছিল না। চিনের উস্কানিতে ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের নীতিই হচ্ছে ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা। ভারত সীমান্ত এলাকার বেশ কিছু অংশ নেপাল তাদের বলে দাবি করতে শুরু করেছে। ফলে আগামি দিনে নেপালের সঙ্গে ভারত সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। এদিকে বাংলাদেশকে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে চিন। তবে রাশিয়া থাকার ফলে খানিকটা স্বস্তি পেতে শুরু করেছে ভারত। তবে তা কতদিন থাকবে সেটা বোঝা খুবই মুশকিল। কারণ এই বছরের শেষ দিকে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি পুতিনের মগজ ধোলাই করবেন সেটা স্পষ্ট। এদিকে জাপান চিনের আগ্রাসন নীতির বিরোধিতা করলেও তারা হঠাৎ করে চিনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না সেটা স্পষ্ট। তবে ভারত আক্রান্ত হলে জাপান চুপ করে বসে থাকবে না সেটা স্পষ্ট। কোয়াড বৈঠকের সিদ্ধান্ত থেকে বুঝতে পারা গিয়েছে। কোরিয়া কিম যে চিনের দিতে রয়েছে সেটা পরিস্কার। ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চিন। সেই চিনকে এখন জব্দ করতে আমেরিকা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বেলুন কূটনীতিই তার বড় প্রমাণ। আমেরিকা বুঝতে পেরেছে চিন যেভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে সেখানে লাগাম না পড়াতে পারলে ভবিষ্যতে আরেকার বিপদ বৃদ্ধি পাবে। চিন ক্রমশ আমেরিকার অভ্যন্তরে মাথা গালতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতের ইন্টারনেটে চিনের প্রবেশ করার কথা শুনতে পাওয়া যায়। ফলে চিনকে প্রতিহত করতে বাধ্য হল আমেরিকা। চিন দেশের মধ্যে সরকার বিরোধী আওয়াজ তুলতে শুরু করেছ সেখানকার জনগণ। চিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। করোনাভাইরাস চিন দেশ থেকে উৎপত্তি হওয়ার কথা সারা বিশ্ব জানতে পেরেছে যা চিন এতদিন গোপন রেখে ছিল। তার ফলে সেখানকার জনজীবন ব্যাহত হযেছে। চিন সরকারের বর্তমান অবস্থা মোটেই ভালো নয়। সেই কারণে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ পাকিয়ে রেখে চিন অভ্যন্তরীন বিদ্রোহের গতিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। গালওয়ানকে অঞ্চলকে ঘিরে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছেন। চিনের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ক্রমশ পড়তির দিকে। গোটা ইউরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ চিনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফলে আগামি দিনে চিনের সঙ্গে আমেরিকার এবং ইউরোপের দেশগুলি সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। চিন এখন সব আর্থিক সাহায্য দিয়ে দেশগুলিকে কব্জা করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল এবং বাংলাদেশের জমি ক্রয় করার আগ্রহ দেখিয়েছে চিন।

বাংলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্য

বাংলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্য রচনা করার খুবই প্রয়োজন। এটা না করতে পারলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ লাভ করতে পারবে না। বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ বাংলা ভাষায় করার খুবই প্রয়োজন। বাংলা ভাষার শিক্ষা নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা নীতিই ছিল মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা চালু রাখা। কারণ ইংরেজি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে পড়তে পারলে সারা বিশ্বকে চেনা এবং জানা সম্ভব হয়। যিনি ইংরেজি ভাষা জানেন না তিনি ভালো করে সারা বিশ্বটাকে জানতে এবং চিনতে পারেন না। ফলে ইংরেজি জানা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর যখন বাবার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি যেমন সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন পাশাপাশি তিনি ইংরেজি আবং বাংলা ভাষার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি বয়সে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন, সেই সময়ে একটি ভালো চাকরি পেতে গেলে ইংরেজি ভাষা তাঁকে জানতেই হবে। ইংরেজি ভাষা না জানলে চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষায় খুবই পটু ছিলেন। তিনি একদিকে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য আপ্রাণ যেমন চেষ্টা করে গিয়েছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা সবাইকে বলে গিয়েছেন। ইংরেজি ভাষা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাধ্যম। বাংলার নবজাগরণের সময়ে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সাওয়াল করেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক যুগে ইংরেজি ভাষাকে রপ্ত করতে হবে। বর্তমান যুগটা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদের যুগ। এখানে ইংরেজি জানতেই হবে। ইংরেজি ভাষা সাম্রাজ্যবাদের ভাষা হলেও তাকে শিখতে হবে বিশ্বকে জানার তাগিদে। ইংরেজি ভাষা চর্চার পরিধি সারা বিশ্বব্যাপী। একথাকে অস্বীকার করলে চলবে না। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষা বেশ পটু ছিলেন। সেই কারণে তিনি সেই সময়ে সেক্সপিয়ারের নাটককের বাংলায় অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

হে আমার পালনকর্তা তুমি আমার ভেতর থেকে সকল কপটতাকে দুর করে দাও এবং কপট মানুষও যদি আমার সঙ্গ লাভ করে তবে তারা যেন সহজ সরল হয়ে যায়

রামকৃষ্ণের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মা নাহলে শক্তি কোথায় সেটা অনুভব করা যায় না। মা হলেন শক্তির অধিকারিণী। জীবনে চলতে গেলে মাতৃশক্তির প্রয়োজন। মাতৃশক্তি না থাকলে জীবনে এগিয়ে যাওয়া যায় না। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ‘বসন্ত উৎসব’

রবীন্দ্রকুমার শীল

শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বসন্ত উৎসব এখন আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের বহু পর্যটকেরা শান্তিনিকেতেন বসন্ত উৎসব দেখতে উপস্থিত থাকেন। কবিগুরুও বহু বিদেশি পণ্ডিত এবং শিল্পীদের শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব দেখতে আমন্ত্রণ করতেন। তিনি মনে করতেন বসন্ত উৎসব পালন করা খুবই প্রয়োজন। বাংলার বসন্ত কাল হচ্ছে নতুন ঋতুর সূচনা কাল। এই ঋতুতে প্রকৃতি তাকে আবার নতুন করে সাজিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে। সারা শীতকালটা চুপ করে বসে থাকে প্রকৃতি। তারপরে বসন্ত কাল এসে উপস্থিত হলে আবার প্রকৃতি নিজেকে সাজাতে থাকে। শুধু গাছপালা নয় হাওয়া বাতাস এবং আকাশের মেঘও রঙিন রূপ গ্রহণ করে বসন্ত কালে এসে উপস্থিত হয়। কবিগুরু একজন শিষ্য বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শান্তিনিকেতন ছিল একেবারে ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ডের চেয়েও সুন্দর। তিনি শান্তিনিকেতন বা বোলপুরকে মন দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। কলকাতায় আসলেই কবি মনটা শান্তিনিকেতেনর দিকে পড়ে থাকতো। তিনি দ্রুত কলকাতার কাজ মিটিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতেন। তিনি বিশ্বভারতীতে একটি আশ্রমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করা চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চাইতেন এখানকার ছাত্ররা শুধু বই পড়বে না, তার তার সঙ্গে ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবে। সেই কারণে তিনি সেখানে কলাভবন থেকে শুরু করে জাপানী চিন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সঙ্গীত ভবন নির্মাণ করেছিলেন। নৃত্য গীত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কবিগুরু বসন্ত কালকে নিয়ে যেসব গান রচনা করেছিলেন সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তা নৃত্যগীত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। কবিগুরু মনে করতেন বসন্তকালকে বন্দনা করতে হয়। তাকে আহ্বান করতে হয়। বসন্ত কাল হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু । এই ঋতুতে মানুষের মন রঙিন হয়ে উঠতে থাকে। এই ঋতুতেই মানুষ ঘর থেকে বাইরে এসে উপস্থিত হয় এবং দুই চোখ মেলে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যগুলিকে উপভোগ করে। মন রাঙানোর ঋতু হচ্ছে বসন্ত কাল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছেও বসন্ত কাল ছিল সবচেয়ে প্রিয়। কবিগুর ব্রাহ্ম ছিলেন বলে তিনি কৃষ্ণ চর্চা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সংস্কৃতিকে তিনি মন থেকে বাদ দিতে পারেননি। কারণ তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভারতীয় দর্শন থেকে শুরু করে সংস্কৃতি চর্চার করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আশ্রমিক শিক্ষাকে শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা প্রান্তরে সংস্কৃতি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। সেই কারণে যখনই কোনও সময়ে তিনি বিদেশে গিয়েছেন সেখানকার সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানকার সংস্কৃতি চর্চা কতখানি বিশ্বভারতীকে সমৃদ্ধ করতে পারবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। তিনি বিশ্বভারতীকে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তার ফলে আজকে বিশ্বভারতীয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। আজকে বিশ্বের বহু প্রান্ত থেকে বিশ্বভারতীতে পড়াশুনা করতে বিদেশি ছাত্ররা এসে উপস্থিত হচ্ছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে এই সব বিদেশি ছাত্ররা

গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের সংস্কৃতিও বিশ্ব ভারতীর ছাত্রদের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে। ফলে একটা বিশ্ব মেলবন্ধন তৈরি হচ্ছে। বিশ্বভারতীয় সুনাম আজকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রাঙ্গনে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলার সব ঋতু প্রিয় ছিল। তবে তার মধ্যে বর্ষা এবং বসন্ত ঋতু প্রিয় ছিল তাঁর কাছে। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই কবিগুরু বর্ষাকাল এবং বসন্ত ঋতুকে নিয়ে বেশি গান রচনা করেছেন। আবার তিনি নৃত্যগীতও রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন বসন্তকালকে স্বাগত জানাতে হবে। তাকে স্বাগত জানাতে পারলেই বসন্ত কাল তার নিজস্ব অভুতপূর্ব রূপকে সকলের সামনে মেলে ধরতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন বলেই তাঁর কাছে বারবার প্রকৃতি তার নিজস্ব রূপ নিয়ে উপস্থিত থেকেছে। তিনি বোলপুরকে পচ্ছন্দ করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এখানে প্রচুর ফুল ফলের গাছ ছিল। সেই সব গাছগুলি যখন তাঁর ফুলে সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে উপস্থিত হতো তখন মনে হতো বনে মধ্যে একটি আনন্দ উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। কবিগুর প্রায় সময়ে বিদেশে থাকতেন। কিন্তু বসন্ত ঋতু উপস্থিত হলেই তিনি আর বিদেশে থাকতে চাইতেন না। একেবারে সোজা শান্তিকেতনে এসে উপস্থিত হতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বসন্ত উৎসবের মেতে ওঠা। এর মধ্যে কবি একটি অসাধারণ আনন্দ এবং তৃপ্তি লাভ করতেন যা অন্য কোনও স্থানে পাওয়া অসম্ভব ছিল। কবিগুরু পুত্র রথীন্দ্রনাথও পিতার এই মনের ভালোবাসার কথাকে জানতেন। তিনি বসন্ত উৎসব যাতে যথাযথভাবে পালিত হতে পারে বিশ্বভারতীতে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন একমাস আগে থেকে। তখন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে বেশ সময় লাগতো। তার কারণ তখন বেশি শিক্ষক এবং ছাত্র সংখ্যা বেশি ছিল না। তার ফলে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠান করতে প্রায় এক মাস আগে থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হতো। কবিগুরু সকাল থেকে শুরু করে দিতেন সঙ্গীত সাধনা, নৃত্য সাধনা। তিনি মনে করতেন রিহার্সালও সাধনার একটি অঙ্গ। রিহার্সাল ঠিক মতো না করতে পারলে কিন্তু অনুষ্ঠানে দিন তাকে ভালো করে উপস্থাপিত করা যায় না। কবিগুগুরু বিশ্বভারতীর বসন্ত উৎসবে ছবি সংগ্রহ করে তাঁর প্রিয়জন যাঁরা বিদেশে থাকেন তাঁদের কাছে পাঠাতেন। তিনি তো একবার আইনস্টাইনকে বলেছিলেন বিশ্বভারতীতে আসতে। এখনকার ছত্রদের সঙ্গে মিলিত হতে। তবে সেটা হয়নি কারণ আইনস্টানইন খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বভারতীয় ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারও আগ্রহ প্রকাশ করতো। তারাও বহুবার রবীন্দ্রনাথকে বলেছিল যদি কোনও সাহায্য করতে পারে বিশ্বভারতীর ব্যাপারে তাহলে তারা খুবই খুশি হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে পাত পেতে কোনও রকম সাহায্য চাওয়ার কথা ভাবতে পারেননি। তিনি মহাত্মা গান্ধির কাছে বিশ্বভারতীর আর্থিক অভাবের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সময়কার শিল্পপতিদের কাছ থেকে বিশ্বভারতী গড়ার জন্য বহু অর্থ তুলে দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে মহাত্মা গান্ধির ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গনে একটি আশ্রম তৈরি করার। গান্ধির এই সিদ্ধান্তকে কবিগুরু বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষা প্রাঙ্গনে কোনও রকমভাবে অন্য স্তরের আশ্রম গড়ে তোলা যাবে না। তাতে শিক্ষার হাল খারাপ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ষোল আনা রয়েছে। গান্ধির এই মতের সঙ্গে তিনি কোনও সময়ে মত দিতে পারেনি। আজকে শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের আয়োজিত বসন্ত উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে বিশ্বের পণ্ডিত সমাজ উদগ্রীব হয়ে থাকে। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে এখন কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায়। গোটা বসন্তকালে শান্তিনিকেতন একেবারে নব সাজে এসে উপস্থিত হয়। শান্তিনিকতনের বিশ্বভারতীকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। শান্তিনিকেতনে আবার মাঘী উৎসবের আয়োজন করা হয়। তবে সেই উৎসব আবার ভাবগভীর পরিবেশের মধ্যে রচিত হতে থাকে। শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবও একটি বড় মহা উৎসব। বৈশাখ মাসের বিশেষ করে পয়লা বৈশাখ ও শান্তিনিকেতনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বসন্ত উৎসব সূচনা সম্ভবত শুরু হয়েছিল বৃন্দাবন এবং মথুরাতে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ সময়ে বসন্ত উৎসবে সূচনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সেই উৎসবে বিশ্বভারতী প্রাঙ্গনে কবিগুরু উপস্থিত করিয়ে আর মনোরূপ উৎসবে পরিণত করেন। উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর ছাত্রদের সঙ্গে ভারতীয় লোক সংস্কৃতির পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বিশ্বভারতীর ছাত্ররা কেবল মাত্র পাঠ পুস্তক পড়বে না তারা যথার্থ মানুষ হয়ে যাতে উঠতে পারে তার দিকে বিশেষ নজর দিতেন কবিগুরু। বিশ্বের সমস্ত স্তরের সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র হিসাবে গেড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন বিশ্বভারতীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করে দিয়েছে।

ভারত চিন সীমান্ত সমস্যার সমাধান কি হবে ?

ভারত চিন সীমান্ত সমস্যার সমাধান কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে চিনের বিদেশমন্ত্রী কুন এর সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর সীমান্ত নিয়ে বৈঠক করেছেন। সেখানে চিনের বিদেশ মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন চিন সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে ইচ্ছুক। তবে যেসব অঞ্চলেক ঘিরে এখনও প্রশ্ন রয়েছে তার সমাধান করতে ভারতের সঙ্গে কথা বলতে চায় চিন। এদিকে চিনের আগ্রাসী নীতির সমালোচনা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি আবার ইরানকে সর্তক করে দিয়েছেন। খুব শান্তমনের রাজনীতিবিদ জো বাইডেন। তিনি যে মারমুখী কূটনীতিবিদ নন সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার সঙ্গে তিনি পেন্টাগন সফর করেছেন। পেন্টাগন সফর করার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেননি। তিনি আমেরিকার শক্তিকে আর ক্ষমতাশালী করার পক্ষে সায় দিয়েছেন। ফলে চিন এখন আমেরিকাকে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার পরমানু শক্তি সম্পর্কে বিশ্বের সব রাষ্ট্রগুলি ওয়াকিবহাল। পরমানু যুদ্ধে আমেরিকা যথেষ্ট শক্তিশালী। তা ছাড়া আধুনিক অস্ত্র ভাণ্ডার আমেরিকারই রয়েছে। চিন করোনাভাইরাসের চিন এখন নাজেহাল অবস্থা। উহান থেকে যে করোনাভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে সেটাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারছে না। এদিকে হু এর প্রতিনিধি দলকে চিন দেশে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তো গোটা ইউরোপকে চিন বিরোধী করে তোলার চেষ্টায় রত। ভারত থেকেও চিন কোনাঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। চিনের লাদাখ নীতি গ্রহণ করার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা। ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারলে ভারত ভয়ে পিছিয়ে আসতে পারে এবং যে অর্থনৈতিক অবরোধ করার যে কথা ভাবছে ভারত তার থেকে বিরত হতে পারে। কিন্তু ভারত চুপ করে বসে নেই। লাদাখ সীমান্ত থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত চিন সীমান্তে সেনা বৃদ্ধি করেছে। সেখানে সেনা ট্যাঙ্কও নিয়ে আসা হয়েছে। ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে চিন সেনাবাহিনী বৃদ্ধি করার ফলে লাদাখ থেকে শুরু করে অরুণাচল সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিন ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করার পিছনে একটি নীতি কাজ করছে সেটা হল এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য বিস্তার করা। চিন বিশ্বাস করে যদি এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য থাকে তাহলে ইউরোপ জয় করাটা চিনের পক্ষে খুব কঠিন কাজ হবে না। ইউরোপের সঙ্গে চিনের ব্যবসা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। তার ওপরে করোনাভাইরাস সংক্রমণ সৃষ্টি করা নিয়ে চিনের ওপরে অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল যার হাত থেকে রেহাই পেতে এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করা ছাড়া দিনের আর কোনও পথ খোলা নেই। ইতিমধ্যে কাশ্মীরের আর্থিক কড়িডর থেকে বিদায় নিতে ভারত সরকার বারবার চিনকে চিঠি দিয়েছে। কাশ্মীরের ওপরে চিনের কোনও অধিকার নেই। পাকিস্তান যে অংশটি চিনকে দিয়েছে সেই অংশটি পাকিস্তান জোর করে ভারতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেনা পাঠিয়ে। পাকিস্তানের কোনও অধিকার নেই কাশ্মীরের ওপর। পাক বাহিনী বারত আক্রমণ করে কাশ্মীরের কিছুটা অংশ দখল করে নেয়। পাকিস্তানকে হানাদার রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর আগামি দিনে ভারত ছিনিয়ে নিতে পারে বসে একটি প্রচ্ছন্ন হুমকি পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে পাকিস্তানকে। চিন চাইছে এই অবস্থায় আর্থিক কড়িডরকে রক্ষা করতে গেলে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে। না হলে ভারত যে কোনও সময়ে পাকিস্তান শব্দটিকে একেবারে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে পারে। ভারতীয় সেনাদের সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালের ভারত আর আজকের ভারতের বহু তফাত হয়ে গিয়েছে। সেই নড়বড়ে ভারতের সেনাবিভাগ নেই। যথেষ্ট শক্তিশালী ভারতের সেনাবিভাগ। বিশেষ করে বায়ু সেনাবিভাগ যথেষ্ট শক্তি ধরে। আকাশ পথে এই মুহূর্তের যুদ্ধে ভারত প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণি অধিকারী দেশ। যেসব আকাশ অস্ত্র ভারত সরকার বানিয়েছে তা দিয়ে দিল্লি থেকে বসে বসে ভারত যে কোনও দেশের সঙ্গে আনায়াসে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। স্থলবিভাগও যথেষ্ট শক্তিশালী বিশেষ করে ভারতের রোবট বাহিনী তৈরি করে ফেলেছে। এই রোবট বাহিনী দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে অনায়াসে আক্রমণ করতে পারে। তারা যে কোনও শক্তিশালী সেনা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম। ফলে দুর্গম অঞ্চলে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় না। ভারতের বাইরে বেশ কয়েকবার জঙ্গি শিবিরে হানা দিয়ে জঙ্গিদের নিকেশ করা হয়েছে। সেই সব স্থানে যুদ্ধ করতে পরীক্ষামূলকভাবে রোবট বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। সাফল্যের সঙ্গে রোবট বাহিনী জঙ্গিদের নিকেশ কর দিয়েছে। ভারত এখন রোবট নির্ভর সেনা প্রস্তুত করার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে এই মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করতে অনেকেই অনিহা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান আগের মতো তীব্রভাবে ভারতকে আক্রমণ করতে পারছে না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সময়ে যে পাকিস্তানের দম্ভ ছিল তা এখন তা একেবারে চুপষে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময় থেকে ভারতীয় সেনায় রোবট বাহিনী তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেইভাবে ভারতের সামরিক বিজ্ঞানীদের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনাবিভাগের রয়েছে গরিলা বাহিনী। এই সব গরিলা বাহিনীর কাজ হচ্ছে দূর্গম পাহাড়ে মাথায় গিয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা। তারওপর রয়েছে ভারতের গোর্খা বাহিনী যা দ্রুত যে কোনওস্থানে তীব্র লড়াই করতে প্রস্তুত। এই সব গোর্খা বাহিনীরা পাহাড়ে লড়াই করতে পারে। তারা স্থলপথে যুদ্ধ করার চেয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে লড়াই করতে ভালো পারে। সেই কারণে হিমালযের বুকে এই গোর্খারা লড়াই করতে পারে অতি সহজে। চিনা সেনারা সেখানে লড়াই করতে পারে না। কিন্তু একজন গোর্খা অনায়াসে হিমালয়ের বুকে যুদ্ধ করতে সক্ষম। গোর্খা বাহিনীকে পৃথিবীর সব সেনারা ভয় পায়। এদের মতো নৃসংশ বাহিনী দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। এরা রক্ত দেখতে ভালোবাসে। বিশেষ করে শত্রুদের রক্ত বেশি করে পচ্ছন্দ করে। সেইভাবে গোর্খাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে গোপনে বহু বিদেশি অস্ত্র এসেছে ভারতীয় সেনাাবহিনীতে যা সংবাদে প্রকাশ পায়নি। সেই সব অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। আনবিক চালিত অস্ত্র নিয়ে ভারতীয় সেনারা রীতিমতো প্রশিক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছে।

ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন কবে থেকে

রাষ্ট্রদ্রোহ রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে এখন সারা দেশ জুড়ে চলছে তর্কবিতর্ক। চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। ১৮ মার্চ ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন, ১২৪এ ধারা, যাতে অভিযুক্ত হয়ে আমি আনন্দিত, তা কার্যত ভারতীয় দণ্ডবিধির রাজনৈতিক ধারার ‘রাজা’, নাগরিকদের স্বাধীনতা দমনের জন্যই যা তৈরি করা হয়েছে। কারও যদি কাউকে ভাল না লাগে, তা হলে সেই মনোভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁর থাকা উচিত, অন্তত যতক্ষণ তা নিয়ে তিনি হিংসা ছড়ানোর চক্রান্ত না করেন, হিংসার প্রচার না করেন বা হিংসায় প্ররোচনা না দেন। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনকে সমানে রেখে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে কেউ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়ানোর চেষ্টা করলে, বিদ্বেষ ছড়ালে, উত্তেজনা তৈরি করার চেষ্টা করলে, রাষ্ট্রদ্রোহীর অপরাধে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হতে পারে। মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দমন করতে এই আইন সাম্প্রতিকালে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ চাপা দেওয়ার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধীরা। সুপ্রিম কোর্ট এই আইন নিয়ে প্রশ্ন তোলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বিরোধী বলেছেন, ২০১৪ সাল থেকে এই আইনকে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগানার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিবাদ করলেই পড়ুয়া থেকে শুরু করে সমাজকর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে এই আইনকে সমানে রেখে। ২০১৬ সালে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী আইন প্রয়োগ করে তাদেরকে অ্যান্টি ন্যাশনাল বলে দাগিয়ে দিয়েছিল বিজেপি। তা নিয়ে সেই সময়ে বিতর্ক চরমে ওঠে। ২০১৯ সালে সিএএ, এনআরসি বিরোধী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে বহু রাষ্ট্রদ্রোহীর মামলা করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের হাসরথের গণধর্ষনের প্রতিবাদ, পুলওয়ামার জঙ্গি হানা নিয়ে প্রশ্ন তোলা জন্যও রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করা হয়েছিল। সমাজকর্মী, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীর মামলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এর আগেও রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এবার অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল এস জি ভোম্ববাটকেরে রাষ্ট্রদ্রোহর বিরুদ্ধে মামলা করে যুক্তি দিয়েছিলেন, এই আইন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব মামলা একসঙ্গে শুনানি হবে বলে জানিয়েছে আদালত। আজ আদালতের এডিটর্স গিল্ড এর তরফে আইনজীবী শ্যাম দিভান বলেন, আমরা একই বিষয়ে আদালতের নির্দেশিকা চেয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম, ১২৪(ক) ধারা অসাংবিধানিক ও তার অপপ্রয়োগ চলছে। ১৯৫৩ সালে বিহারের ফরওয়ার্ড কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কেদারনাথ সিংহের বিরুদ্ধে সরকারের সমালোচনা করার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় তাঁর জেলও হয়েছিল। আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেদারনাথ সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন। ১৯৬২ সালে সেই মামলায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ কেদারনাথের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করে দিলেও আইনের ধারা খারিজ করে দেয়নি।

বন্ধুত্বের সম্পর্কই ভারত-বাংলাদেশকে ১৯৭১ সালে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ৪ মার্চ ঃ বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা বলেছেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষ আত্মত্যাগ করেছে।আজ ৪ মার্চ দুপুরে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ভারতীয় হাইকমিশনার সাংবাদিকদের বলেন, ‘বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক উভয় দেশকে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল।’ভারতীয় হাইকমিশনার দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কথা তুলে ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন।ভার্মা সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ঐতিহ্যগত মিলও আগামী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবদানের মূল্যায়ন করে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের নন, ভারতীয় জাতির জন্যও আদর্শ।’ভারতীয় হাইকমিশনার মন্তব্য করেন, ‘বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের সমাধিতে আসতে পেরে আমি গর্বিত বোধ করছি।’বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করে ভারতীয় এই কূটনীতিক বলেন, ‘সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি সমগ্র বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়।’মার্চ মাসকে বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাস হিসেবে অভিহিত করে প্রণয় ভার্মা বলেন, এই মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, ‘এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মাসেই জন্মগ্রহণ করেন।’তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।’এর আগে ভারতীয় হাইকমিশনার টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।পরে তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডে বঙ্গবন্ধু ও অন্য শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করেন।এ সময় ভারতীয় হাইকমিশনারের স্ত্রী মিসেস মনু ভার্মা, বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিব অনিমেষ চৌধুরী, দ্বিতীয় সচিব ভাইবাব গোল্ডন, বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. কাজী মাহবুবুল আলম ও টুঙ্গিপাড়ার পৌর মেয়র শেখ তোজাম্মেল হক টুটুল অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

অঙ্গনওয়াড়িতে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা

তনুজ জৈন, মালদা, ৫ মার্চ ঃ টেট, গ্রুপ ডি ও এসএসসির পর এবার দুর্নীতির ছায়া আইসিডিএসে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসাবে চাকরি দেওয়ার নামে বেশ বড় রকমের প্রতারণার অভিযোগ উঠে এল এবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে। চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে আইসিডিএস প্রকল্পে চাকরি দেওয়া হবে এই টোপ দেওয়া হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা কৃষক জাহেদুল ইসলামকে। ওই কৃষক মেয়ের চাকরির জন্য স্ত্রীর গয়না বন্ধ রেখে ও জমি বিক্রি করে নগদ চার লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা তথা আইসিডিএস সহায়িকা মোসলেমা বেওয়া এবং তার মেয়ে পুতুল নেশার হাতে। টাকা নেওয়ার সময় তারা জানিয়েছিল সিডিপিও ও জেলার উর্দ্ধতন তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের ভালো পরিচয় রয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যেই চাকরি করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। চাকরি তো দূরঅস্ত, দুই বছর কেটে গেলেও টাকা ফেরত পাননি। এদিকে সামনে ওই কৃষকের মেয়ের বিয়ে। সেই জন্য ওই আইসিডিএস সহায়িকার কাছে রবিবার টাকা ফেরত চাইতে গেলে টাকা ফেরতের বদলে জুটলো ঘাড় ধাক্কা। এই ঘটনাকে ঘিরে এদিন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকাজুড়ে। এ বিষয়ে ওই কৃষক হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মা ও মেয়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মহেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা জাহিদুল ইসলাম তার মেয়ে নুরজাহান খাতুনের আইসিডিএস-এ চাকরির জন্য হরিশ্চন্দ্রপুরের সংগঠন পাড়ার বাসিন্দা পুতুল নেশা পারভীন এবং তার মা আইসিডিএস সহায়িকা মুসলিমা বেওয়ার হাতে নগদ চার লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন। দু'বছর কেটে গেলেও সেই চাকরি হয়নি। বারবার টাকা ফেরত চাইতে গেলেও সেই টাকা ফেরত পাওয়া যায়নি। রবিবার জাহিদুল তার মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা ফেরত চাইতে গেলে টাকা ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা উল্টে অভিযুক্ত মা ও মেয়ে জাহিদুল এবং তার পরিবারকে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত করা হয়। এরপরই জাহিদুল ওই আইসিডিএস সহায়িকা এবং তার মেয়ের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এ প্রসঙ্গে অভিযোগকারী জাহিদুল ইসলাম জানান, আমি দরিদ্র কৃষক। ওই আইসিডিএস হেল্পার মোসলেমা এবং তার মেয়ে পুতুল নেশা আমার মেয়েকে আইসিডিএস প্রকল্পে চাকরি পাইয়ে দেবে বলে আমার কাছ থেকে ধাপে ধাপে চার লক্ষ টাকা নিয়েছিল। আমি জমি-জমা বিক্রি করে, স্ত্রীর গয়নাগাটি বন্ধক রেখে ওই টাকা জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু মেয়ের চাকরি তো দূরের কথা দুই বছর কেটে গেলেও সেই টাকা ফেরত দেয়নি। চলতি মাসের ১৫ তারিখে আমার মেয়ের বিয়ে আছে। টাকার অভাবে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে পারিনি। তারা আজকে টাকা দেওয়ার জন্য বাড়িতে ডেকেছিল। আমরা বাড়িতে পৌঁছালে তারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাদেরকে রাস্তায় আটকালে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে শারীরিক নিগ্রহ করে। যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত মোসলিমা বেওয়ার মেয়ে পুতুল নেশা পারভিন। পুতুলের দাবি ওরা মিথ্যে কথাবার্তা বলছে। চাকরি দেওয়ার নাম করে আমি কারো কাছ থেকে কোন টাকা নিইনি। আমার কাছে ওরা মেয়ের বিয়ের জন্য ধার চাইতে এসেছিল। এর আগেও ওদের টাকা ধার দিয়েছি। আজ টাকা দিতে অস্বীকার করায় আমার বিরুদ্ধে এসব মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার অভিযোগ জমা পড়েছে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দোল ও সবেবরাতের আগে প্রশাসনিক সভা ময়নাগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ মারোয়াড়ি জনকল্যাণ সমিতির ভবনে প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হলো। হিন্দু ধর্মাবলম্বীর বসন্ত উৎসব, দোলযাত্রা ও মুসলিম ধর্মাবলম্বীর সবেবরাত উৎসব রয়েছে। এই উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় এবং কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। দোল উৎসব ও সবেবরাত প্রত্যেক মানুষ উৎসব পালন করতে পারে এবং ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রত্যেকটা অঞ্চলের দোলযাত্রা উৎসব আনন্দের মাঝে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রত্যেকটা অঞ্চলে প্রশাসনিক তৎপরতা চালাবে। হোলির দিন যাতে মোটর সাইকেল তিনজন ব্যক্তি না উঠে, এই নিয়ে প্রশাসন নজরদারি চালাবে। মারোয়াড়ি ভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি ডিএসপি (ক্রাইম) বিক্রমজিৎ লামা, ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায় বসুনিয়া, ময়নাগুড়ি বিডিও শুভ্র নন্দী, ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতি সহ প্রত্যেকটা অঞ্চলের প্রধান, পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ এবং ময়নাগুড়ি পৌরসভা বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন এবং দোলযাত্রা উৎসব ও সবেবরাত অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যেকে পালন করতে পারে এই নিয়ে মারোয়াড়ি ভবনে প্রশাসনিক সভা করা হয়। দোল উৎসবের দিন খোলা বাজারে বা রাস্তাঘাটে মদ বিক্রির উপর এবং বেআইনিভাবে মদ বিক্রির উপর নজরদারি চালাবে। যাতে কোন ব্যক্তি দোল উৎসবে আনন্দ করতে গিয়ে রাস্তাঘাটে বিশৃঙ্খলা না করতে পারে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক নজরদারি চালাবে। প্রশাসনিক বৈঠক থেকে জানান দোল উৎসব ও সবেবরাত মানুষ আনন্দে উৎসব পালন করতে পারে।

মাঝখানে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ীর বিজেপি বিধায়িকা শিখা চ্যাটার্জির বাড়ির সামনে অবস্থান তৃণমূল কংগ্রেসের। পাল্টা ওই জায়গাতেই বিজয় উৎসবে বিজেপি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ালো শিলিগুড়ি সংলগ্ন আশিঘর এলাকায়। রবিবার সকালে শিখা চ্যাটার্জির বাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিধায়কের দু'বছর সময় অতিক্রান্ত হলেও এলাকার উন্নয়নে কোন কাজ করেননি তিনি। সামান্য স্কলারশিপের সই পেতে নাজেহাল হতে হয় পড়ুয়াদের। একাধিক কারণে এদিন বিক্ষোভে সামিল হয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী এবং সমর্থকেরা। পাল্টা ওই জায়গাতে চায় পে চর্চা এবং সম্প্রতি নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরাতে বিজেপির জয়ের উৎসব পালন করা হয়। উত্তেজনা হওয়ার সম্ভাবনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। একদিকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা অবস্থান বিক্ষোভ করছেন, অন্যদিকে বিজেপি কর্মীরা আবির উড়িয়ে বিজয় উৎসব পালন করছেন। আর মাঝখানে পুলিশ কর্মীরা দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে চলেছেন।

লোকালয়ে হাতি

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ৫ মার্চ ঃ রবিবাসরীয় সকালে জলপাইগুড়ির লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়াল গজরাজ। এদিন বিভিন্ন সময় হাতিগুলিকে খরিয়ার বন্দর, উত্তর ধূপঝোরা, পানঝোরার জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায়। যদিও হাতিটি কোনও ক্ষতি করেনি। খবর চাউর হতেই সংলগ্ন রিসোর্ট গুলোতে থাকা পর্যটকরাও ছুটে আসেন হাতি দেখতে। জানা গেছে, রবিবার ভোরে দুটি হাতি খরিয়ার বন্দর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মঙ্গলবারি বস্তির ফাঁকা কৃষি জমি হয়ে চলে যায় উত্তর ধূপঝোরা এলাকায়। সেখান থেকে একটি হাতি মূর্তি নদী পেরিয়ে পানঝোরার জঙ্গলে চলে গেলেও একটি হাতি রয়েই যায় খরিয়ার বন্দর জঙ্গলে। এদিন ভোরে হাতি দুটিতে অনেকেই কৃষি জমিতে ঘোরাঘুরি করতে দেখে। খবর চাউর হতেই সংলগ্ন রিসোর্ট গুলোতে থাকা পর্যটক সহ জনগণ ছুটে আসে হাতি দেখতে। কিন্তু ততক্ষণে হাতিটি মূর্তি নদী পেরিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। উল্লেখ্য, মাঝেমধ্যেই এলাকায় হাতি চলে আসে। রাতভর লোকালয়ে থাকার পর ভোরের আলো ফোটার আগেই হাতিগুলো ফের জঙ্গলে চলে যায়। তবে এদিন হাতি দুটি লোকালয়ে কোনও ক্ষতি না করায় স্বস্তিতে রয়েছে জনগণ।

গ্রেফতার হাতির দাঁত পাচারকারীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ অসম থেকে ডুয়ার্স হয়ে নেপালে হাতির দাঁত পাচারের ছক বানচাল করল বন দফতর। ৩ কেজি ওজনের একটি হাতির দাঁত উদ্ধার করল বন দফতরের বিশেষ বাহিনী। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে এক পাচারকারীকে। প্রায় তিন ফুট লম্বা তিন কেজি ওজনের হাতির দাঁতটি ১৫ লক্ষ টাকায় বিক্রির ছক কষেছিল পাচারকারী। যদিও তার আগেই ওই দাঁত-সহ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেন বৈকুন্ঠপুর বনবিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত। বনদফতর সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যায় বেলাকোবা রেঞ্জের অফিসার সঞ্জয় দত্তর কাছে একটি খবর আসে। সেখানে বলা হয়, অসম থেকে হাতির দাঁত পাচার করা হচ্ছে। ওই দাঁতটি ১৫ লক্ষ টাকায় শিলিগুড়িতে বিক্রি করার ছক কষা হয়েছে। আর এটা পাচার করার জন্য দুই পাচারকারী একটি হাতির দাঁত নিয়ে শিলিগুড়ি উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তখনই বৈঠকে বসেন সঞ্জয় দত্ত। আর পরিকল্পনা করে তৈরি করা হয় ধরার ছক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিলিগুড়ি সংলগ্ন তিনবাত্তি মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে হাতির দাঁতটি উদ্ধার করেন বেলাকোবা রেঞ্জের অফিসার সঞ্জয় দত্ত। একটি বস্তায় ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দাঁতটি। যদিও এই ঘটনায় এক পাচারকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও আর একজন ধরা পড়ে যায়। রবিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। এই দাঁতটি কেমন করে সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন বন দফতরের কর্মীরা। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বন দফতর সূত্রে খবর, বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত তার টিম নিয়ে শিলিগুড়ির তিন বাত্তি এলাকায় ঘাপটি মেরে থাকেন। তাঁরা দেখতে পান, তিন বাত্তি এলাকায় একটি ট্রাক থেকে দু'জন ব্যক্তি নেমে আসে। তাদের হাতে বস্তা দেখতে পাওয়া যায়। বনকর্মীরা তাদের দিকে এগিয়ে যেতেই পালাতে থাকে তারা। তবে একজনকে ধরে ফেলা হয়েছে। ধাওয়া করে একজনকে পাকড়াও করা হয়। আর একজন চম্পট দিতে সক্ষম হয়। গ্রেফতার হওয়া পাচারকারীর নাম মনিকান্ত গোয়ালা। তার বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায়। অসম থেকে হাতির দাঁত নিয়ে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল দাঁত বিক্রির জন্য। দর ঠিক হয়েছিল ১৫ লক্ষ টাকা।

নদী ভাঙন নিয়ে আতঙ্কে বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৫ মার্চ ঃ বর্ষার আগেই আতঙ্কিত নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা। কারণ বর্ষার সময় নদীর জল বাড়ে। যার ফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলার ফলে নদীর গতি পরিবর্তন হতে পারে। যার ফলে সমস্যায় পড়তে পারেন ঝাড়গ্রাম জেলার সুবর্ণরেখা ও ডুলুং নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। তাই বর্ষার আগেই যথেষ্ট আতঙ্ক এর মধ্যে রয়েছেন নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। ঝাড়গ্রাম জেলার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর এক, গোপীবল্লভপুর ২ ও নয়াগ্রাম ব্লকের বাসিন্দারা নদী ভাঙ্গনের আশঙ্কায় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের টিকায়েতপুর এলাকায় নদী ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া নদী বাঁধগুলি দীর্ঘদিন মেরামত করা হয়নি। অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলার ফলে নদীর নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন সুবর্নরেখা নদী তীর গ্রামগুলির বাসিন্দারা। নয়াগ্রামের বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি দুলাল মুর্মু বলেন, টিকায়েতপুর এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু করা হবে। বেশ কয়েকটি এলাকায় কাজ করা হয়েছে। টিকায়েতপুর এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধের কাজ করা হবে। তবে অর্থ দপ্তর থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা হবে বলে তিনি জানান। বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি তুফান মাহাতো বলেন, প্রশাসনের উচিত আগে নদী থেকে অবৈধ বালি তোলা বন্ধ করা। নদী থেকে অবৈধ বালি তোলার ফলে নদীর নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে। যার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। নদীর দুই ধারের বাঁধ মেরামত করা হয়নি। যার ফলে নদীতে বন্যা হলে নদী তীরবর্তি গ্রামগুলি ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকছে। প্রশাসনের উচিত দ্রুততার সঙ্গে সুবর্নরেখা নদী থেকে অবৈধ বালি তোলা বন্ধ করা। তা নাহলে আগামী দিনে সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়বেন।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত সাইকেল আরোহী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৫ মার্চ ঃ রবিবার সাতসকালে ডাম্পারের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হল বাঁকুড়ায়। এই ঘটনাকে ঘিরে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার ধবনী এলাকায়। কারণ সাধারণ মানুষ এই ঘটনা মেনে নিতে পারেননি। মৃত সাইকেল আরোহীর নাম শ্যামাপদ মাজি। এই ঘটনার পর তাঁর মৃতদেহ নিয়েই উত্তেজিত এলাকাবাসী ক্ষতিপূরণের দাবিতে আজ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। আর তুমুল বিক্ষোভে সামিল হন। এদিন মৃতদেহ নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধের জেরে তোলপাড় হয়ে যায় যাতায়াত। এই অবরোধের জেরে ব্যস্ততম ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে অমরকানন গ্রামীন হাসপাতালে পাঠালেও অবরোধ তুলতে অসাধ্যসাধন করতে হয়। বারবার কেন এই পথে দুর্ঘটনা ঘটে? এই প্রশ্ন তুলে সরব হন এলাকাবাসী। আগেও একাধিকবার এখানে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলেও কোনও বাড়তি ট্রাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর, গঙ্গাজলঘাটি থানার ধবনী গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ছোট মাছ ব্যবসায়ী শ্যামাপদ মাজি। অন্যান্য দিনের মতোই আজ, রবিবাসরীয় সকালে নিজের সাইকেল নিয়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দুর্লভপুরে মাছ আনতে যাচ্ছিলেন। ঘটকগ্রামের কাছাকাছি মেজিয়া থেকে দুর্লভপুরগামী একটি ডাম্পার তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, ঘটনাস্থলেই মারা যান শ্যামাপদ মাজি। আর তাতেই এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত ব্যক্তির নাম শ্যামাপদ মাজি (৫০)। গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করা হয়। তবে মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে ধবনী মোড়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ধবনী গ্রামের মানুষজন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ অবরোধস্থলে পৌঁছালেও অবরোধকারীদের সরাতে পারেনি। তবে ঘন্টা'দুয়েক অবরোধ চলার পর পুলিশী আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।

অবৈধ কয়লা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ মার্চ ঃ বীরভূমের দুবরাজপুর থানার পুলিশ প্রায় ২০ টন অবৈধ কয়লা উদ্ধার করল। রবিবার ভোরে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ দুবরাজপুরের মাজুরিয়া জঙ্গলের রাস্তায় অবৈধ কয়লা পাচারের খবর আসতেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই জঙ্গল ঘিরে ফেলে এবং ১২টা গরু ও মোষের গাড়ি আটক করে। এই ঘটনায় প্রায় ২০ টন অবৈধ কয়লা উদ্ধার করে তারা। পুলিশ দেখেই অভিযুক্তরা অবৈধ কয়লার গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে বীরভূমের সদাইপুর থানার পুলিশ জামথলিয়া গ্রামের রাস্তায় হানা দিয়ে অবৈধ কয়লা বোঝাই ৯টা মোটরবাইক আটক করেছে। এই জায়গা থেকে উদ্ধার হয় প্রায় সাড়ে চার টন অবৈধ কয়লা। সদাইপুর থানার পুলিশের কাছে অবৈধ কয়লা পাচারের খবর আসতেই পুলিশ সেখানে হানা দেয়। পুলিশ অবৈধ কয়লা এবং মোটরবাইক উদ্ধার করলেও, তাদের দেখে অবৈধ কয়লা বোঝাই মোটরবাইক ফেলে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। বীরভূমের দুবরাজপুর ও সদাইপুর থানার পুলিশ এর আগেও প্রচুর পরিমাণ অবৈধ কয়লা উদ্ধার করেছে। পুলিশের এত ধরপাকড়, আটক সত্ত্বেও কেন অবৈধ কয়লা পাচার বন্ধ করা যাচ্ছে না সেই নিয়ে কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে জেলায়। প্রায় প্রতিদিনই তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। অবৈধ কয়লা এবং বালি পাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে এই তল্লাশি। দুই তল্লাশি মিনিয়ে প্রায় সাড়ে চব্বিশ টন কয়লা উদ্ধার হয়েছে যাকে বড় সাফল্য বলে দেখা হচ্ছে। এই কয়লা আটক করার পরে আরও জানানো হয়েছে যে এই দুটি অঞ্চলজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। সবরকমভাবে অবৈধ কয়লা পাচার রুখতে তৎপর পুলিশ।

কংগ্রেসের সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ চা শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন, স্বচ্ছ পঞ্চায়েত, মানুষের পঞ্চায়েত গঠন সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হলো কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতিদের সম্মেলন। মাল গ্রামীণ কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো মালবাজার মহকুমার ক্রান্তিতে। অনান্য দাবির সঙ্গে বিপিএল তালিকা সংশোধন, প্রতি ব্লকে হিমঘর, সহ একাধিক দাবি উঠে আসে সম্মেলন মঞ্চ থেকে। এদিনের অঞ্চল সভাপতি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায় সহ জেলা নেতৃত্ব।

অভুক্তদের মুখে খাবার যোগাতে উদ্যোগী ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৫ মার্চ ঃ দৈনন্দিন প্রায় শতাধিক মানুষকে আর অভুক্ত দিনযাপন করতে হবে না। সৌজন্যে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। কারন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে, তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছে হোমস্টে, হোটেল, রেস্টুরেন্ট মালিক ও জেলার ক্যাটারিংয়ের কর্ণধাররা। মূলত বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান বা পর্যটকদের জন্য তৈরি খাবারের বাড়তি অংশ নষ্ট না করে দুঃস্থ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই অভিনব উদ্যোগ শুরু করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। নিঃসন্দেহে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শহরের ১০টি ক্যাটারিং সংস্থা সেই খাবার দিয়ে সহযোগিতা করবে। পাশপাশি ছোট-বড় ৫৮ টি হোটেল ও রেস্তোরাঁও খাবার তুলে দেবে। গোটা কাজটা তত্ত্বাবধান করবে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ঝাড়গ্রাম থানা ও সাঁকরাইল থানার ৩০ জন পুলিশ কর্মী। তারা পুলিশের অন্যান্য ডিউটি করার পাশাপাশি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। তারাই নির্দিষ্ট জায়গার খাবার সংগ্রহ করে কমবেশি ১০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে সেই খাবার তুলে দেবেন। তবে নির্দিষ্ট কোনও জায়গা থেকে খাবার বিতরণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ঝাড়গ্রাম জেলার সমস্ত দুঃস্থ পরিবার এবং ভবঘুরেরা উপকৃত হবে। এদিন ঝাড়গ্রামের রবীন্দ্র পার্কে সহায় প্রকল্পের অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের সূচনা করেন ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত, মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা, সভাধিপতি, পৌরমাতা সহ বিশিষ্টজনেরা। পাশাপশি এই অনুষ্ঠানেই সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া মোট ১৮০টি মোবাইল ফোন যার বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি ৩৩ লাখ ৭৩ হাজার টাকা, সেই মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হয় মোবাইলের মালিকদের হাতে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্র নাথ মাহাত সহ ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে জঙ্গলমহলের পুলিশ দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের হাতে পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং আগামী দিনের খেলোয়াড় তৈরি করতে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খেলাধুলার সরঞ্জাম বিতরণ করেছিল। শীতকালে শীতবস্ত্র প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য সামগ্রী সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে জঙ্গলমহলে পুলিশ এই বার্তা দিয়েছিল যে তারা সাধারণ মানুষের বন্ধু। রবিবার সেই কর্মকান্ডে সংযোজন হল নতুন একটি উদ্যোগ।

রাস্তা এবং পানীয় জলের দাবীতে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল রাস্তা। সেই সঙ্গে পানীয় জলের সমস্যা। আর এই দুই সমস্যায় জর্জরিত জলপাইগুড়ি বেলাকোবার বসাক পাড়ার স্থানীয় বাসিন্দারা। তাই সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই শিকারপুর অঞ্চলের বসাক পাড়ার এই রাস্তা বেহাল। যার ফলে মাঝেমধ্যে ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। আর বেহাল এই রাস্তায় সমস্যা চরমে পৌঁছায় বর্ষাকালে। কারন বর্ষাকালে এই রাস্তার অবস্থা এমন যে চলাচল করা যায় না। রাস্তার সমস্যার পাশাপাশি এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যাও চরমে। কারন এলাকায় পর্যাপ্ত জলের কল নেই। শিকারপুর অঞ্চলের তরফে এলাকায় একটি সোলার পানীয় জলের কল বসানো হলেও সেই কলের জল পানের উপযোগী নয় বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ। বর্তমানে সেই জল দিয়ে কাপড় কাচা কিংবা স্নান ছাড়া আর কোনও কিছুতেই সেই জল ব্যবহার করা যায় না বলে এলাকাবাসীরা জানান। তাই খাওয়ার জন্য পানীয় জল হয় কিনে আনতে হয়। না হয় বটতলার টাইম কল থেকে নিয়ে আসতে হয়। রাস্তা এবং জল এই দুই সমস্যাই ভুগতে হচ্ছে এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবারকে। তাই এবার সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভোট দেবেন না বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন। এই ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য অবশ্য জলের এবং রাস্তার সমস্যার কথা স্বীকার করে নেন। তবে তিনি অভিযোগ করেন, আমি বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্য বলে আমার বুথ বঞ্চিত। তিনি আরও জানান, রাস্তা এবং জলের সমস্যা নিয়ে আমি অঞ্চলে অনেকবার জানিয়েছি তা সত্ত্বেও কোনও উদ্যোগ নেয় না এরা। ভোট বয়কটের বিষয়ে শিকারপুর অঞ্চলের প্রধান বলেন, সেটা তাদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার। এদিকে রাস্তার সমস্যার বিষয়ে তিনি বলেন, ওই রাস্তার জন্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে টেন্ডার হয়ে গিয়েছে, হয়তো শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। আর জলের সমস্যার বিষয়ে তিনি সমাধানের আশ্বাস দেন। এখন কবে সমস্যার সমাধান হবে সেইদিকে তাকিয়ে আছে জলপাইগুড়ি বেলাকোবার বসাক পাড়ার স্থানীয় বাসিন্দারা।

কালীপুজোয় বচসা ঘিরে মারধর

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ৫ মার্চ ঃ কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বচসা। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতিতে গড়ায় গোটা ঘটনাটি। মারধর বৃহৎ আকার ধারণ করে। এই ঘটনার জেরে আক্রান্ত হন এক ব্যক্তিও। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুরের ফুলিয়ার কালিপুর এলাকায়। ঘটনার জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে। এলাকায় কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বচসা। প্রতিবেশীদের হাতে আক্রান্ত এক ব্যক্তি। কাঠের চেলা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্ত ওই ব্যক্তির নাম জানা গিয়েছে, গণেশ পাল। গণেশের অভিযোগ, গত শনিবার রাতে ওই কালীপুজোকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি হয় প্রতিবেশী বেশ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে। কথা কাটাকাটি হতে থাকে, এরপরে আচমকাই তাকে কিল, ঘুসি, চড় মারতে থাকে। এদিন কিছুটা শান্ত হলেও সেখানে সমাপ্তি ঘটেনি ঝামেলার। তিনি আরও জানিয়েছেন, রবিবার সকালে ওই কালী মন্দিরে গণেশ পাল যখন প্রসাদ আনতে যান তখন তিনি প্রতিবাদ করলে তাকে কাঠের চ্যালা দিয়ে বেধড়ক মারধর শুরু করে। ফেটে যায় মাথা, এছাড়াও হাতেও গুরুতর আঘাত লাগে। পরিবারের সদস্যরা তাকে শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে এদিন শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হন আক্রান্ত ব্যক্তি গণেশ পাল। তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শান্তিপুর থানায়। জানা যায়, অভিযুক্তরা গণেশ পালের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে শান্তিপুর থানায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার সত্যতা জানতে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

রেজিস্টার অফিস ঃ গ্রেপ গার্ডেন, নং. ২৭, ৩য় ফ্লোর, ''এ'' ক্রস, ১৮ মেন, ৬ ব্লক, কোরামঙ্গলা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্নাটকা।
শাখা অফিস ঃ ৪ ফ্লোর, ঋষি টেক পার্ক, প্রিমিসেস নং. ০২০৩৬০, প্লট নং. ডিএইচ ৬ / ২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউটাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

অধিগ্রহণ নোটিস

এতদ্বারা, অনুমোদিত আধিকারিক উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ(প্রয়োগ) ধারা ২০০২ জারি করে ডিমান্ড নোটিস গ্রাহক/ সহ-গ্রাহক(দের) প্রতি গ্রাহককে জানানো যায় যে বকেয়া পরিশোধ করতে প্রতি নামের ভিত্তিতে সঙ্গে সুদ প্রযোজ্য হারে যা উল্লেখ রয়েছে উল্লেখিত নোটিসে এই নোটিস প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে, সঙ্গে পরবর্তী সুদ যা প্রযোজ্য, আনুষ্ঠানিক খরচ, মূল্য, দাবী ইত্যাদি পরিশোধ বা পুণরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত।

ক্র. নং.	লোন নং.	নাম গ্রাহক / সহগ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা	১৩(২) নোটিস তারিখ / বকেয়া (টাকা)	অধিগ্রহণের তারিখ ও ধরণ
১.	১) ৩৩৬৮২১০ ১২০০০০০০১ ২) ৩৩৬৮২১০ ১৭০০০০০০৯	**১) ফিরদৌসী বেগম** **২) রাইহান শেখ**	০৩.১২.২০২২ / টাকা. ১৫,৭১,৭২০.৩৪ ০৩.১২.২০২২ তারিখে	০৩.০৩.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি অবস্থিত মৌজা-বোলপুর, জেএল নং. ৯৯, এলআর দাগ নং. ৭০৮২, আরএস দাগ নং. ৬০১৫, এলআর খতিয়ান নং. ১৭১৩৭ ও ১৭১৩৮, হোল্ডিং নং. ২৪১ / ৩৩৭, ওয়ার্ড নং. ১৯ (০১), থানা-বোলপুর, জেলা-বীরভূম, অধীন বোলপুর পৌরসভা, পরিসীমা দলিল অনুসারে ঃ উত্তরে- দাগ নং. ৬০১৫ জমি, দক্ষিণ- দাগ নং. ৬০১৫ জমি শাহ মহম্মদের, পূর্ব- দাগ নং. ৬০১৬ জমি, পশ্চিম- দাগ নং. ৬০১৫ জমি।			
২.	১) ৩৩১০২১০ ১৮০০০০০৩৭ ২) ৩৩১০২১৮ ১৭০০০০০০৯	**১) কুতুবুদ্দিন আকুঞ্জি** **২) রেশমা বিবি**	১৫.১২.২০২২ / টাকা. ১৬,২৪,৮৩৮.৫২ ১৪.১২.২০২২ তারিখে	০৩.০৩.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ প্রায় ৪ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা-দেউলিয়া যার জেএল নং ৬৮, তৌজি নং. ২৪৬৯, আরএস নং. ১৬৮, খতিয়ান নং. ১১৩৪, এলআর খতিয়ান নং. ৪১৬, আরএস ও এলআর দাগ নং. ২৪৪, থানা-দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা, পরিসীমা উত্তরে-নূর আলমের সম্পত্তি, দক্ষিণ-সাহবুদ্দিন আকুঞ্জির সম্পত্তি, পূর্ব-৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম-কুতুবুদ্দিন আকুঞ্জির সম্পত্তি। মালিক রেশমা বিবি (নং. আপনিও) উপহার কোবলা সূত্রে তারিখ-১৯.০৮.২০১৯ এডিএসআর দেগঙ্গা যার ডিড নং. ৬৭৫৩ সাল ২০১৯।			
৩.	৩৩১৫২১০১ ৮০০০০০০৬	**১) সইফুদ্দিন মন্ডল** **২) রেহেনা খাতুন বিবি**	০৩.১২.২০২২ / টাকা. ২৬,১৯,৯১০.২১ ০২.১২.২০২২ তারিখে	০৩.০৩.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ প্রায় ৫.২৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা-মালিগ্রাম, জেএল নং. ১১৯, আরএস নং. ৩১১, তৌজি নং. ২১৬৭, হাল তৌজি নং. ১৪, খতিয়ান নং. ১৫১৫, আরএস ও এলআর দাগ নং. ১৯৩৩, ১৯৩৭, ১৯৩৯, ১৯৭৪, ২১৪৮, ১৯৪২/ ২৪৪৩, থানা-হাবরা, রাউতাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা। পরিসীমা দলিল অনুসারে ঃ উত্তরে-সাহের আলির পুকুর, দক্ষিণ-৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্ব-জাফর আলির পুকুর, পশ্চিম-সাহের আলির জমি। মালিক রেহেনা খাতুন বিবি (নং.২ অপনিও) নথিবদ্ধ বিক্রয় কোবলা সূত্রে তারিখ ২৪.০৮.২০১৫, যার নং. ১-৪২৫২ সাল ২০১৫।			
৪.	১) ৩৩০৬২১০ ০৮০০০০০৩২ ২) ৩৩০৬২১৮ ৮৬০০০০০০৯	**১) সেখ আব্দুল মঈন** **২) আঞ্জুম আরা রাফেয়া খাতুন** **৩) সেখ আব্দুল মতিন** **৪) জাহানারা বেহম**	২৫.১১.২০২২ / টাকা. ১০,৭০,৯৩৩.৩১ ২৪.১১.২০২২ তারিখে	০৩.০৩.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী দ্বিতল বাড়ি সিমেন্টের মেঝে সহকারে পরিমাপ প্রায় ১২০০ ব.ফু. (গ্রাউন্ড ফ্লোর ৬২৪ ব.ফু. এবং প্রথম ফ্লোর ৫৭৬ ব.ফু.), যে জমিতে নির্মিত রয়েছে তার পরিমাপ প্রায় ২.২০ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা-পিয়ারা, থানা-হাড়োয়া, জেএল নং. ৬৭, তৌজি নং. ২৩, এলআর খতিয়ান নং. ৮৬ / ১, আরএস নং. ১০৯, এলআর দাগ নং. ১৬৬, অধীন হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, হোল্ডিং নং. ১৯৮৮, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৪২৫, পরিসীমা ঃ উত্তরে-কাজি সাজ্জাদ হোসেন, দক্ষিণ-সেখ আব্দুল হামিদ, পূর্ব-সেখ গোলাম হোসেন, পশ্চিম-কাজি সাজ্জাদ হোসেন। মালিক আব্দুল মঈন বিক্রয় কোবলা সূত্রে তারিখ -০৭.১১.২০১৯ এডিএসআর দেগঙ্গা যার ডিড নং. ১৫১০০৮৭৬৮ সাল ২০১৯।			

এতদ্বারা গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা, যা উপরিউল্লিখিত ব্যর্থ হয়েছে বকেয়া রাশি, নোটিস দেওয়া যায় উপরিউল্লিখিত গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে যে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্কের স্বীকৃত আধিকারিক প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ যা উপরে বর্নিত রয়েছে ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ উল্লেখিত ধারা উল্লিখিত তারিখে। গ্রাহক এবং সহ-গ্রাহক / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সম্পদ পুণরুদ্ধারে। উপরি উল্লিখিত গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিদার / বন্ধদাতা বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে উল্লেখিত সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ নিয়ে এবং কোন ধরণের লেনদেন হলে উল্লেখিত সম্পত্তিতে তার ওপর দাবী করবে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক।

স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ ঃ ০৩.০৩.২০২৩

স্বা /-অনুমোদিত আধিকারিক
উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

বিনামূল্যে পাঠশালা টোটো চালকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ মার্চ ঃ কথায় আছে জ্ঞান বিতরণে কমে না, বরং আরও বৃদ্ধি পায়। তাই নিজের যতটুকু জ্ঞান রয়েছে পাড়ার খুদেদের মধ্যে বিতরণ করে চলেছেন টোটো চালক ধ্রুব। আর্থিক অনটনের জন্য নিজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। তাতে কি হয়েছে, এখন একটু স্বনির্ভর হতেই পাড়ার খুদেদের বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন ধ্রুব দাস। গত একবছর ধরে নিয়মিত সকালে পাড়ার প্রায় পঞ্চাশ জনকে পড়াচ্ছেন। বিনামূল্যে দাদার টিউশন। এখন ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এলাকার খুদেদের মধ্যে। মালদা শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল সেড কলোনী। এখানের প্রতিটি পরিবার নিম্নবৃত্ত। শ্রমিকের কাজ করে সংসার চলে প্রতিটি পরিবারের। তাঁদের পক্ষে বাচ্চাদের নিয়মিত গাইড করা সম্ভব নয়। এমনি পরিবারের ছেলে ধ্রুব দাস। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে উচ্চ মাধ্যমিকের পর আর পড়া হয়নি। পড়াশোনা ছেড়ে বাধ্য হয়ে টোটো চালানো শুরু করেন। এখন নিয়মিত টোটো চালান মালদা শহরে। তবে বর্তমান যুগে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। এই নিয়ে অনুশোচনা হয় ধ্রুবর। নিজে পড়তে পারেননি, তবে ধ্রুব চান না তার মত পাড়ার কারো সমস্যা হোক। তাই গত এক বছর ধরে পড়ার প্রতিটি শিশু থেকে কিশোর-কিশোরীদের পড়াচ্ছেন। পাড়ার একটি ক্লাবের ঘরে সকাল সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত পড়িয়ে নিজের কাজে যান। পাড়ার প্রত্যেকেই স্কুলে পড়ে। সরকারি স্কুলে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে মিড-ডে মিল পর্যন্ত পায়। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য পায় না। কারণ বাড়ির অভিভাবকেরা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন। আর্থিক সমস্যা থাকায় টিউশন পড়াতে পারে না। তাই ধ্রুবর এমন উদ্যোগ। নিয়মিত সকালে পড়ানোর পাশাপাশি স্কুলের সমস্যা থেকে বিভিন্ন সমস্যা শোনেন ধ্রুব। নিয়মিত গাইড করাই মূল উদ্দেশ্য। কারণ ধ্রুব চান পাড়ার সকলেই উচ্চ শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তারমত কেউ যেন আর্থিক বা গাইডের অভাবে পড়াশোনা না ছাড়ে সেটাই মূল লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

শিশু-কিশোর বয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়া

দুরন্ত বার্তা ঃ শৈশবে যেসব অসুস্থতা শিশুর মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ডায়াবেটিস মেলাইটাস তার মধ্যে অন্যতম। শরীরের কোষগুলোকে বেঁচে থাকতে ও জৈবনিক বিক্রিয়াগুলোকে পরিচালিত করতে শক্তি দরকার হয় যা কোষগুলো গ্লুকোজ থেকে পায়। অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন, ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষের ভেতরে গ্লুকোজের প্রবেশ ও কোষে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিন ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। যদি কোন কারণে দেহে ইনসুলিনের পরিমাণ কমে যায় বা ইনসুলিন ঠিকমতো কাজ করতে না পারে তবে গ্লুকোজ দেহকোষের বাইরে জমা হয় এবং একটা সময় পর এই গ্লুকোজ প্রসাবের সঙ্গে বের হয়ে আসতে থাকে। অধিকাংশ শিশুর ডায়াবেটিস হয় অগ্ন্যাশয়ের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে (টাইপ১ ডায়াবেটিস)। এছাড়া ইনসুলিন যথেষ্ট পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ার পরও যদি তা যথাযথভাবে কাজ করতে না পারে তাহলেও ডায়াবেটিস (টাইপ২ ডায়াবেটিস) হয়। এক্ষেত্রে যেসব কোষের ওপর ইনসুলিন কাজ করে তার সমস্যা থাকতে পারে বা ইনসুলিনের নিজেরও গঠনিক সমস্যা থাকতে পারে। এসব রোগীর দেহে ইনসুলিনের বিপক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। আবার কিছু শিশু-কিশোর টাইপ১ ও টাইপ২ উভয় প্রকার ডায়াবেটিসেই একসঙ্গে আক্রান্ত হয়। আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকরণের ওপর ভিত্তি করে ডায়াবেটিসকে নিম্নরূপে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে।

টাইপ ১ ডায়াবেটিস ঃ এই ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলো (ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষ) বিনষ্ট হয়ে থাকে। অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলোর ধ্বংসের কারণ দেহের ভেতরেও থাকতে পারে (ইমিউন মেডিয়েটেড ডায়াবেটিস মেলাইটাস) আবার অজানা কারণেও বিটা কোষ ধ্বংস হতে পারে।

টাইপ ২ ডায়াবেটিস ঃ এই রোগে দেহের ভেতরে ইনসুলিনের কার্যক্রমের বিরোধী প্রক্রিয়া চালু হয়ে থাকতে পারে। ফলে ইনসুলিন নিঃসরণের হার আগের মতোই বা এর চেয়ে বেশি থাকলেও ইনসুলিনের অভাবে দেহে যেসব অবস্থা হয় সেরূপ অবস্থাগুলো পরিলক্ষিত হতে থাকে। অর্থাৎ এখানে ইনসুলিনের আপাত ঘাটতি থাকে।

সন্তান গর্ভধারণ সম্পর্কিত ডায়াবেটিস ঃ এ রকম ডায়াবেটিস গর্ভকালীন সময়েই প্রথম ধরা পড়ে বা এই সময়ই প্রথম দেখা দেয়। এছাড়া অন্য কিছু কারণেও ডায়াবেটিস হতে দেখা যায়।

টাইপ১ ডায়াবেটিস প্রথমবারের মতো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বা দেশের ভেতর বিভিন্ন এলাকা বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভিন্ন রকম সংখ্যা দেখা যায়। ১ বছর বয়সের কমবয়সী শিশুদের ডায়াবেটিস হতে দেখা যায় না। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ডায়াবেটিসে ভোগার বেশ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। টাইপ১ এর কারণ হিসেবে জিন ঘটিত অটোইমিউন ডিসঅর্ডার (দেহের রোগ প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যওয়ালা কোষগুলো দেহের প্রোটিনকে চিনতে ভুল করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে)।

পরিবেশগত কারণ (ভাইরাস সংক্রমণ, মাম্পস ইত্যাদি) কাজ করে। রক্তে কিটো অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া টাইপ১ ডায়াবেটিসের প্রধান ও ভয়াবহতম জটিলতা। এতে অনেকের মৃত্যুও হয়। পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে টাইপ১ ডায়াবেটিসের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৮-২০০১ এই ৩ বছর আগের ৩ বছরের চেয়ে শতকরা ৪০ ভাগ টাইপ১ ডায়াবেটিস হতে দেখা গেছে। শিশুদের সাধারণত টাইপ২ ডায়াবেটিস হয় না। তবে উন্নয়নকামী দেশগুলোর মানুষের দৈহিক স্থূলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টাইপ২ ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। এসব দেশে টাইপ২ ডায়াবেটিসের রোগীর সংখ্যা টাইপ১ ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যার আটগুণ। ফাস্টফুড জাতীয় খাবারের প্রতি ক্রমবর্ধমান আসক্তি (কোকাকোলালাইজেশন), কম হারে দৈহিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা দেহের আকার-আকৃতি ও ওজন বাড়ায় এবং পরিণামে টাইপ২ ডায়াবেটিসের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এখানে ইনসুলিনের পরিমাণ হয়ত স্বাভাবিক বা তার চেয়ে বেশি থাকছে কিন্তু দেহের কোষীয় পর্যায়ে ইনসুলিন ডায়াবেটিস হওয়ার একটি প্রধান কারণ।

শিশুদের ডায়াবেটিসের লক্ষণাদি বড়দের মতোই। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রকট হলো ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অধিক পিপাসা ও ক্ষুধা পাওয়া, দৈহিক দুর্বলতা ও খাওয়ার রুচি বেশি থাকা সত্ত্বেও ওজন কমতে থাকা ইত্যাদি। শিশুর বেড়ে উঠার সময়ের মধ্যে কোন একবার যদি ডায়াবেটিস হয় তবে তা যেমন তাকে সারা জীবন বহন করতে হবে তেমনি এই ডায়াবেটিস তার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধিকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করবে। এর ফলে তার বয়সন্ধিকালও দেরিতে আসতে পারে। শিশু-কিশোরদের ডায়াবেটিস চিকিৎসা করার আগে ৪টি লক্ষ্য স্থির করা হয়। (১) ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও জটিলতামুক্ত আরোগ্য লাভের ব্যবহার করা, (২) রক্তের গ্লুকোজ খুব বেশি যেন না কমে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া, (৩) দীর্ঘস্থায়ী জটিলতা যতটা কমানো যায় তার ব্যবস্থা করা, (৪) শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য যতটা সম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘসূত্রী রোগ। এটা যে কতটা জটিলতা তৈরি করতে পারে তা এখনও পুরোপুরি নির্ধারিত হয়নি। কিন্তু দেহের এমন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই যা ডায়াবেটিসের জটিলতায় আক্রান্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ দৃষ্টিশক্তি হারানো বা অন্ধত্বের প্রধান কারণ হলো ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস থেকে রেটিনোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি ও নিউরোপ্যাথি হয়। হৃদপিন্ডের ধমনীর অসুখ, হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, বিভিন্ন রকম কর্মবিরোধী প্রক্রিয়া চালু থাকায় ইনসুলিন ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। শিশু-কিশোরদের টাইপ২ ডায়াবেটিস হলে বয়স্কদের মতো তারাও হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকসহ আরও কিছু ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়। আর এসব জটিলতা বেশ কম বয়সেই দেখা দেয়। এসব সমস্যা শিল্পোন্নত দেশগুলোতে আরও প্রকট। সেসব দেশে এমন ভয়াবহতার হাত থেকে জনগণকে বাঁচানোর জন্য জীবনযাপনের মৌলিক পরিবর্তনের (খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, নিয়মিত ব্যায়াম ও ধূমপান ত্যাগ ইত্যাদি) পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। অভিজাত শ্রেণীর স্থূলকায় শিশুরা টাইপ২ ডায়াবেটিসে অনেক বেশি আক্রান্ত হয়। নাদুস-নুদুস হওয়া ও শারীরিক পরিশ্রম না করা আভিজাত্য ও সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ-এরূপ ভ্রান্ত ধারণা মূল্যবান শিশুদের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকা ও জামাইকাতে বিশেষ কিছু ধরনের ডায়াবেটিস দেখা যায়। আগে এটিকে অপুষ্টিজনিত ডায়াবেটিস বলা হতো।

এদের মধ্যে আবার দুই শ্রেণীর রোগী আছে। একশ্রেণীর রোগীর এফসিপিডি (ফাইব্রেট ক্যালকুলাস প্যানক্রিয়েটিক ডায়াবেটিস) বলে। অন্য শ্রেণীর রোগীরা পিডিপিডি (প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি প্যানক্রিয়েটিক ডায়াবেটিস) দলভুক্ত। এফসিপিডি শ্রেণীর রোগীর অগ্ন্যাশয়ে পাথর থাকে কিন্তু পিডিপিডি শ্রেণীভুক্তদের অগ্ন্যাশয়ে পাথর হয় না। এই ধরনের রোগী খুব হালকা-পাতলা হয় এবং এদের দেহে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা যায়। অনেকের চোখে ছানিপড়া ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা থাকে। তাদের চিকিৎসার অধিক মাত্রায় ইনসুলিন ইনজেকশন হিসেবে দিতে হয়। তবে তাদের ডায়াবেটিসের তীব্রতার তুলনায় রক্তে কিটো অ্যাসিড বৃদ্ধির পরিমাণ কম। এই রোগের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি, তবে প্রচেষ্টা চলছে। পরিবেশজনিত কারণগুলো ছাড়াও গর্ভকালীন মায়ের অপুষ্টি, কম ওজন নিয়ে জন্মানো ইত্যাদি কারণও দিন দিন গুরুত্ব পাচ্ছে। আমাদের দেশে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ নবজাতক আড়াই কেজির কম ওজন নিয়ে জন্মায়। বিপুলসংখ্যক লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছোট ছোট রক্তনালীর অসুখ এবং স্ট্রোকের অন্যতম কারণ হলো ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস রোগীর জীবাণুর সংক্রমণ হলে সহজে সারে না। ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের পাতায় ঘা হওয়া ও সে ঘা সহজে সেরে না উঠা একটি কঠিন সমস্যা। ডায়াবেটিসের সঙ্গে যদি উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তের লিপিডের পরিমাণ বেশি থাকে, তবে তা ভয়ঙ্কর কোন অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে রোগীকে। তাই ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসায় রোগীকে ধৈর্যশীল হতে হবে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সঠিক পুষ্টি পরিকল্পনা।

প্রথমবার যাদের ডায়াবেটিস আছে বলে শনাক্ত করা হয় তাদের অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক শুধু সঠিক পুষ্টি এবং সুষ্ঠু, উপযোগী ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বাকি অর্ধেকের রক্তে গ্লুকোজ কমানোর জন্য মুখে খাবার ট্যাবলেট লাগতে পারে। তাদের সবার জন্যই পরিমিত ও নিয়মিত ব্যায়াম অপরিহার্য। কারও কারও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ত্বকের নিচে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন প্রয়োজন হতে পারে। তবে ওষুধ যে রকমই নেওয়া হোক না কেন খাওয়া-দাওয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলা এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যায়াম করা সবচেয়ে জরুরি। জীবনযাপনকে একটি সুশৃঙ্খল ধারার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, যা পরবর্তী সারাটা জীবন পালনীয়। জীবনঘাতী জটিলতা এড়ানোর জন্য রোগের শুরুতেই চিকিৎসা শুরুকরে দিতে হবে। আমাদের দেশে যেসব শিশু-কিশোর ডায়াবেটিসে ভোগে, তাদের বেশিরভাগই ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা নিয়েই প্রথমবার চিকিৎসকের কাছে যায়-এর ফল যথেষ্ট ভাল হয় না। সঠিক চিকিৎসা ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন ও পরিমিত পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারলে ডায়াবেটিস আক্রান্ত শিশু-কিশোররাও প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। তাই এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকা জরুরি।

যখন চোখের ছানি অপারেশন

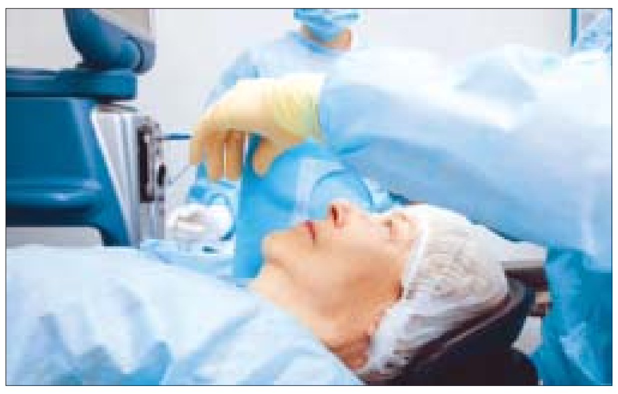

দুরন্ত বার্তা ঃ ছানিজনিত অন্ধত্ব একটি অভিশাপ। বর্তমানে পৃথিবীতে ৩৯ মিলিয়ন মানুষ অন্ধত্বের শিকার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবমতে, ৫১ শতাংশ অন্ধত্বই ছানিজনিত। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৮ লাখ ছানিরোগী এই অন্ধত্বে ভুগছেন। ছানি হলো চোখের সামনের খোলা অংশ, যা দিয়ে আলোকরশ্মি চোখের ভেতরে প্রবেশ করে। প্রবেশমুখেই একটি স্বচ্ছ প্রাকৃতিক লেন্স বসানো থাকে, যার কাজ আলোকরশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ করে দেখতে সাহায্য করা। কোনো কারণে এই লেন্সটি যদি স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে, তবে আলোকরশ্মি চোখের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। তখন দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হয়। চোখের লেন্সের এই অস্বচ্ছ অবস্থাকেই বলা হয় ছানি।

চিকিৎসা ঃ ছানির চিকিৎসা হলো অপারেশনের মাধ্যমে চোখের অস্বচ্ছ লেন্স অপসারণ করে সেখানে একটি কৃত্রিম লেন্স প্রতিস্থাপন করে দেওয়া। অস্বচ্ছ লেন্স অপসারণে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এক পদ্ধতিতে ৬-৭ মিলিমিটার কাটতে হয়। অন্য পদ্ধতিতে ৩ মিলিমিটার কেটে অস্বচ্ছ লেন্সটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ভেঙে ছোট ছোট কণায় পরিণত করে বের করে আনা হয়। এই পদ্ধতিটি ফেকো অপারেশন হিসেবে পরিচিত। এই দুটি পদ্ধতির কোনোটিতেই সেলাইয়ের প্রয়োজন হয় না।

অপারেশনে সতর্কতা ঃ ভালোভাবে অপারেশন সম্পন্ন হলে দীর্ঘমেয়াদে দুটি পদ্ধতির প্রায় সমান ফলাফল লাভের সম্ভাবনা থাকে। তবে অপারেশন পরবর্তী দিনগুলোয় ফেকোর ফলাফল তুলনামূলক ভালো। এ ক্ষেত্রে খরচও বেশি হয়। কৃত্রিম লেন্স সম্পূর্ণ নিরাপদ বস্তু দিয়ে বানানোর ফলে এতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। একবার চোখে প্রতিস্থাপনের পর আজীবন নিরাপদে থাকে। সাধারণত ডায়াবেটিস, হার্ট, কিডনি বা অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত বয়স্ক রোগীর বেলায় এই প্রশ্নটি প্রায়ই ওঠে। ছানি অপারেশনে সাধারণত অজ্ঞান করার প্রয়োজন পড়ে না। তাই ঝুঁকি অনেক কম। তবু হার্টের রোগী বা অন্যান্য জটিল রোগীর ক্ষেত্রে শারীরিক অবস্থা ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো। ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে অবশ্যই ডায়াবেটিস পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অপারেশন না করলে ঃ অনেক অসুস্থ ও বয়স্ক মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই মনে করেন, কোনোমতে জীবন পাড়ি দিয়ে দেবেন। অপারেশন করাবেন না। কিন্তু দীর্ঘদিন ছানি চোখে থাকা কোনোমতেই নিরাপদ নয়। এতে চোখের প্রেসার বেড়ে ফেকোলাইটিক গ্লুকোমা দেখা দিতে পারে। দ্রুত চিকিৎসা না পেলে স্থায়ী অন্ধত্ব দেখা দেয়। তাই ছানি হলে সময়মতো অপারেশন করানো ভালো।

ঘাড়ের ব্যথায় যখন আপনি কাত

দুরন্ত বার্তা ঃ যারা সারা দিন টেবিলে বা কম্পিউটারে কাজ করেন, ঘাড় ও হাতব্যথা তাদের একটি পরিচিত সমস্যা। অফিস থেকে ফিরে ঘাড়, কাঁধ ব্যথায় অল্পবিস্তর অনেকেই ভোগেন। এর বেশির ভাগটাই কাজের সময় ভুল দেহভঙ্গির জন্য। সবারই যে ঘাড়ের মেরুদণ্ডে সমস্যা আছে তা নয়। আবার সমস্যা থাকলেও এভাবে কাজ করার কারণে সমস্যা বেড়ে যায়। যারা ঘাড়ব্যথার সমস্যায় ভুগছেন, তাদের সেলাই করা, টিউবওয়েল চাপা, জলের পাম্প চালু করা, বালতি বা কলসি বহন করা এবং নিচু হয়ে বসে কাপড় ধোয়ার মতো কাজ এড়িয়ে চলাই ভালো। মাথায়, ঘাড়ে বা হাতে বাড়তি ওজন বহন না করাই উচিত হবে। নিচু হয়ে বঁটিতে কাটাকাটি, বাটনা করা কিংবা কুলা দিয়ে ঝাড়ার মতো কাজ সমস্যা বাড়াবে। এসব কাজ থেকে সাময়িক বিরতি নিন। পড়ার টেবিল বুকসমান উচ্চতায় হতে হবে। কম্পিউটার, টেলিভিশন, অসমান রাস্তায় চলাচল ও ঝাঁকুনি ব্যথা বাড়াবে। গাড়ি বা বাসের সামনের সিট আপনার জন্য ভালো। গাড়ি, মোটারসাইকেল বা বাইসাইকেল চালানো উচিত নয় এই সময়। ঘাড়ের বেল্ট বা সারভাইক্যাল কলার পরলে আরাম পাবেন। বিশেষ করে ভ্রমণের সময় এটি গলায় পরেন। তবে শোয়ার সময় পরা যাবে না। ব্যথা বেশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কিছু কিছু ব্যায়াম নিয়মিত করতে পারলেও উপকার পাবেন।

রংয়ের উৎসবে মেতে ওঠার আগে সতর্ক থাকুন

দুরন্ত বার্তা ঃ রঙের উৎসব, দোল আসতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। একে অপরের উপর রং এবং জল ছিটিয়ে দিনটি অত্যন্ত মজায় এবং উল্লাসে পালন করা হয়। নিঃসন্দেহে দোল বা হোলি ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব। কিন্তু এই উৎসবের সঙ্গে কিছু ঝুঁকিও যুক্ত রয়েছে, যেমন রাসায়নিক দিয়ে তৈরি সস্তা, কৃত্রিম এবং উজ্জ্বল রঙের বহুল ব্যবহার। এগুলো আমাদের ত্বক, চোখ এবং শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি করে এবং ত্বকে মারাত্মক অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। এখানে রাসায়নিক দিয়ে তৈরি রং নিয়ে খেলার কিছু ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। বাজারে পেস্ট রং, শুকনো রং এবং জল রং সহ বিভিন্ন ধরণের রং পাওয়া যায়। এই রঙগুলির সঙ্গে ধাতব পদার্থ মিশ্রিত থাকে যাতে তাদের একটি উজ্জ্বল এবং চকচকে প্রভাব দেওয়া হয়। এর ফলে বিভিন্ন অ্যালার্জি, চোখের সংক্রমণ বা ফুসকুড়ি হতে পারে। কেউ এই কণাগুলিকে শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিতে পারে, যা শ্বাসকষ্টের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এই রংগুলির দাম কমাতে প্রায়ই শিল্প রং ব্যবহার করা হয়। এই রংগুলি ত্বকের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং সহজে ত্বক থেকে ধুয়ে ফেলা যায় না। আমরা সমস্ত রং ধুয়ে ফেলার পরেও তারা একটি দাগ রেখে যায়। এটি শিশুদের ক্ষতি করতে পারে, যাদের ত্বক প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় বেশি সংবেদনশীল। যদি একজন ব্যক্তির হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস বা অন্য কোনও শ্বাসকষ্টের মতো রোগে আগে থেকেই ভুগছেন, তাহলে এই শুষ্ক রং শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তিদের হোলির সময় বাইরে যাওয়া এড়ানো উচিত। রং নিয়ে খেলা পুরোপুরি বন্ধ করা বাস্তবসম্মত নয়। আমরা নিশ্চয়ই উৎসবের আনন্দ থেকে বাদ পড়তে চাই না। সুতরাং, এই বিষাক্ত রংয়ের পরিবর্তে, জৈব রংগুলি ব্যবহার করুন। এগুলোর দাম একটু বেশি কিন্তু ত্বক ও শরীরের জন্য নিরাপদ। কেউ তাদের ত্বক এবং চুলে তেল বা সানস্ক্রিনও লাগাতে পারে যাতে লেগে থাকা রংগুলি সহজে ধুয়ে ফেলা যায়। এটি ত্বকে একটি স্তর তৈরি করবে এবং ক্ষতিকারক কণাগুলিকে ত্বকে শোষিত হতে বাধা দেবে। আমাদেরও উচিত দ্রুত রং নিয়ে খেলা শেষ করা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রং থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। এছাড়াও, খেলার সময় খাওয়া বা পান করা এড়িয়ে চলুন। আপনি ভুলবশতঃ আপনার মুখ বা হাতে ব্যবহার করা রং খেয়ে ফেলতে পারেন। চোখ বা ত্বকে কোনও জ্বালাপোড়া হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে যান।

মনে রাখতে হবে ঃ দোল মানেই কিন্তু বেশ গরম আবহাওয়া। তাই দোল খেলার আগে থেকে শরীর হাইড্রেট রাখতে হবে। দোল খেলার পর ত্বকের সমস্যা নিয়ে অনেকেই ডাক্তারের কাছে যান। তাই ত্বকের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আগে থেকেই অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের জোগান দেয়, এমন ফল খান। জুস খেতে পারেন।

হোলি খেলার আগে কী কী করবেন-

-চুল বাঁচাতে খেলতে নামার আগে সম্পূর্ণ চুলে লাগাতে হবে তেল।

-হোলির রং নখ বাঁচাতে গেলে লাগিয়ে নিন নেল পলিশ।

-হোলি খেলতে শুরু করার ১ ঘণ্টা আগে সারা মুখে ও হাতে লাগিয়ে নিন ময়শ্চরাইজার।

-যদি খোলা জায়গায় রোদের মধ্যে হোলি খেলার ব্যাপার থাকে, তাহলে সানব্লক লাগাতে পারেন।

-ত্বকের চরিত্র অনুসারে, সানস্ক্রিন বেছে নিন।

-একবার সানস্ক্রিন লাগালেই হবে না, ঘণ্টাখানেক অন্তর রি অ্যাপ্লাই করতে হবে সানস্ক্রিন।

-জল রং খেললে তো সানস্ক্রিনের লেয়ার উঠে যাবে। তাই একাধিকবার লাগাতে হবে সানস্ক্রিন।

-খেয়াল রাখুন কাদের সঙ্গে খেলছেন রং। তারাও যেন ভাল মানের রং ব্যবহার করেন, সেটা খেয়াল রাখতে ভাল।

-হার্বাল আবির ও রং ব্যবহার করুন।

-চোখে রং ঢুকলে ঘষবেন না। জলের ঝাপটা দিন। কিছুক্ষণ বিরতি নিন।

-প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন স্কিন অ্যালার্জি হলে।

নাক দিয়ে রক্ত পড়া কোন রোগের লক্ষণ

দুরন্ত বার্তা ঃ নাক দিয়ে রক্ত পড়া কোনো রোগ নয় বরং এটি বিভিন্ন রোগের লক্ষণ মাত্র। নাক, কান, গলা ছাড়াও শরীরের অন্য অনেক রোগের কারণেও নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। যে কোনো বয়সেই এটি হতে পারে। এটি নাকের একপাশ দিয়ে অথবা উভয়পাশ দিয়ে হতে পারে। নাক দিয়ে রক্ত পড়া বা এপিসট্যাক্সিস সমস্যাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ সমস্যা হলেও অনেক সময় এটি জটিল রোগের উপসর্গ হিসাবে দেখা দেয়। তখন একে মেডিকেল ইমারজেন্সী হিসাবে দেখা হয়। দেখা গেছে সাধারণত ৬০ শতাংশ মানুষ, জীবনের কোনো না কোনো সময় নাক দিয়ে রক্ত পড়ার সমস্যার সম্মুখীন হন।

কারণ ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

নাকের সমস্যা-

১. আঘাতজনিত
২. অপারেশনজনিত
৩. নাকের সর্দি, সাইনোসাইটিস
৪. নাকের বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন।
৫. নাকের ভেতর টিউমার।
৬. নাকের মাঝখানের হাড় অতিরিক্ত বাঁকা।
৭. নাকের মাঝখানের পর্দায় ছিদ্র ইত্যাদি।

সাধারণ কারণ-

১. ওষুধ (এসপিরিসওয়ারফেরিন জাতীয়)।
২. উচ্চরক্তচাপ।
৩. রক্তনালির কিছু জন্মগত ত্রুটি।
৪. মাসিকের সময় এবং গর্ভাবস্থায়।
৫. জন্ডিস বা লিভারের প্রদাহ, লিভার সিরোসিস।
৬. রক্তের রোগ, যেমন-এপ্লাস্টিক অ্যানমিয়া, হিমোফিলিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, পারপুরা।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ঃ কী কারণে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে সেটি নির্ণয় করে চিকিৎসা নিতে হয়। নাকের সামনের দিক থেকে রক্তপাত হলে খুব দ্রুত তা বন্ধ করা যায় কিন্তু পেছন বা ভেতরের দিক থেকে রক্তপাত হলে বহুক্ষেত্রে তা বন্ধ করতে অনেক সময় লাগে। কিছু ক্ষেত্রে রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা, এক্স-রে, সিটিস্ক্যান, নাকের এন্ডোস্কপির দরকার পড়ে।

প্রতিরোধ ঃ

-নাক খুঁটবেন না। অনেকের খুব পছন্দের কাজ এটি। খুঁটে খুঁটে নাক থেকে ময়লা বের করেন। এতে হুট করে নাক থেকে রক্ত পড়া শুরু হয়।

-উর্ধ্ব শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ অর্থাৎ সর্দিকাশি হলে দ্রুত চিকিৎসা নিন। নাকের হাড় বাঁকা থাকলে তারও চিকিৎসা নিন। সময়মত এসবের চিকিৎসা না করালে হঠাৎ করে নাক থেকে রক্ত পড়া শুরু হয়।

-বাচ্চাদের খেয়াল রাখুন। ঘন ঘন এক নাকে দুর্গন্ধযুক্ত সর্দি হওয়া এবং এর সঙ্গে রক্ত গেলে সতর্ক হবেন। কোন ওষুধে ভালো না হওয়ার মানে হল বাচ্চা সবার অলক্ষ্যে নাকে কিছু ঢুকিয়েছে।

-বয়স্কদের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্তচাপ মাপান, নিয়ন্ত্রণে রাখুন, নিয়মিত ওষুধ খান। অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ নাক দিয়ে রক্ত আসার অন্যতম কারণ। তাই যখনই এমন হবে, আগে ব্লাড প্রেশার চেক করে নিতে হবে।

-যাঁরা (স্ট্রোক অথবা হৃদরোগে আক্রান্ত) রক্ত তরলীকরণের ওষুধ (যেমন-এসপিরিন,ইকোস্প্রিন, ক্লপিড) খেয়ে থাকেন, তাদের নাক দিয়ে রক্ত এলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং ইতিহাস জানাবেন। এসব ওষুধের কারণেও রক্তক্ষরণ হতে পারে।

-যাঁদের নাকের ভেতরটা শুকিয়ে যায় বা ময়লা জমে, তারা খোঁচাখুঁচি না করে দিনে তিন-চার বার নাসাল ড্রপ চার-পাঁচ ফোঁটা করে উভয় নাকের ছিদ্রে দিয়ে অথবা ভ্যাসেলিন ব্যবহার করে নাক আর্দ্র রাখতে পারেন।

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে

দুরন্ত বার্তা ঃ পরিপাকতন্ত্রের যেসব ক্যান্সার হয় তার অন্যতম প্যানক্রিয়াটিক বা অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার। অন্যান্য ক্যান্সারের তুলনায় একটু বেশি প্রাণঘাতী এই রোগ। পেটের ভেতর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হচ্ছে প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়। এটি ইনসুলিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরির পাশাপাশি প্যানক্রিয়াটিক জুস তৈরি করে থাকে, যা আমাদের খাবারকে হজম করে। প্যানক্রিয়াসে অনেক ধরনের ক্যান্সার হয়ে থাকলেও প্যানক্রিয়াটিক জুস নিঃসরণ হয় যে নালি দিয়ে, সেই নালির কোষ থেকেই মূলত বেশির ভাগ 'প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার' হয়ে থাকে। আর এটিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টাল এডিনোকার্সিনোমা' বলে। প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার সাধারণত বেশি বয়স্ক মানুষের হয়ে থাকে। পুরুষদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি। পরিবারে কারো এই ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলে তাদেরও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার বেশি ঝুঁকি থাকে। এ ছাড়া ধূমপান, মদ্যপান, স্থূলতা এবং ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। প্যানক্রিয়াসের ঠিক পাশেই থাকে পিত্তনালি। প্যানক্রিয়াসে টিউমার হলে পিত্তনালি থেকে পিত্তরস প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে এসব রোগীর সাধারণত চোখ ও প্রস্রাবের রং হলুদ তথা জন্ডিস হয়ে থাকে। জন্ডিসের পাশাপাশি সারা শরীরে চুলকানি হতে পারে। পেটে চাকা এবং ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এ ছাড়া অল্প সময়ে ওজন কমে শরীর শুকিয়ে যেতে পারে, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামান্দ্য হতে পারে। মনে রাখা ভালো, সব জন্ডিস কিন্তু লিভারের অসুখের কারণে হয় না। প্যানক্রিয়াস এবং পিত্তনালির ক্যান্সার থেকেও জন্ডিস হতে পারে। যেহেতু জন্ডিস এই রোগের প্রধান লক্ষণ, তাই উল্লেখিত উপসর্গের সঙ্গে মিলে গেলে নিকটস্থ কোনো গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, মেডিসিন অথবা সার্জারি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নিশ্চিত হওয়ার পর ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের কাছে প্রথম চিকিৎসকই রেফার করে দেবেন। রক্ত বা অন্যান্য পরীক্ষার পাশাপাশি এই রোগের মূল পরীক্ষা সাধারণত ইমেজিং বা রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পেটের আলট্রাসাউন্ড, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, এমআরসিপি-এসব পরীক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে প্যানক্রিয়াসের টিউমার এবং ক্যান্সার শরীরের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়েছে কি না, তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে না। ক্যান্সারটি যখন প্যানক্রিয়াস থেকে শরীরের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই সাধারণত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৬ বছর, ওজন ৫৬ কেজি, উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। সমস্যা হলো, আমার ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগে আর কফ হয়। ঠাণ্ডা লাগার পর এক সপ্তাহ খুব কফ হয়, তারপর কমে যায় কিন্তু কফ অনেকটা কালচে বর্ণের হয়। আর জ্বর জ্বর থাকে কিন্তু ১০০ সে.-এর বেশি হয় না। সন্ধ্যা ও সকালে বেশি জ্বর জ্বর বোধ হয়, ওষুধ খেলে একটু কমে। এভাবেই চলছে প্রায় দুই মাস। কী করব পরামর্শ চাই?

উত্তর ঃ আপনার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, এটা ঠাণ্ডাজনিত অ্যালার্জির কারণে হতে পারে। ঠাণ্ডায় অ্যালার্জি থাকার কারণে প্রায়ই এই হাঁচি, কাশি, সর্দি হয় এবং এর থেকে ইনফেকশন হয়ে জ্বর হয় ও কফ বের হয়। পরিবেশের বায়ুদূষণের কারণে ধুলাবালি ও ধোঁয়া শ্বাসের সঙ্গে যায়। এগুলো কফের সঙ্গে বের হলে কফ কালচে রঙের হয়। দুই মাস ধরে সমস্যা মানে শীতকালেই হচ্ছে, মানে এটা 'অ্যালার্জি রাইনাইটিস' ও- অর্থাৎ শ্বাসনালির সংক্রমন। এসব সমস্যায় প্রতিকার পেতে হলে ঠাণ্ডা পরিহার করতে হবে। কুসুম কুসুম গরম জল ব্যবহার করতে হবে। ধুলাবালি থেকে দূরে থাকতে হবে। আর জ্বর সহজে না সারলে বক্ষব্যাধি বা নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৭০ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, ওজন ৬৫ কেজি। আগে ধূমপান করতাম, এখন ১০ বছর হলো ধূমপান করি না তবে পান খাই। শীতকাল এলেই বুকে কফ জমে থাকে আর শাঁইশাঁই শব্দ হয়। তিন বছর আগে টিবি রোগ ছিল, তখন নিয়মিত ওষুধ সেবনে এই রোগ ভালো হয়ে যায়। বর্তমানে শ্বাসকষ্টটা খুব বেড়েছে। ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছি না। রাতে কাশির কারণে ঘুমাতে পারি না। প্রায় দুই মাসের মতো কাশিটা আছে। কাশি কমানোর ওষুধ খেলে একটু কমে, আর না খেলে আবার বাড়ে। কাশির সঙ্গে দু-একবার রক্তও বের হয়। কী করব, পরামর্শ চাই?

উত্তর ঃ আগে ধূমপানের কারণে অর্থাৎ প্রায় ৪০ বছর ধূমপানের কারণে আপনার 'সিওপিডি' রোগ হয়েছে। শীতকালে ঠাণ্ডাজনিত কারণে অথবা পরিবেশগত কারণে এখন ইনফেকশন হতে পারে। এতে কফ বেড়ে যায়, শাঁইশাঁই শব্দ হয়, রাতে কফ, কাশি, শ্বাসকষ্টের পরিমাণ বেড়ে যায়। রাতে ভালো ঘুম হয় না। টিবি হওয়ার কারণেও ফুসফুসের সেই স্থান থেকে কাশির সঙ্গে মাঝেমধ্যে রক্ত যেতে পারে। তবে এতে ভয়ের কিছু নেই। কারণ টিবি হওয়ার কারণে ফুসফুসের কিছু জটিলতা যেমন- পোস্টপিটি ব্রংকিয়াকটেসিস, ফাইব্রোসিস ইত্যাদি হওয়ার কারণেও রক্ত যেতে পারে। আবার টিবির ইনফেকশন হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং চিকিৎসা নিতে হবে। আপনি ধূমপান বন্ধ করুন। পান খেলেও সাদাপাতা ও জর্দা পরিহার করুন এবং একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৬৫, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, ওজন ৭৩ কেজি। ডায়াবেটিস আছে। সকালে হাঁটতে গেলে খুব শ্বাসকষ্ট হয় ঠাণ্ডার কারণে। সারা রাত সিপেপ মেশিনের সাহায্যে শ্বাস নিতে হয়। সন্ধ্যায়ও হাঁটতে পারি না ধুলাবালির কারণে, যদিও মাস্ক ব্যবহার করি। আমার মাথা ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট সহ্যের বাইরে। তবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেই আছে। পরামর্শ চাই।

উত্তর ঃ উচ্চতা অনুযায়ী আপনার ওজন বেশি। অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া (ওএসএ) নামক একটি রোগের কারণে সিপেপ মেশিনে শ্বাস নিতে হয়। এ জন্য সকালে হাঁটতে গেলে ঠাণ্ডায় অ্যালার্জির কারণে অ্যাজমা হয়েও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তা ছাড়া অ্যাজমার সমস্যাও থাকতে পারে। আপনি একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। পাশাপাশি ডায়াবেটিস ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ঘুম ও খাদ্যের প্রতি নজর রাখুন।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ১৯। আমার দেহে প্রচণ্ড এলার্জি। ত্বক ফুলে লাল হয়ে থাকে। এ যেন এক বিড়ম্বনা। আমি এই সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।

উত্তর ঃ আপনি আপনার অ্যালার্জির ধরন এখানে উল্লেখ করেননি। অ্যালার্জির উপসর্গ দেখে তবেই চিকিৎসা করা সঠিক। একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন। তাছাড়াও বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইমিউনো থেরাপির মাধ্যমে এলার্জি অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মূল করা সম্ভব। যার ফলে ভয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

বিধায়ককে ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৫ মার্চ ঃ 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটিও চোর চলবে না'। দিদির দূত হিসাবে অঞ্চলে একদিন কর্মসূচিতে গ্রামে গিয়ে এমনই মন্তব্য হজম করতে হল বিধায়ককে। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের কোন জবাব দিতে পারেননি মুরারই কেন্দ্রের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। বরং 'চোর' শব্দ হজম করে হাসি মুখে এলাকা ছাড়েন তিনি। দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে দিদির দূত হিসাবে রবিবার মুরারই ১ নম্বর ব্লকের ডুমুরগ্রাম অঞ্চলে যান বিধায়ক মুশারফ হোসেন। ডুমুরগ্রাম থেকে কর্মসূচি শুরু করেন তিনি। বালিয়ারা গ্রামে পৌঁছতেই গ্রামবাসিদের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পরেন বিধায়ক। এক গ্রামবাসী বলেন, সরকার টাকা দেবে কেন? সরকার টাকা দেবে আর আপনি খাবেন পাঁচ হাজার? হারামের পয়সা? মাটি কাটার টাকা খাবেন হিসাব দেবেন না? টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব দিলে তবেই সঠিক কাজ হবে। গ্রামবাসীর অভিযোগের কোন উত্তর দিতে পারেননি বিধায়ক মোশারফ হোসেন। রফিকুল মমিন বলেন, এখানে একশো দিনের কাজ থেকে আবাস, পানীয় জলের টিউবওয়েল কোন কাজ হচ্ছে না। সব টাকা খেয়েছে পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে সদস্যরা। আমরা বিধায়ককে বললাম। এসব দুর্নীতিগ্রস্তদের টিকিট দিলে আমরা তৃণমূল ছেড়ে দেব। মোশারফ হোসেন বলেন, বালিয়ারা গ্রামের মানুষ রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সমস্যার কথা বলেছেন। আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির কথা বলেছেন। আমি ওদের বলেছি লিখিত আকারে দেন। আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।

আবাস পরিদর্শনে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৫ মার্চ ঃ কোচবিহারে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নামের তালিকা খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। রবিবার দুই সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্তর্গত বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশকিছু বাড়ি ঘুরে দেখেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সমীরণ মণ্ডল, সংশ্লিষ্ট বিডিও দেবঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন তাঁরা স্থানীয় চেকাডরা, কৃষ্ণ পানিশালা, সর্পসিংরা এলাকার ১৫টি বাড়িতে যান। সেই বাড়িগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা প্রকাশ হতেই কোচবিহার জেলাজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল পরিচালিত প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয় বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। আটকে যায় আবাস যোজনার প্রথম কিস্তি প্রদান। এই পরিস্থিতিতে এদিনের পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।

পদযাত্রায় শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৫ মার্চ ঃ তমলুকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের প্রথম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে তমলুকের শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তার সূচনা হলো পদযাত্রা দিয়ে। সেই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তমলুকে বর্গভীমা মন্দির থেকে পদযাত্রায় পা মেলান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মহাপ্রভু মন্দিরে এসে শেষ হয়। এই উপলক্ষে বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে আজ। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভক্তদের ক্ষীর প্রসাদ দিতে দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে। মন্দির পরিদর্শন করে মহিষাদলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পুরসভার মর্যাদা পেতে হাপিত্যেশ চাঁচলের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ মার্চ ঃ বাম জামানা থেকে মিলছে শুধু প্রতিশ্রুতি (বর্তমান শাসকও বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হয়নি। শুধু প্রতিশ্রুতিই সার। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। ফের একবার পঞ্চায়েতেই ভোট দিতে হবে মালদার চাঁচলবাসীকে। তাই মন খারাপ এলাকাবাসীর। বাম জামানায় ২০১০ সাল থেকে তারা স্বপ্ন দেখছে পুরসভার। পালা বদলের পর প্রায় ১২ বছর ধরে ক্ষমতায় তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী সকলেই বারবার বলেছেন দ্রুত চালু হবে পুরসভা। কিন্তু আর কবে? আদৌ এই জীবনে পুরসভা দেখে যেতে পারবো? প্রশ্ন চাঁচলের বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিদের। উত্তর মালদার প্রাণকেন্দ্র চাঁচল শহর। চাঁচল মহকুমার মহকুমা সদর। ২০০১ সালের ১লা এপ্রিল গঠন হয় চাঁচল মহকুমা। তারপর থেকেই পুরসভার দাবীতে সোচ্চার চাঁচল শহরের মানুষেরা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছিলেন পুরসভা হবে চাঁচল। পুরসভা করার জন্য শুরু হয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। ১০টি মৌজা নিয়ে প্রস্তাবিত চাঁচল পুরসভার খসড়া পাঠানো হয় রাজ্য প্রশাসনের কাছে। ২০১০ সালের ১৬ জুলাই রাজ্যে ১৩টি পুরসভা গঠনের কথা ঘোষণা করেছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। যার মধ্যে নাম ছিল চাঁচলের। এলাকাবাসী ভাবেন এবার চাঁচলের উন্নয়নের গতি তরান্বিত হবে। অনেক সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু ঘোষণা হলেও চালু হয়নি পুরসভা। ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১৪ সালের ১১ জুন তৃণমূল সরকারের তরফেও চাঁচলকে পুরসভা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তারপরও কেটে গেছে দীর্ঘ আট বছর। হয়ে গেছে দুটো পুরসভা ভোট। কিন্তু পুরসভা চালু হয়নি চাঁচলে। এই সময়ের মধ্যেই রাজ্যের বহু এলাকায় নতুন করে চালু হয়েছে পুরসভা। বঞ্চিত থেকে গেছে চাঁচল। এদিকে পুরসভা নিয়ে অব্যাহত রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীরা অভিযোগের আঙুল তুলছে শাসকদলের দিকে। রাজনৈতিক কারণে তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে চাঁচলে পুরসভা চালু করছে না দাবি বিরোধীদের। যদিও বিরোধীদের দাবি মানতে নারাজ তৃণমূল। তাদের বক্তব্য চাঁচলে পুরসভা হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু এলাকাবাসীর মতে চাঁচলে পৌরসভার জায়গায় মৌনসভা হয়ে গেছে। সর্বদলীয় ভাবে এমন কোন নেতা নেই যিনি বা যারা লড়াই করে অধিকার আদায় করতে পারবেন। চাঁচল নাগরিক মঞ্চ পুরসভার দাবিতে দীর্ঘদিন লড়াই করার পর এখন আশাহত। এখন আর কোন প্রতিশ্রুতিতেই যেন ভরসা হচ্ছে না চাঁচলের মানুষের। এই প্রসঙ্গে চাঁচল মহকুমার অন্তর্গত মালতিপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানান, সরকারি ভাবে প্রক্রিয়া চলছে। অবশ্যই চাঁচলের মানুষ পুরসভা পাবে। চাঁচল ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অমিতেশ পান্ডে বলেন, পুরসভা হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। বিরোধীরা মানুষের পাশে থাকে না কুৎসা করা তাদের কাজ। পাল্টা চাঁচল ১ নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আনজারুল হক জনির দাবী, তৃণমূল জানে চাঁচল পুরসভা হলে তারা সেখানে ক্ষমতা দখল করতে পারবে না। স্বার্থ ছাড়া তৃণমূল কোন কাজ করে না। ভাবতে অবাক লাগে বুনিয়াদপুর পুরসভা হলেও চাঁচল হয় না। চাঁচলের বিশিষ্ট নাগরিক আইনজীবী সুরেশ মিত্র আক্ষেপের সুরে বলেন, এই জীবনকালে আমরা মনে হয় পুরসভা দেখতে পাবো না। আমাদের হয়ে আওয়াজ তোলার মতো কেউ নেই। কেনো এরকম করা হচ্ছে চাঁচলের সাথে জানি না। বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, এর আগে তৃণমূল বলতো তাদের জেতালে পুরসভা হবে। বিধানসভায় জেতার পরেও হলো না। এই বঞ্চনা মানা যায় না। চাঁচল মহকুমার মহকুমা শাসক কল্লোল রায় জানান, জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্য প্রশাসনের কাছে সমস্ত কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। প্রক্রিয়া চলছে। যদিও পুরসভা নিয়ে আর কোন স্বপ্ন দেখতে নারাজ চাঁচলবাসী। এলাকাবাসীর মতে দীর্ঘ দুই দশক ধরে তারা পুরসভার স্বপ্ন দেখছে। তার মধ্যে রাজ্যেরও পালাবদল হয়ে গেল। কিন্তু চাঁচলের ভাগ্যের শিকে ছিড়লো না। শাসকদলের দাবি অনুযায়ী তবে সত্যিই কি এবার স্বপ্ন পূরণ হবে চাঁচলের? নাকি রাজনীতির জাতাকলে বঞ্চিত হবে চাঁচলের স্বার্থ? উত্তর দেবে সময়।

অনুব্রত মন্ডলকে কষ্ট দিলে পাল্টা বিজেপি কর্মীদেরও কষ্ট দেওয়ার হুঁশিয়ারি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ মার্চ ঃ অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যেতে তৎপরতা শুরু করেছে ইডি। শেষ পর্যন্ত তিহার জেলে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতির ঠাঁই হতে পারে সূত্রের খবর। আর এই নিয়ে যখন যাত্রা জমে উঠেছে তখন আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন তাঁর অনুগামী গদাধর হাজরা। অনুব্রতর দিল্লিযাত্রা অবধারিত বুঝে বিজেপি কর্মীদের হুমকি দিয়ে বসলেন তিনি। বললেন, অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিলে আমরা এখানে বিজেপি কর্মীদের একই রকম কষ্ট দেব। রবিবার নানুর বিধানসভার কীর্ণাহারে তৃণমূলের কর্মীসভায় যোগ দেন গদাধর হাজরা। নানুরের তৃণমূল নেতা কাজল শেখের সঙ্গে গদাধরের বিরোধ কারও অজানা নয়। এদিন অবশ্য মঞ্চে দেখা যায় দু'জনকেই। কীর্ণাহারের কল্লোল ভবনের এই সভায় গদাধর বলেন, বিজেপি ইডি-সিবিআইকে ব্যবহার করে অনুব্রত মণ্ডলকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এসব করে ওরা কিছু করতে পারবে না। বীরভূমে ভোট কী করে করাতে হয় সেটা অনুব্রত মণ্ডলের কাছ থেকে আমাদের শেখা আছে। অনুব্রতর কায়দাতেই ভোট করাব। এর পরই হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। চিৎকার করে বলতে থাকেন, অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে যদি কষ্ট দেয় তাহলে আমরা এখানকার বিজেপি কর্মীদের একই রকম কষ্ট দেব। বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃণমূলের কাজ হুমকি দেওয়া। ওতে আমাদের যায় আসে না। আমরা তো গরু চোর নই। মানুষ এর উত্তর দেবে। তখন গদাধর হাজরারা পালানোর পথ পাবেন না।

পঞ্চায়েত সভায় প্রধানের স্বামীকে মারধর করার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ৫ মার্চ ঃ ফরাক্কা ব্লকে পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা চলাকালীন প্রধানের স্বামীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ফরাক্কা ব্লকের নয়নসুখ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বিষয়টি নিয়ে ফরাক্কা থানা ও ফরাক্কার বিডিও দারস্থ হয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান সুলেখা মণ্ডল-সহ সদস্যরা। ইমরান আলি-সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে গণ পদত্যাগের হুমকিও দিয়েছেন প্রধান-সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ সদস্য। ঘটনার সূত্রপাত দুদিন আগেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক ডেকেছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান সুলেখা মণ্ডলের স্বামী হৃদয় মণ্ডল। বৈঠক চলাকালীন সেখানে অনুগামীদের নিয়ে উপস্থিত হন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ইমরান আলী। সেই সময় হৃদয় মণ্ডল ইমরানকে সভাকক্ষের বাইরে অপেক্ষা করতে বলেন বলে অভিযোগ। আর এতেই ব্যাপক ক্ষেপে যান অঞ্চল সভাপতি। বৈঠক শেষে দু'জনের মধ্যে বচসাও বাধে। বচসা থেকে হাতাহাতিও হয় বলে অভিযোগ। দুপক্ষের তরফেই নিউ ফরাক্কা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ও দলের তরফেও দু'পক্ষকে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। সেই মতই এদিন নিউ ফরাক্কা তৃণমূলের পার্টি অফিসে দলবল নিয়ে উপস্থিত হয় দু'পক্ষই। আর তারপরই ফের হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই তৃণমূল নেতা। পঞ্চায়েত প্রধান সুলেখা মণ্ডলের অভিযোগ, দলের নির্দেশে তাঁর স্বামী হৃদয় মণ্ডল বিবাদ মিটিয়ে নিতে ব্লক সভাপতি অরুণময় দাসের নির্দেশে হাজির হয়েছিলেন নিউ ফরাক্কা তৃণমূলের পার্টি অফিসে। সেই সময়ই সদলবলে তাঁর স্বামীর ওপর লোহার রড নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি ইমরান। লোহার রড নিয়ে অঞ্চল সভাপতি ও তাঁর অনুগামীরা তাঁর স্বামীর মাথা ও সারা শরীরে আঘাত করে। আর লোহার রডের আঘাতে মাথা ফেটে গুরুতর জখম হয় হৃদয় মণ্ডল। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় নিউ ফরাক্কা থানার পুলিশ। পুলিশ তাকে গুরুতর জখম উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যায় নিকটবর্তী বেনিয়াগ্রাম গ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রধানের স্বামীকে স্থানান্তরিত করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এই ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ইমরান আলী। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় হত্যার চেষ্টার অভিযোগ করেছেন প্রধান সুলেখা মণ্ডল। বিষয়টি জানাজানি হতেই এবং অভিযুক্ত অঞ্চল সভাপতির গ্রেফতারের দাবিতে থানা অভিযানের কর্মসূচী নেয় প্রচুর তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক। মিছিল শুরু হওয়ার পরই ব্যারাজ পোস্টে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে থানা অভিযান কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয় কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে ফরাক্কা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অরুণ দাসের সাফাই, বাচ্চা ছেলে। ভুল বোঝাবুঝির জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ পরিচয়ে বিজেপি নেতার হোটেল ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ মার্চ ঃ পুলিশ পরিচয় দিয়ে হোটেলে ঢুকে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। হোটেলের কর্মচারীদের মারধর। রেজিস্টার খাতা ছিনিয়ে নেওয়া। হোটেলের অন্য বোর্ডারদের আতঙ্কিত করার অভিযোগ। সিসিটিভি ফুটেজ দিয়ে ইংরেজ বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজার শহরের রবীন্দ্র এভিনিউ এলাকায়। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিজেপির দক্ষিণ মালদা, সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ। পেশায় হোটেল ব্যবসায়ী। শহরের রবীন্দ্র এভিনিউ এলাকায় তার একটি হোটেল রয়েছে। বর্তমানে তিনি দলীয় কাজে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। তার ছেলে হোটেলের দায়িত্বে রয়েছেন। অভিযোগ বেশ কিছু ব্যক্তি রাত্রিতে এক ব্যক্তির খোঁজে তার হোটেলে এসে নিজেদেরকে পুলিশ বলে পরিচয় দেয়। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায় যে ব্যক্তির খোঁজ তারা করছে সে সকালবেলায় চেকআউট করে চলে গেছে। এরপরই জোর করে হোটেলে ঢুকে হোটেল কর্মীদের মারধর করে রেজিস্টার খাতা ছিনিয়ে নেয়। এমনকি বিভিন্ন ঘরে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হোটেল কর্মচারী থেকে অন্যান্য বোর্ডার। সিসিটিভি ফুটেজ দিয়ে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনার তদন্তে পুলিশ। দক্ষিণ মালদার বিজেপির জেলা সভাপতি পার্থ সারথি ঘোষ বলেন, আইন-শৃঙ্খলা অবনতির কারনে এই ঘটনা। আমরা চাই এর সঠিক তদন্ত পুলিশ করুক।

বিস্ফোরণ তদন্তে

দুরন্ত বার্তা, পাড়ুই, ৫ মার্চ ঃ বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে পাড়ুইয়ে সিআইডি বম্ব স্কোয়াড। পাড়ুই থানার অন্তর্গত ভেড়ামারি গ্রামে একটি বাড়ির পাশে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রত এতটাই ছিল গোটা গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুরের এসডিপিও নিখিল আগারওয়াল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও এলাকা বাসীদের এক অংশের দাবি ছিল গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই বিস্ফোরণ হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল বোমা থেকেই বিস্ফোরণ হয়েছে। এরপর ঘটনা তদন্ত শুরু করে বীরভূম জেলা পুলিশ। এদিন সকাল থেকে ঘটনাস্থলে সিআইডি বম্ব স্কোয়াড গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে। কি থেকে বিস্ফোরণ সেই বিষয়ই জানার চেষ্টা করবেন তারা। পাশাপাশি এদিন সকাল থেকেই ভেরামারি গ্রামে বোলপুরের এসডিপিও নিখিল আগারওয়ালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামের প্রত্যেকটি সন্দেহজনক বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এমন কি আশেপাশের মাঠ, পুকুর, খড়ের গাদা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়।

রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ কৃষকদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৫ মার্চ ঃ সহায়ক মূল্যে আলু কেনা ও ভিনরাজ্যে আলু রফতানির ছাড়পত্রের দাবীতে রবিবার ওন্দা বাজারে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখায় বামপন্থী কৃষক সংগঠন। এবার বাঁকুড়া জেলায় আলুর ফলন ভালো হওয়ায় আলু চাষিরা আশার আলো দেখছিলেন। কিন্তু সরকারি নীতির জেরে জেলা বা রাজ্যের আলু ভিন রাজ্যে রফতানি করা বন্ধ হওয়ায় আলুর দাম ক্রমশ নামছে। রাজ্যজুড়েই এই পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছেন আলু চাষিরা। আলু ওঠার মরশুমে জলের দরে তা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক চাষি। কারন বহু চাষি মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে চাষ করে ছিলেন। এখন তা শোধ দিতে হবে। ফড়ে বা দালালরা এই অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে। এই অবস্থায় অবিলম্বে রাজ্যজুড়ে সহায়ক মূল্যে আলু কেনা ও ভিন রাজ্যে আলু রফতানির সরকারি ছাড়পত্র দেওয়ার দাবিতে রবিবার বাঁকুড়ার ওন্দা বাজারে জাতীয় সড়কের উপর আলু ফেলে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বামপন্থী কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা। সংগঠনের নেতারা এদিন এলাকার চাষিদের নিয়ে ওন্দা বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পরে চৌরাস্তা মোড়ে বস্তার আলু রাস্তায় ফেলে বিক্ষোভে সামিল হন। সংগঠনের ওন্দা কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ দে বলেন, আমাদের দাবি সরকারকে সরাসরি চাষির কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে আলু কিনতে হবে। কোনও তৃণমূল নেতা বা দালাল নয়, সরকারকে প্রতি কুইন্টাল আলু ১০০০ টাকা মূল্যে নিতে হবে। অন্য রাজ্যে আলু বিক্রি করার ছাড়পত্র দিতে হবে। হিমঘরের ভাড়া কমিয়ে আলু রাখার জন্য চাষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অবিলম্বে দাবিগুলি পূরণ না হলে ১১ মার্চ রাজ্য জুড়ে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে এভাবেই প্রতিবাদ আন্দোলন হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

প্রতিবাদে পদযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৫ মার্চঃ বর্ধমান সোসাইটি ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার ও হিমালয়া ওয়েলনেসের যৌথ উদ্যোগে রবিবার বর্ধমান শহরের বোরহাট মোড় থেকে টাউন হল পর্যন্ত পশুদের ওপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচারের প্রতিবাদে পদযাত্রা করা হয়। প্রায়শই আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সময় পথ পশুদের ওপর অজান্তেই আমরা সাধারণ মানুষ শারীরিক বা মানসিকভাবে অত্যাচার করে থাকি। মূলত মানুষকে সচেতন করতেই আজকের এই পদযাত্রা। সামনেই হোলি আমরা প্রায়শই দেখতে পাই হোলি খেলার সময় আমরা রং পথ পশুদের ওপর দিয়ে ফেলি। বর্ধমান সোসাইটি অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ারের সদস্য অর্ণব দাস বলেন, আজকের এই পদযাত্রা বলতে পারেন আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প। আমরা প্রতিবছর দেখতে পাই হোলির সময় আমরা পথ পশুদের উপর রং দিয়ে থাকি। এই রংয়ে বাজে কেমিক্যালের জন্য পথ পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ হয়। মানুষকে সচেতন করতে আজকের এই পদযাত্রা আমরা করছি।

স্ত্রীকে কুপিয়ে গ্রেফতার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৫ মার্চ ঃ প্রকাশ্য রাস্তায় দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপালো স্বামী। এলাকার মানুষ ঘাতক স্বামীকে ধরে গণপ্রহার দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটির রামমন্দির এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় স্ত্রীকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জখম মহিলার নাম সাকিলা খাতুন। তার বাড়ি বীরভূমের পাইকর থানার বড়লিপাড়া গ্রামে। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ট্রেনে নলহাটি ষ্টেশনে নামেন সাকিলা। ষ্টেশন সংলগ্ন রামমন্দিরের কাছে অপেক্ষা করছিলেন সাকিলার মামা। এদিকে তার স্বামী মোহিত কুমারও একই ট্রেন ধরে নলহাটিতে নেমে সাকিলার পিছু ধরেছিল। রামমন্দিরের কাছে সাকিলা পৌঁছতেই মোহিত তাকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম করে। সাকিলা ও তার মামার চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে মোহিতকে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সাকিলা বলেন, আমি কলকাতার একটি শপিংমলে কাজ করি। সেখান থেকেই মোহিতের সঙ্গে পরিচয়। মাস দুয়েক আগে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মোহিতের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছয় বছর এবং ছয় মাসের দুই সন্তান রেখে মারা গিয়েছে। ফলে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই আমি রাজি হয়ে যাই। এক সঙ্গে থাকছিলাম কলকাতার বাড়িতে। কিন্তু দিন পনেরো পর ওর আসল চেহারা সামনে এসেছে আমার কাছে। দেখলাম মোবাইলে 'রামি' নামে একটি জুয়াতে আসক্ত স্বামী। জুয়া খেলতে গিয়ে বহু টাকা নষ্ট করেছে। মাঝে আমি একবার বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে ওকে দিয়েছি। ওর দুটো আধার কার্ড আছে। একটি নলহাটির এবং অন্যটি মহারাষ্ট্রের।

কাজ করার দাবী

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৫ মার্চ ঃ রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লক বিবেকানন্দ ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দিদির দূত কর্মসূচি আয়োজিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সদর তৃণমূলে যোগদানকারী আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি রায়, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি সমীর ঘোষ সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বরা। তবে দিদির দূত কর্মসূচি পূর্ব ঘোষিত হলেও এদিনের কর্মসূচিতে খুঁজে পাওয়া গেল না স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে। জানা গেছে এদিন দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে বিবেকানন্দ ১ নম্বর অঞ্চল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নাগরিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের এলাকার সমস্যার বিষয়ে খোঁজ নেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। গ্রামবাসীরাও এলাকার বাসিন্দাদের নানান সমস্যার কথা দিদির দূতদের কাছে তুলে ধরেন। বিধায়ক সেই সমস্ত সমস্যার কথা তার নোটবুকে লিপিবদ্ধ করেন এবং দ্রুত সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেন। এদিন সেই সময় এলাকার এক বৃদ্ধা বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালকে ভালো করে কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

ক্ষুব্ধ অটো চালকরা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৫ মার্চ ঃ আসানসোল শহরের জিটি রোডের পুলিশ লাইন ভগৎ সিং মোড় থেকে ২ নং জাতীয় সড়কের জুবিলী মোড় পর্যন্ত অটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে। আর এরই প্রতিবাদে রবিবার সকালে আসানসোলের জিটি রোডের বিএনআর মোড় সংলগ্ন আসানসোল কফি হাউস গেটের সামনে অটো চালকেরা একজোট হয়ে বিক্ষোভ দেখান। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি নেতা রাজু আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। রাজু আলুওয়ালিয়া বলেন, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি পদমর্যাদার অফিসার ও ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ অটো চালকের উপরে দাদাগিরি করছে। তাদেরকে মারধর ও হেনস্তা করার পাশাপাশি মোটা টাকার ফাইন আদায় করা হচ্ছে। পুলিশের এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। না হলে আমি সবাইকে নিয়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। তবে তার আগে রাজ্যের আইন ও শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক ও আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটককে পুরো বিষয়টি জানাবো। তিনি আরও বলেন, অটো চালকদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। তাদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না। রুট পারমিট ও রেজিষ্ট্রেশন তাদের মিলছে না। আমি এইসব সমস্যা জেলাশাসককে জানিয়েছি দিন কয়েক আগে। তারপরেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি বলেন, ২০১৬ সালে ১৮৭০ টি সিএনজি অটোকে রুট পারমিট দেওয়ার জন্য ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু ৫৩১টি রুট পারমিট দেওয়া হয়। কিন্তু ১২৯৯টি রুট পারমিট জেলা পরিবহন দপ্তরে পড়ে আছে। তার দাবি, পুলিশ প্রশাসন পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে আসানসোল অটো ও টোটো চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট রুট পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা করুক।

সমবায়ে জয়লাভ

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ৫ মার্চ ঃ রবিবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সম্পন্ন হলো পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর-পাটনা সমবায় সমিতির নির্বাচন। মোট ৯টি সিটের মধ্যে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুজিত রায় গোষ্ঠী ও মাইসোরা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান ও উপপ্রধান স্বপন খাঁড়ার গোষ্ঠী উভয়ই ৯ টি আসনে প্রার্থী দেয়। সকাল ১০টা থেকে ভোট পর্ব শুরু হয়। ভোট চলে ২ টো পর্যন্ত। তবে টানটান উত্তেজনার মধ্যে ভোট গননা চলে। তবে ৯টি আসনের ৪টি আসন পায় মাইসোরা অঞ্চল প্রধান ও উপপ্রধানের গোষ্ঠী। একটি আসন সমান সংখ্যক হয়। টসে প্রধান ও উপ প্রধানের গোষ্ঠী পরাজিত হওয়ায় ব্লক সভাপতি সুজিত রায় গোষ্ঠী পায় ৫টি আসন। ফলে জয়লাভ করে সুজিত রায় গোষ্ঠী। সব মিলিয়ে টানটান উত্তেজনা থাকে ভোট গননা কেন্দ্র এলাকা। তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা রবিবার দুপুরে বসন্ত উৎসবের পাশাপাশি সবুজ আবিরের হোলি খেলায় মেতে ওঠে। তবে বিজেপি খাতা খুলতে পারেনি। এদিন বিজয়ী প্রার্থীরা জোরের সঙ্গে দাবি করেন, বিরোধীদের এত চক্রান্ত এবং কুৎসার পরেও সাধারণ মানুষ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর ভরসা রাখলেন এই সমবায়ের নির্বাচনে।

অবৈধ গ্যাস মজুত

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৫ মার্চ ঃ অবৈধভাবে এলপিজি গ্যাস মজুত ও ব্যবহারের অভিযোগে বাকাদহ থেকে অভিযুক্ত একজনকে গ্রেফতার করে, পলাতক অপর অভিযুক্তের খোঁজ করছে পুলিশ। আজ বাঁকুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) সাংবাদিকদের জানান যে, গতকাল সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাঁকাদহের কৃশানু দত্ত ও বাপন মন্ডলের দোকানে ও গোডাউনে এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডার অবৈধভাবে মজুত ও ব্যবহার করার তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। দেখা যায় অত্যন্ত বিপদজনকভাবে তারা এই কাজ করছে। মোট ৭৯টি এলপিজি সিলিন্ডার উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মোট ৭৯টি এলপিজি সিলিন্ডারের মধ্যে কৃশানু দত্তের দোকান থেকে ৪৪টি এলপিজি সিলিন্ডার (২৩টি গ্যাস ভর্তি, খালি ২১টি) এবং বাপন মণ্ডলের দোকান থেকে ৩৫টি সিলিন্ডার(ভর্তি ৬টি, খালি ২৯টি) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাপন মন্ডল পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও কৃশানু দত্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৪টি রিফিলিং পাম্প, ২টি ওজন মেশিন ও ৭টি ছোট সিলিন্ডার। বাপন মণ্ডলের খোঁজে অভিযান চলছে বলে তিনি জানান।

কান্দি হাসপাতালে ১০০ শয্যার ভবন

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ৫ মার্চ ঃ কান্দি মহকুমা হাসপাতালের উন্নততর পরিষেবা দিতে কান্দি মহকুমা মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল করার লক্ষ্যে ৯ কোটি ১৪ লক্ষ আর্থিক অনুদানের নতুন ভবন নির্মাণের শিলান্যাস। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার প্রাচীন কান্দি মহকুমা হাসপাতাল। এবার কান্দি মহকুমার সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে নতুন করে ১০০ শয্যার নতুন হাসপাতাল ভবন নির্মাণের শিল্যানাস করা হল রবিবার। রবিবার কান্দি মহকুমা হাসপাতালের আউটডোর বিভাগে এই নতুন ১০০ শয্যা হাসপাতালের শিল্যানাস করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, কান্দি পৌরসভার চেয়ারম্যান জয়দেব ঘটক, কান্দি মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ রাজেশ সাহা, মুর্শিদাবাদ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সন্দীপ সান্যাল, কান্দি থানার আইসি সুভাষচন্দ্র ঘোষ-সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। এই নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হলে আগামী দিনে উপকৃত হবেন রোগী ও রোগী পরিবারের সদস্যরা। প্রসঙ্গত কান্দি মহকুমার ৫টি ব্লক ও কান্দি শহরের রোগীদের কথা মাথায় রেখে উন্নত পরিষেবা দিতে গত নভেম্বর মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন বিধানসভার ষ্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নির্মল মাঝি সহ ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। কান্দি মহকুমা হাসপাতালকে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের তকমা দিতে ১০০ নতুন বেড বৃদ্ধির কথা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। রবিবার সেই বাড়ানোর জন্য নতুন ভবনের নির্মাণের শিল্যানাস করা হয়। এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সন্দীপ সান্যাল বলেন, কান্দি মহকুমা মানুষ যাতে চিকিৎসা পরিষেবা আরও ভালো করে পান তার জন্য এই নতুনভাবে শয্যা বৃদ্ধির জন্য ভবন নির্মাণ। কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে নির্বাচিত হয়েছি, কান্দির মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা সুন্দর ভাবে দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা সফল হতে চলেছে।

টিফিন নিয়ে মারপিট তৃণমূলের সভায়

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ৫ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভায় টিফিনের প্যাকেট নিয়ে মারপিট। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভা ছিল সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। সেখানেই টিফিনের প্যাকেট নিয়ে মারপিট জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভায়। আহত বেশ কয়েক জন। রীতিমতো পদপিষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় কয়েকজনের। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভা ছিল সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে দলকে আর একটু চাঙ্গা করতে এই আয়োজন। তৃণমূলের এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার, মমতাজ সংঘমিতা, উজ্জ্বল প্রামাণিকের মত নেতারা। জেলার নানা প্রান্ত থেকে হাজির ছিলেন দলের সংখ্যালঘু কর্মীরা। সভা তখন মাঝপথে। ভিতরে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা কর্মীরা ভিড় করে রয়েছেন। এমন সময় খবর আসে খাবারের গাড়ি এসেছে। সামনের ভোট, ইতিকর্তব্য সব ভুলে শয়ে শয়ে কর্মী ঝাঁপিয়ে পড়েন খাবারের ছোট গাড়ির উপর। ধুন্ধুমারকাণ্ড বেঁধে যায়। অনেকে আহত হন। খাবারের প্যাকেট ছিটকে পড়ে। অনেকেই খাবার না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এর মধ্যে সুযোগসন্ধানী কেউ কেউ সাত-আট প্যাকেট বাগিয়ে নিয়েছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। তৃণমূল কর্মী ওয়েবেদুল হক ও আর একজন আহত কর্মী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, অনেক দূর থেকে এসেছিলাম। খাবার তো দূরের কথা, জলটুকু পাইনি। অসুস্থ মানুষরা কিছু পাননি। ভালো মানুষরা দশটা করে খাবার নিয়ে গেছে। মারধর,ধাক্কাধাক্কি করা হয়েছে। দলের ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। যদিও বিশৃঙ্খলার কথা মানতে চান নি তৃণমূলের জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ আসরাফুদ্দিন। তাঁর কথায়, আসন ষোলোশো। কর্মী এসেছে তিন হাজার। একটু উনিশ-বিশ তো হতেই পারে। তবে সবার খাবার আছে। সবাই পাবেন। মারপিট, ধাক্কাধাক্কি নিয়ে তার বক্তব্য, বিজেপি আর সিপিএম সভায় লোক ঢুকিয়ে দিয়ে ঝামেলা বাঁধিয়েছে। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, এটা নিন্দাজনক বিষয়। ম্যানেজমেন্টের গন্ডগোল। এদের কোনও হিসাব নেই। সবকিছু নিয়ে বিজেপিকে দোষারোপ করা ওদের কালচার।

SUSUNIA GRAM PANCHAYAT
E-Tender Notice
NIT No-100/SUSU/2023 dt-27/02/2023
NIT No-101/SUSU/2023 dt-27/02/2023
NIT No-102/SUSU/2023 dt-27/02/2023
Online Bids are invited for the year 2022-23 from the bonafide contractors for Listed Works under 15 th FC (Tied) & 15 th FC(Untied). Last Date of Paper Submission **09-03-2023.** For details information contact.
Sd/- Prodhan
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

PUBLIC NOTICE
This is for notice of the general public that a political party is proposed to be registered by the name of **Mission Naya Dignat Party**. The office of the party is located at **Holding No.-1275, Khandoghosh, PS-Khandoghosh, District-Purba Bardhman, West Bengal-713142.** This Party has submitted application to the Election Commission of India. New Delhi for its registration as Political party under Section 29A of the Representation of People Act 1951- Names/address of the office bearers of the Party are as Follows:-
President: Rajkumar Palit
Ganaral Secretary : Nilanjan Chowdhury
Treasurer : Indranil Banerjee
If any one has any objection to the registration of **Mission Naya Digant Party** they may send their objection with reasons thereof, to the Secretary (Political Party), Election Commission of India, Nirvanchan Sadan, Ashoka Road New Delhi-110001 within 30 days of the publication of the notice.

Name Change
I,Shabbo Zaman (old name) D/o Tarique Zaman, Resident of 31/1 Debendra Mullick Street Kolkata-700073 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Nikita Zaman (new name)vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023.Shabbo Zaman and Nikita Zaman both are same and one identical person.

Name Change
I, SANTA BARDHAN (old name) S/o Late Jiban Bardhan Resident of 1/79A, Bijoygarh, Jadavpur, Kolkata-700032 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHANTA KUMAR BARDHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/03/2023. SANTA BARDHAN and SHANTA KUMAR BARDHAN both are same and one identical person.

Name Change
I,Sumana Layek (old name) W/o Sujit Kumar Layek, Resident of Near Guru Medical Stores,G.T. Road, Barakar.Opp petrol pump, P.o.-Barakar, P.S-Kulti, Dist-Paschim Bardhaman,Pin-713324 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Sumana Banerjee Layek(new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Asansol on 02/03/2023.Sumana Layek and Sumana Banerjee Layek both are same and one identical person.

Name Change
I, Aditya Dua previously called Aditya Pankajbhai Dua , S/o Pankaj Dua, resident of Tata Avenida, Tower 'C', Flat No. 301, 3rd Floor, New Town, Dist – 24 Parganas (North), Pin – 700156, W.B have changed my name from Adiya Pankajbhai Dua to Aditya Dua and henceforth I shall be known as Aditya Dua in all purpose. Thus Aditya Pankajbhai Dua and Aditya Dua is the one and same identical person vide affidavit dated 04.03.2023 sworn before the Notary Public at Kolkata.

সোমবার থেকে অনুশীলনে নামছে মোহনবাগান

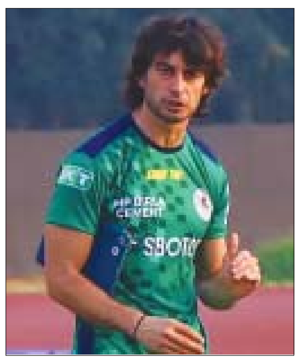

কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ কাপ আর ঠোঁটের ফারাক ঘোচাতে মরিয়া এটিকে মোহনবাগান। শেষ দু'বছর অল্পের জন্য ফস্কে গিয়েছে চ্যাম্পিয়নশিপ। একবার ফাইনাল, আর একবার সেমিফাইনালে থামতে হয়েছে সবুজমেরুনকে। এ বার কাপ জিতে গোয়া থেকে ফিরতে চায় ফেরান্দোর দল। তবে তিনটে কঠিন বাধা পেরোতে হবে মোহনবাগানকে। সেমিফাইনালে শক্ত প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ এফসি। অ্যাওয়ে আর হোমের বাধা কাটানোর পর ফাইনাল। ওড়িশা ম্যাচ জিতে চনমনে সবুজ-মেরুন। আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলেছেন হুগো বুমোসরা। কেরালা ব্লাস্টার্স, ইস্টবেঙ্গল, ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে টানা তিন ম্যাচে জয় বাগানের। ঘরের মাঠে ওড়িশাকে হারিয়ে ফুরফুরে মেজাজে প্রীতম কোটাল, শুভাশিস বসুরা। ৯ তারিখ নিজামের শহরে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে এটিকে মোহনবাগানকে। ১৩ তারিখ ঘরের মাঠে ফিরতি সেমিফাইনাল। এই মরশুমে মোহনবাগান-হায়দরাবাদ মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের ফল ১-১। ঘরের মাঠে ওগবেচেদের হারিয়েছিল ফেরান্দোর দল। অ্যাওয়ে ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে হেরে যায় মোহনবাগান। এ বার সেমিফাইনালে প্রথমে অ্যাওয়ে ম্যাচ। পরে ঘরের মাঠে খেলা বাগানের। অ্যাওয়ে ম্যাচে গোল হজম না করাই লক্ষ্য প্রীতম কোটাল, শুভাশিস বসুদের। এ বারের আইএসএলে ১০টা ম্যাচ ক্লিনশিট রেখেছে এটিকে মোহনবাগান। সেমিফাইনালে কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলাতে তৈরি দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। ওড়িশার বিরুদ্ধে জেতার পর দলনায়ক প্রীতম কোটাল বলেন, সবাই নিজেদের ১০০ শতাংশ দিয়েছি। এখন থেকে আমাদের ভাবনায় হায়দরাবাদ ম্যাচ। একটা সময় আমাদের প্লে অফ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তবে দলের প্রত্যেক সদস্যের বিশ্বাস ছিল যে, আমরা প্লে অফে খেলতে পারব। আমাদের টিমে যথেষ্ট ভারসাম্য রয়েছে। মাঠে আমাদের তা প্রমাণ করতে হত। সেটাই আমরা করে দেখিয়েছি। এরই সঙ্গে বাগান অধিনায়ক বলেন, কখনও রক্ষণ, কখনও আক্রমণ নিয়ে সমালোচকরা আমাদের কথা শোনাত। তবে নিজেদের কাজটা নিজেরা করে গিয়েছি। সবাই প্রচুর পরিশ্রম করেছে। তারই ফল মিলেছে। আমরা নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল। সোমবার থেকেই সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে নামছে এটিকে মোহনবাগান। শনিবার চোট পেয়ে অ্যাম্বুলেন্সে মাঠ ছাড়েন গোলকিপার বিশাল কাইথ। হাসপাতাল থেকে তিনি ছাড়া পাওয়ায় স্বস্তিতে বাগান শিবির। আপাতত দু'দিন বিশ্রামে থাকবেন।

দিল্লি ঝড়ে উড়ে গেল আরসিবি

মুম্বই, ৫ মার্চ ঃ মহিলাদের আইপিএলের শুরুতেই ধাক্কা খেল আরসিবি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২২৩ রানের বিশাল টার্গেট দেয় দিল্লি ক্যাপিটালস। প্রথম থেকেই আগ্রাসী ভঙ্গিতে ব্যাট করে আরসিবি বোলারদের আত্মবিশ্বাস একেবারে চুরমার করে দেন শেফালি ভার্মা ও মেগ ল্যানিংয়ের জুটি। রান তাড়া করতে নেমে একেবারেই স্বস্তিতে ছিল না স্মৃতি মন্ধানার দল। চাপের মুখে পরপর উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় আরসিবি। ৬০ রানের ব্যবধানে হারে স্মৃতির দল। খাতায়-কলমে মহিলাদের আইপিএলের সবচেয়ে শক্তিশালী দল গড়েছে আরসিবি। স্মৃতি মন্ধানা, এলিস পেরি, মেগান শুট, সোফি ডিভাইনের মতো মহিলা ক্রিকেটের মহাতারকাদের নিয়ে দল সাজিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়ল তারকাখচিত একাদশ। ব্যাটে-বলে দাগ কাটতে পারলেন না কোনও খেলোয়াড়ই। তবে সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিলেন দিল্লির ওপেনিং ব্যাটার শেফালি ভার্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে মাত্র ৪৩ বলে ৮৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস এল তাঁর ব্যাট থেকে। এদিনের ম্যাচে টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন স্মৃতি মন্ধানা। কিন্তু ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে প্রথম থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করেন দিল্লির দুই ওপেনার। ১৫ ওভারে ১৬২ রানের পার্টনারশিপ গড়েন তাঁরা। ওখানেই আরসিবির হাত থেকে ম্যাচ বেরিয়ে যায়। দুই বলের ব্যবধানে দুই ওপেনারকে ফেরান হিদার নাইট। তবে সেই ধাক্কা সামলেও ২০ ওভারের শেষে ২২৩ রান তোলে দিল্লি। ব্যাট করতে নেমে প্রথম থেকেই চাপ তৈরি করেন দিল্লি বোলাররা। পাওয়ার প্লের মধ্যেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন সোফি। আগ্রাসী ইনিংস খেলতে গিয়েও আউট হয়ে যান অধিনায়ক স্মৃতি। বিশ্বকাপে দুরন্ত ফর্মে থাকলেও আইপিএলের শুরুটা ভাল হল না বাংলার রিচা ঘোষের। মাত্র ২ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। পরপর উইকেট হারিয়ে প্রবল চাপে পড়ে যায় আরসিবি। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টার্গেট থেকে অনেকখানি দূরেই থেমে গেল স্মৃতি ব্রিগেড। ২০ ওভারের শেষে ১৬৩ রানেই আটকে গেল আরসিবি।

মুম্বইয়ের মাঠে দিল্লির তারার উদয়

মুম্বই, ৫ মার্চ ঃ নিলামে যখন তারা নরিসের মতন কার্যত আনকোরা একজন মহিলা ক্রিকেটারকে দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস তখন নিঃসন্দেহে ভ্রু কুঁচকে ছিলেন অনেকেই। একে অ্যাসোসিয়েট দেশের ক্রিকেটার, তার উপরে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা খুব কম, উপরন্তু ডব্লুপিএলের মতন এতবড় আসর যেখানে খেলতে হত বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে। সেখানে অ্যাসোসিয়েট দেশের এক ক্রিকেটার কতটা সফল হবেন আদৌ সফল হবেন কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। সেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব যেন প্রথম ম্যাচেই দিয়ে দিলেন তারা নরিস। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমেরিকার হয়ে খেলেন এই বাঁহাতি পেসার। আর দিল্লির প্রথম ম্যাচেই ডব্লুপিএলে খেলা একমাত্র অ্যাসোসিয়েট দেশের ক্রিকেটার হিসেবে এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম পাঁচ উইকেট নেওয়া বোলার হওয়ার নজির গড়লেন তিনি। ২৪ বছর বয়সি পেসার তারা এদিন ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে বল হাতে অনবদ্য ফর্মে ছিলেন। কার্যত একার হাতেই আরসিবি ইনিংসের ব্যাটিংয়ের মেরুদন্ড ভেঙে দেন সাসেক্সের হয়ে খেলা এই পেসার। অজি অলরাউন্ডার এলিসা পেরি, দিশা কাসাত, রিচা ঘোষ, কনিকা আহুজাকে পরপর আউট করেন তিনি। ফলে বড় রানের স্কোর তাড়া করে ডব্লুপিএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আরসিবির জয়ের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। ডব্লুপিএলের নিয়ম অনুযায়ী এক ম্যাচে প্রথম একাদশে চারজন বিদেশি ক্রিকেটার খেলতে পারেন। তবে পঞ্চম জন অ্যাসোসিয়েট দেশের থেকে হলে তাকেও খেলানো যেতে পারে প্রথম একাদশে। এদিন সেই নিয়মকেই কাজে লাগায় দিল্লি ক্যাপিটালস দল। আর দলের ভরসার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দেখান তারা নরিস। উল্লেখ্য ডব্লুপিএলের নিলামে আর কোনও দল অ্যাসোসিয়েট দেশের ক্রিকেটারকে দলে নেয়নি। ফলে এখানে তাদের চালে সকলকে বাজিমাত করেছে দিল্লি। তারা নরিস এদিন চার ওভার বল করে ২৯ রান দিয়ে নিয়েছেন পাঁচ উইকেট। এদিন প্রথমে ব্যাট করে দিল্লি মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে ২২৩ রানের বিরাট স্কোর করেছিল। শেফালি বর্মা ৮৪ এবং মেগ ল্যানিং ৭২ রান করেন। জবাবে আট উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৬৩ রান করতেই সক্ষম হয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর দল। তারা নরিসের পাঁচ উইকেটে ভর করে আরসিবিকে আটকে রাখতে সমর্থ হয় দিল্লি।

ইন্দোরের পিচ নিয়ে সমালোচনায় টেলর

সিডনি, ৫ মার্চ ঃ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের শুরু থেকেই চলছে পিচ বিতর্ক। ইন্দোর টেস্টের পর সেই বিতর্ক যেন আরও বেশি মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্টে ইন্দোরের পিচ নিয়ে প্রথম দিন থেকেই বিতর্ক শুরু হয়। প্রথম দিন থেকেই বল ঘুরতে থাকে। ভারতীয় ব্যাটাররা দাঁড়াতেই পারেনি অজি স্পিনারদের সামনে। মাত্র আড়াই দিনেরও কম সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ইন্দোর টেস্ট। এবার পিচ নিয়ে মুখ খুললেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক মার্ক টেলর। টেলর ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১০৪টি টেস্ট ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি মনে করেন তৃতীয় ম্যাচের পিচ অনেক খারাপ ছিল। মার্ক বলেন, আমি মনে করি এই সিরিজের সবচেয়ে খারাপ পিচ বানানো হয়েছে। সত্যি বলতে গেলে তিনটি ম্যাচের মধ্যে সবথেকে খারাপ মানের পিচ তৈরি করা হয়েছে ইন্দোরে। আমি বিশ্বাস করি না যে, প্রথম দিনেই একটি পিচের সার্বিক রূপটা এইভাবে বেরিয়ে আসা উচিত। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন এই ওপেনার আরও বলেন, খেলা যদি চার কিংবা পাঁচ দিন গড়াতো তখন এইরকম ভাবে বল ঘুরলে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই যদি বল এই ভাবে ঘুরতে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা ভালো নয়। এটা খুব খারাপ পিচ ছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মন্তব্যকে এক প্রকার প্রাধান্য দিয়ে আইসিসি ইন্দোরের পিচকে খারাপ বলে জানিয়ে দিয়েছে। ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড বলেন, শুকনো পিচে এখানে খেলা হয়েছে। টেস্টে ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কোনও ভারসাম্য ছিল না। খেলার শুরু থেকেই স্পিনারদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছে এই পিচ। তবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর আইসিসির এই রেটিংয়ের বিরোধিতা করেছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচে গাব্বার পিচকে খারাপের থেকে উপরের স্তরের রেটিং দেয় আইসিসি। যার তুলনা করে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলেন, ইন্দোরের পিচকে খারাপ বলে রেটিং দেওয়া আইসিসির বাড়াবাড়ি। এই অভিযোগ মানতে নারাজ অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক। মার্ক টেলর বলেন, গাব্বার পিচে অনেক সবুজ ঘাস ছিল যা গ্রাউন্ডস ম্যানদের ভুল। তবে ওই পিচ থেকে দুই দলই সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু ইন্দোরে তা হয়নি। এই পিচে ভারত ঠিকঠাক ভাবে রান করতেই পারেনি। শুধু ভারত নয়, অস্ট্রেলিয়ার অবস্থাও একই হয়। এই পিচ একেবারেই খেলার জন্য নয়।

ইরানি কাপ জিতল অবশিষ্ট ভারত একাদশ

গোয়ালিয়র, ৫ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ইরানি কাপ জিতে নিল অবশিষ্ট ভারত একাদশ। প্রথম ইনিংসে অভিমুন্য ঈশ্বরণ এবং দুই ইনিংসেই যশস্বী জয়সোয়ালের অনবদ্য পারফরম্যান্স। শৃঙ্খলাবদ্ধ বোলিংয়ে ২৩৮ রানের বিশাল জয় ছিনিয়ে নিল অবশিষ্ট ভারত একাদশ। মধ্যপ্রদেশের মিডল অর্ডারকে ধূলিসাৎ করে দিলেন বাংলা তথা জাতীয় দলের পেসার মুকেশ কুমার। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন অতীত শেঠ। ম্যাচের দুই ইনিংসেই দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন যশস্বী জয়সোয়াল। দুই ইনিংসে তিনি যথাক্রমে ২১৩ এবং ১৪৪ রান করেন। অবশিষ্ট ভারত একাদশের ৪৮৪ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৯৪ রান করে মধ্যপ্রদেশ। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৯৮ রানে শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। সামনে ৪৩৭ রানের বিশাল লক্ষ্য। চতুর্থ ইনিংসে এই রান তোলা কার্যত অসম্ভব। মুকেশ কুমার, অতীত শেঠরা দারুণ বোলিং করেন। লোয়ার অর্ডারকে ফেরানোর দায়িত্ব দেন সৌরভ কুমার, পুলকিত নারাংরা। এই জুটি নেয় ৫ উইকেট। মুকেশ কুমার ও অতীত শেঠ ২টি করে উইকেট নেন। ৫৮.৪ ওভারে মাত্র ১৯৮ রানেই শেষ হয়ে যায় মধ্যপ্রদেশের ইনিংস। ব্যাট হাতে কিছুটা লড়াই করেন অধিনায়ক হিমাংশু মন্ত্রী ও হর্ষ গাওলি। হিমাংশু ৫১ রান করেন। অবশিষ্ট ভারত একাদশের হয়ে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৩৫৭ রান করে যশস্বী জয়সোয়াল। ম্যাচ শেষেও তাঁর মুখে কিছুটা আফশোষ। যশস্বী বলেন, প্রথম দিন আমি অপরাজিত থাকলে হয়তো ট্রিপল সেঞ্চুরি করতে পারতাম। দলের জন্যও সেটা ভালো হত। আর এক ওপেনার তথা ভারত এ দলের ক্রিকেটার অভিমন্যু ঈশ্বরণকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন যশস্বী। প্রথম ইনিংসে ১৫৪ রান করেন অভিমন্যু। যশস্বী বলছেন, আমার সঙ্গে অভিজ্ঞ সঙ্গী থাকায় ব্যাটিংয়ে সুবিধা হত। ওর সঙ্গে ব্যাটিং করায় কাজটা সহজ হয়েছে।

অধিনায়কত্বে স্মিথ

ইন্দোর, ৫ মার্চ ঃ ভারতের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ ও শেষ টেস্টেও অনিশ্চিত অস্ট্রেলিয়ার নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। শেষ টেস্টেও অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। মায়ের অসুস্থতার কারণে দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্ট শেষে দেশে উড়ে যান কামিন্স। কামিন্স না থাকায় সিরিজের তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব দেন স্মিথ। তার নেতৃত্বে ইন্দোর টেস্ট ৯ উইকেটে জিতে দ্বিতীয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দুই টেস্ট হারের পর স্মিথের নেতৃত্বে তৃতীয় টেস্টে এসে প্রথম জয়ের স্বাদ পায় অসিরা। এতে চার ম্যাচের সিরিজে ব্যবধানে ২-১এ নামিয়ে আনে অস্ট্রেলিয়া। বর্তমানে সিডনিতে নিজ বাড়িতে অসুস্থ মায়ের কাছে আছেন কামিন্স। কামিন্সকে নিয়ে দলের কোচ এন্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানান, এখনও বাড়িতে আছে কামিন্স এবং ভারতে থাকা দলের বাকিদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন তিনি। তিনি বলেন, এই কঠিন সময়ে আমরা তার ও তার পরিবারের পাশে আছি। নিয়মিত তার সাথে যোগাযোগ করছি। কিন্তু এই মুহূর্তে কামিন্স এখানে নেই এবং টেস্ট ম্যাচ শুরু হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, প্রতিদিনই কামিন্সের সাথে আমরা আলোচনা করছি। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছেন স্মিথ। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কেপ টাউন টেস্টে বল বিকৃতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অধিনায়কত্ব হারান স্মিথ। ২০২১ সালের নভেম্বরে কামিন্স দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত হিসেবে তিনবার অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেন স্মিথ। আগামী ৯ মার্চ আহমেদাবাদে সিরিজের চতুর্থ ও শেষ টেস্ট।

রিচার ব্যাটে ঝড় ব্র্যাবোর্নে

মুম্বই, ৫ মার্চ ঃ মহিলা প্রিমিয়ার লিগে একেবারে আগুনে মেজাজে শেফালি বর্মা। তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে একেবারে গুটিয়ে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বোলাররা। শেফালি বর্মা বরাবরই ঝড়ো ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত। তিনি যখনই খেলেন, বোলাররা কিছুটা আশঙ্কাতেই থাকেন। মহিলা প্রিমিয়ার লিগেও (ডব্লিউপিএল) ঝড় তুলেছেন শেফালি। শেফালি টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলছেন। রবিবার এই লিগে প্রথম ম্যাচেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের মুখোমুখি হয়েছে দিল্লি। আর এই ম্যাচেই ঝড় তুলে শেফালি ৮৪ রান করেছেন। সেই সঙ্গে গড়েছেন নজির। ভারতে অনুষ্ঠিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী মরশুমে, সেটা পুরুষ হোক মহিলাদের টুর্নামেন্ট, শেফালির আগে কোনও টিনএজার অর্ধশতরান করতে পারেননি। আইপিএলের উদ্বোধনী মরশুমেও কোনও টিনএজার হাফসেঞ্চুরি করেননি। প্রথম টিনএজার হিসেবে শেফালি বর্মাই প্রথম বার অর্ধশতরান করে নজির গড়ে ফেললেন। শেফালি এই ম্যাচে ওপেন করতে এসেছিলেন এবং তিনি মাঠে নেমেই বোলারদের গুছিয়ে পিটোতে থাকেন। তিনি এবং দিল্লির অধিনায়ক মেগ ল্যানিং মিলে আরসিবি-র বোলারদের ছাতু করেন। এবং তাঁরা জুটিতে সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ করেন। মহিলা প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এটি প্রথম সেঞ্চুরির পার্টনারশির। দু'জনে মিলে প্রথম উইকেটে ১৬২ রান করে পেলেন। দ্বিতীয় ওভার থেকেই শুরু হয়ে শেফালি বর্মার ঝড়। মেগান শুটের করা এই ওভারের তৃতীয় বলে চার মারেন তিনি। এর পর পঞ্চম বলেও চার মারেন। এমন কী শেষ বলেও তিনি চার হাঁকান। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে প্রীতি বোসকে প্রথম ছক্কা হাঁকান তিনি। এর পর তাঁর ব্যাটের রানের ফোয়ারা। ৩১ বলে তার ৫০ পূর্ণ করেন তিনি। এবং মহিলা প্রিমিয়ার লিগে হাফ সেঞ্চুরি করা দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে নজির গড়েন শেফালি। শেফালি যে ভাবে ব্যাটিং করছিলেন, তা দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি ডব্লিউপিএলে প্রথম সেঞ্চুরিটা হাঁকাবেন। কিন্তু হিদার নাইটের বলে ১০০-র থেকে ১৫ রান আগে তাঁর ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ১৫তম ওভারের পঞ্চম বলে, শেফালি এগিয়ে গিয়ে শট খেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সেটা মিস করেন এবং উইকেটরক্ষক রিচা ঘোষ তাঁর স্টাম্প উড়িয়ে দেন। ৪৫ বলে ১০টি চার এবং চারটি ছক্কার সাহায্য ৮৪ রান করেন শেফালি। তার আগে একই ওভারের তৃতীয় বলে ল্যানিংকেও সাজঘরে ফিরিয়েছিলেন হেদার নাইট। মেগ ল্যানিং ৪৩ বলে ১৪টি চারের সাহায্যে ৭২ রান করেন।

এবির সমালোচনা করে বিপাকে গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ ভারতের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীর সম্প্রতি এবি ডিভিলিয়ার্সের সম্পর্কে এক মন্তব্য করেন। যার ফলে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এবি ডিভিলিয়ার্সকে আইপিএলের সেরা ব্যাটার হিসেবে মানতে নারাজ তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন এই ক্রিকেটার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে অসাধারণ সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু সেই আইপিএল খেতাব তুলতে পারেনি আরসিবি। আর কিছুদিন পরই শুরু হতে চলেছে এই বছরের আইপিএল। তার আগে এবি ডিভিলিয়ার্সের সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার গম্ভীর। দক্ষিণ আফ্রিকার আক্রমণাত্মক ব্যাটার ডিভিলিয়ার্স এত বছরের আইপিএলের মাত্র দুটি দলে খেলেছেন। শুরু করেন দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের হয়ে। তারপরেই চলে আসেন আরসিবিতে। সেই থেকেই দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে আছেন বিরাট কোহলির দলে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার ডিভিলিয়ার্সকে আইপিএলের সেরা ব্যাটার হিসেবে মানতে নারাজ। দুইবার আইপিএল খেতাব জয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মনে করেন, ডিভিলিয়ার্স নিজের রেকর্ড দুবার ভেঙেছেন সেই সময় তিনি ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলতেন না। গৌতম গম্ভীর বলেন, যদি এবি ডিভিলিয়ার্সের মতো অন্য কোনও ক্রিকেটার চিন্নাস্বামীর মতো ছোট স্টেডিয়ামে ৮ থেকে ১০ বছর খেলতো তাহলে তারাও তাঁর মতো স্ট্রাইক রেট বা খেলার ক্ষমতা রাখত। সুরেশ রায়নার চারটি আইপিএল ট্রফি রয়েছে। অন্যদিকে ডিভিলিয়ার্স শুধু ব্যক্তিগত রেকর্ডই তৈরি করে গিয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন অধিনায়কের এমন মন্তব্যের ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা শুরু হয়েছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের ভক্তরা কোনও ভাবেই ছেড়ে দিতে রাজি নন। বিরাট কোহলির আইপিএল দলের এক ভক্ত টুইট করে বলেন, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ১১টি ইনিংসে মাত্র দুটি অর্ধশতক করেছেন গম্ভীর। সর্বোচ্চ রান ৬৪। স্ট্রাইক রেট ১২৬.৪। অ্যাভারেজ ৩০.২। তিনি খেলার সময় বাউন্ডারি ছোটই ছিল। এর থেকে স্পষ্ট এই পিচে ব্যাট করা অনেকটাই কঠিন। আরও এক ভক্ত টুইট করে জানান, আমি গৌতমকে ক্রিকেটার হিসেবে শ্রদ্ধা করি। মাঠে তাঁর পারফরম্যান্স অনেক ভালো। কিন্তু এইরকম সংবেদনশীল মন্তব্যের ফলে মাঝে মাঝে মুখ থুবড়ে পড়েন উনি। গৌতম গম্ভীর কলকাতা নাইট রাইডার্সকে দুইবার চ্যাম্পিয়ন করেছেন। আইপিএলে ১৫৪টি ম্যাচে করেছেন ৪২১৮ রান। অন্যদিকে এবি ডিভিলিয়ার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলেছেন ১৫৭টি ম্যাচ। করেছেন ৪৫২২ রান। আরসিবির হয়ে দুটি সেঞ্চুরি ও ৩৭টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

রেকর্ড গোলে পিএসজিকে জয় উপহার দিলেন এমবাপে

প্যারিস, ৫ মার্চ ঃ শনিবার রাতে লিগ ওয়ানে নঁতেকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে টেবিলের শীর্ষস্থান আরও শক্তিশালী করেছে পিএসজি। একইসাথে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলর ফিরতি লেগের ম্যাচকে সামনে রেখে প্রস্তুতিটাও ভালভাবেই সেরে রাখলো প্যারিসের জায়ান্টরা। এই ম্যাচে স্টপেজ টাইমে দলের পক্ষে শেষ গোলটি করে ক্লাবের পক্ষে সর্বোচ্চ ২০১তম গোল করার মাইলফলক স্পর্শ করেছেন কিলিয়ান এমবাপে। গত সপ্তাহে মার্সেইর বিরুদ্ধে দুই গোল করে ফরাসি এই তরুণ উরুগুইয়ান তারকা এডিনসন কাভানির ২০০ গোলের রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন। কাল পার্ক ডি প্রিন্সেসে গোল করে তিনি কাভানিকে ছাড়িয়ে গেলেন। ম্যাচের শুরুতেই দুই গোলের লিড পায় পিএসজি। লিওনেল মেসির প্রথম গোলের পর জাওয়েন হাজামের আত্মঘাতী গোলে ১৭ মিনিটেই পিএসজি ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। এরপর ৩৮ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে দারুনভাবে লড়াইয়ে ফিরে আসে নঁতে। লুডোভিচ ব্লাস এক গোল দেবার পর ইগনাটিয়াস গানাগো সফরকারীদের সমতায় ফেরান। কিন্তু এমবাপের অ্যাসিস্টে ডানিলো পেরেইরা ৬০ মিনিটে আবারো পিএসজিকে এগিয়ে দেন। এরপর স্টপেজ টাইমে এমবাপে তার রেকর্ড গোলটি করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ২০১৭ সালে মোনাকো থেকে পিএসজিতে আসার পর ২৪৭ ম্যাচে এমবাপে গোলের নতুন এই মাইলফলক স্পর্শ করছেন। কাভানি সাত বছর খেলে ২০২০ সালে ২৯৮ ম্যাচে আগের রেকর্ডটি গড়েছিলেন। ম্যাচ শেষে ক্লাবের হয় অনন্য এই রেকর্ডের জন্য ২৪ বছর বয়সী এমবাপেকে ট্রফি প্রদান করা হয়। অধিনায়কে হিসেবে ম্যাচ শেষ করেছেন এমবাপে। ম্যাচ শেষে ফরাসি এই তারকা বলেছেন, ইতিহাস গড়ার জন্যই আমি খেলি। আমি সবসময়ই বলেছি ফ্রান্সের হয়ে আমি ইতিহাস রচনা করতে চাই, নিজ শহরের হয়ে ইতিহাস রচনা করতে চাই। সেটা আমি করে দেখিয়েছি। এটা সত্যিই অনন্য। কিন্তু এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে। আমার কাছে এই রেকর্ডগুলো সত্যিই বিশেষ কিছু। কেউ যদি আমাকে বলে অধিনায়ক আর্মব্যান্ড পরার সময়ই শুধুমাত্র আমি গোল করে রেকর্ড ভাঙ্গতে চাই, তবে সেটা আমি বিশাস করিনা। দারুন এই জয়ে পিএসজি লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা মার্সেইর থেকে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে। বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফিরতি লেগের ম্যাচ খেলার আগে এই আত্মবিশাসটা জরুরী ছিল। বেভারিয়ান্সদের বিরুদ্ধে প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছিল পিএসজি। ইউরোপে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাতে না পারলে মরশুমের শেষে আবারও হতাশায় পড়তে হবে প্যারিসের জায়ান্টদের। চোটে থাকা মরোক্কান তারকা আশরাফ হাকিমিকে পাক ডি প্রিন্সেসের স্ট্যান্ড থেকেই কাল ম্যাচটি উপভোগ করতে হয়েছে। নেইমারও কাল দর্শক হয়ে মাঠে এসেছিলেন। বায়ার্নের বিরুদ্ধেও ব্রাজিলিয়ান এই সুপারস্টার খেলতে পারছেন না। এদিকে পেশির চোটের কারনে পুরো মরশুমের জন্যই মাঠের বাইরে চলে গেছেন সেন্টার-ব্যাক প্রিসনেল কিম্পেম্বে। এই ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে কোচ ক্রিস্টোফে গাল্টিয়ার আরও দুই ডিফেন্ডারকে হারিয়েছেন। অধিনায়ক মারকুইনহোস ও অস্থায়ী রাইট-ব্যাক নোর্ডি মুকিয়েলে উভয়ই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। ম্যাচ শুরুর আগে ফ্রান্সের কিংবদন্তী স্ট্রাইকার জাস্ট ফন্টেইনের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ১৯৫৮ বিশ্বকাপে ১৩ গোল করা ফন্টেইন গত বুধবার ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পিএসজির কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ফন্টেইন। ১৯৭৪ সালে ফন্টেইনের অধীনে পিএসজি প্রথমবারের মত ফ্রেঞ্চ ফুটবলের শীর্ষ সারির লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ম্যাচের ১২ মিনিটে এগিয়ে যায় প্যারিসের জায়ান্টরা। নুনো মেনডেসের ডিফ্লেকটের লো ক্রস থেকে মেসি গোল করে পিএসজিকে এগিয়ে দেন। এবারের মরশুমে এটি মেসির ১৩তম লিগ গোল। হাজামের আত্মঘাতী গোলটি নঁতের জন্য দুর্ভাগ্যই ছিল। কিন্তু ৩১ মিনিটে ব্লাসের গোলে গিয়ানলুইগি ডোনারুমা পরাস্ত হলে নঁতে নড়েচড়ে বসে। সাত মিনিট পর ক্যামেরুনের ফরোয়ার্ড গানাগোর হেডে সমতায় ফিরে নঁতে। এসময় পুরো স্টেডিয়াম নিস্তব্ধ হয়ে যায়। মাত্র ১৫ দিন আগে লিলির বিপক্ষে শেষ হোম ম্যাচটিতেও দুই গোলে এগিয়ে থেকে পিএসজি ৩-২ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল। পরে অবশ্য ৪-৩ গোলের স্বস্তিদায়ক জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। ঐ ম্যাচেও জয়ের নায়ক ছিলেন এমবাপে। কালও এমবাপের অ্যাসিস্টে ডানিলোর গোলে ৬০ মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। এর কিছুক্ষন রেই মুকিয়েলেকে ফাউলের অপরাধে নঁতের বিরুদ্ধে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি জারেমি স্টিনাট। কিন্তু ভিএআর প্রযুক্তিতে ধরা পড়ে ফাউলটি বক্সের সামান্য বাইরে সংঘটিত হয়েছে। ম্যাচের শেষটা যেন এমবাপের জন্যই রাখা ছিল। স্টপেজ টাইমে গোল করে এমবাপে শুধুমাত্র জয়ের ব্যবধানই বাড়াননি, ক্লাবের ইতিহাসে রেকর্ড বইয়ে নিজেকে আরও একবার অনন্য করে রাখলেন। এর আগে দিনের শুরুতে লিলির সাথে ১-১ গোলে ড্র করে মার্সেইকে টপকে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠতে ব্যর্থ লেন্স। লিলির হয়ে সমতাসূচক গোলটি করেছেন কানাডিয়ান তারকা জোনাথন ডেভিড।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615